পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 358 Saturday, 22 November, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩৫৮ সংখ্যা ✱ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, শনিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এসআইআর নিয়ে ফের পথে মুখ্যমন্ত্রী

এবার মতুয়াগড়ে মিছিল, বনগাঁয় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে বাংলায়। এবার ফের পথে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার মতুয়াগড়ে মিছিল করবেন তিনি। মিছিল শেষেই তাঁর সভা বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে। শাসকদলের দাবি, এসআইআর-এ 'তাড়াহুড়ো' চলছে, আর তাতেই সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনিক কর্মীদের ওপর তৈরি হচ্ছে অস্বাভাবিক চাপ। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, এসআইআর-এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াকে দ্রুত শেষ করার নির্দেশের ফলে বহু প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ওপর কাজের চাপ এতটাই বাড়ছে যে তারা দিনে-রাতে কাজ করেও তাল রাখতে পারছেন না। শাসকদলের বক্তব্য, এই অমানবিক পরিশ্রম ভুলভ্রান্তির ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ ভোটারদের ওপর। গত কয়েক সপ্তাহে রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্কে একাধিক

অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উদ্বেগে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ স্বচ্ছ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া উচিত। কিন্তু কমিশনের নির্দেশে যে গতিতে কাজ এগোচ্ছে, তাতে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠিও দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি অনুরোধ করেছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় সময়সীমা বাড়ানোর জন্য। তাঁর বক্তব্য, 'এভাবে তাড়াহুড়ো করে হলে বহু মানুষের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হবে।' শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপেই থেমে থাকেনি তৃণমূল। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে দল। তাদের দাবি, আদালতের হস্তক্ষেপেই একমাত্র নিশ্চিত করা যাবে যাতে কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ না পড়ে। রাজনৈতিক মহলের মতে, মঙ্গলবারের মিছিল ও সভা এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করে তুলবে। মতুয়াগড়ে মমতার উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ বনগাঁ ও সংলগ্ন অঞ্চলজুড়ে বড় সংখ্যায় মতুয়া ভোটাররা বাস করেন, যাদের একটা অংশ ইতিমধ্যেই নথিপত্র যাচাই নিয়ে উদ্বিগ্ন। ফলে মমতার বার্তা সরাসরি এই অঞ্চলেই দলের রাজনৈতিক অবস্থানকে জোরদার করতে পারে। প্রসঙ্গত, এসআইআর শুরুর মুখে কলকাতার রাজপথেও মিছিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বিএলএ-দের নিয়ে সন্তুষ্ট নন অভিষেক! ডাকলেন বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের কাজে দলের কর্মীদের ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কিছু জেলায় দলের পারফরমেন্স ক্ষোভ তৈরি করেছে তাঁর মনে। পূর্ণ হয়নি প্রত্যাশা। তাই যেন সেই পারফরমেন্স ঠিক করতেই ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ২৪ নভেম্বর অর্থাৎ সোমবার ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন প্রক্রিয়া নিয়ে দলের সর্বস্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকাল চারটে নাগাদ নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন তিনি। অভিষেকের নির্দেশ মেনে সেই বৈঠকে যোগ দিতে চলেছে প্রায় ১০ হাজারের বেশি নেতা-কর্মী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে কয়েক মাস আগে রাজ্যে চলছে নিবিড় পরিমার্জনের কাজ। আর এই আবহে ঠাকুরনগর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। ঠাকুরনগরে মতুয়াদের ভোটব্যাঙ্ক। এসআইআর-এর কারণে সেই ভোটব্যাঙ্ক যদি রুষ্ঠ হয় বা কোনও কারণে হাতছাড়া হয়, তা হলে তার প্রভাব কিছুটা হলেও শাসকশিবিরের ভোটে পড়বে বলেই

মত একাংশের। ফলত, সেই ঠাকুরনগরে বিশেষ করে মতুয়াদের উপর বাড়তি নজর দিতে চান অভিষেক। শুধুই ঠাকুরনগর নয়, এসআইআর পর্বের শুরু থেকেই উত্তর ২৪ পরগনা থেকেছে উত্তেজনার প্রাণকেন্দ্র। কখনও ভোটার তালিকা, কখনও বা অনুপ্রবেশ নানা প্রসঙ্গ উঠেছে সেখানে। তাই সেই উত্তর ২৪ পরগনাতেও অভিষেক বাড়তি নজর দিতে পারেন বলেই মত একাংশের। একদিকে বিএলও-দের উপর তৈরি চাপ নিয়ে চিন্তিত মমতা। সেই আবহে দলের বিএলএ-দের পারফরমেন্স ক্ষোভ তৈরি করেছে অভিষেকের মনে। তা হলে সোমবারের বৈঠক দলকে কি নিবিড় পরিমার্জনের কাজে আরও সক্রিয় হওয়ার বার্তাই দেবেন তিনি?

সোমবার নবম-দশমের ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগের ফল প্রকাশ হয়েছে আগেই। এবার নবম-দশমের ফল প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। চলতি সপ্তাহেই ফল প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত বদল হয়েছে। আগামী সোমবার সন্ধ্যায় নবম-দশমের ফল প্রকাশ করবে এসএসসি। সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই এগোচ্ছে বলে সূত্রের খবর। একাদশ-দ্বাদশের ফল প্রকাশ হলেও তাতে ডাক পাননি অনেক চাকরিহারা। তাই নবম-দশমের ফল প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। সোমবার ফল প্রকাশ হলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তাঁদের চাকরি থাকছে কি না। এদিকে, একাদশ-দ্বাদশের ফল প্রকাশ হওয়ার পর নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে। সামনে আসে এক দাগি প্রার্থীর নাম। সেই সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট অযোগ্যদের পুরো তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রায় ছাব্বিশ হাজারের চাকরি বাতিলের পর নতুন করে নিয়োগের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশ মেনে পরীক্ষা হয়েছে। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের লেখা পরীক্ষা আগেই হয়ে গিয়েছে। এখন বাকি রয়েছে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র পরীক্ষা। আগামী ২৬ নভেম্বর আঞ্চলিক অফিসগুলিতে ইন্টারভিউ পক্রিয়া শুরু করছে এসএসসি। মঙ্গলবার সন্ধেয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে কমিশন। অভিযোগ ওঠে, ভেরিফিকেশনের জন্য যে তালিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে নাম ছিল চিহ্নিত দাগিদেরও। সেক্ষেত্রে নীতীশরঞ্জনের নাম সামনে আসে। হাইকোর্টের নির্দেশে সেই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

'জলতরঙ্গ' কর্মসূচিতে জনসংযোগ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ গঙ্গার পাশের গ্রামগুলি কেমন আছে? সেখানকার বাসিন্দারা কেমন আছেন? সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা শুনতে চান। তাই নতুন কর্মসূচি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। 'জলতরঙ্গ' নামে ওই কর্মসূচিতে শুক্রবার একাধিক এলাকায় পৌঁছে গেলেন তিনি। কথা বললেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। দোকান থেকে চা, চপ ও ছোলা সেদ্ধ খেলেন। প্রশংসাও করলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে ৩ বছর পূর্ণ হয়েছে সিভি আনন্দ বোসের। ২০২২ সালের ১৮

দোকান থেকে চপ, ছোলা সেদ্ধ খেলেন বোস

নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন তিনি। আর তিন বছর পূর্তিতে রাজ্যপাল বোস গঙ্গা তীরবর্তী এলাকাগুলি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন। কলকাতা রিভার ট্র্যাফিক গার্ডের যে জেটি ঘাট রয়েছে, সেখান থেকে এদিন রাজ্যপাল বোটে করে রওনা দেন। এদিন মোট তিনটি জায়গা যান সিভি আনন্দ বোস। নাজিরগঞ্জ, সাঁকরাইল এবং বজবজ। প্রথমে নাজিরগঞ্জে পৌঁছন তিনি। নাজিরগঞ্জে প্রথমে একটি দোকানে ছোলা সেদ্ধ ও চপ খান রাজ্যপাল। প্রথমে ছোলা খেয়ে বাংলায় রাজ্যপাল বলেন, ''ছোলা খুব ভাল আছে।'' এরপর চপ খেয়ে দোকানদারের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, ''বহুত আচ্ছা। ভাল আছে।'' দোকানদারকে হাতজোড় করে নমস্কার করে এগিয়ে যান রাজ্যপাল। সিভি আনন্দ বোস তাঁর দোকানে ছোলা সেদ্ধ, চপ খাওয়ায় খুশি দোকানদার কল্পনা দুয়ারী। তিনি বলেন, ''ছোলা সেদ্ধ ও চপ দিয়েছি। ভাল হয়ে বলেছেন।'' এরপর একটি দোকানে চা পান করেন রাজ্যপাল। দোকানদার সনাতনী পাত্র বলেন, ''এক কাপ চা খেয়েছেন। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমার দোকানে চা খাবেন, ভাবতে পারিনি। কতদিন দোকান রয়েছে, জানতে চাইলেন।'' জলতরঙ্গ কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আননন্দ বোস সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই মানুষের কাছে পৌঁছতে চেয়েছি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলব। তাঁদের অনুভূতি জানব। তাঁদের সমস্যার কথা জানব। তাঁরা কী সমাধান চাইছেন, সেটাও শুনব। এটা আমার কাছে শিক্ষণীয় বিষয়। আমি বাংলার আত্মাকে জানতে চাই। আর বাংলার আত্মা রয়েছে গ্রামে। সেইজন্য সেখানে যাচ্ছি।'' রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজ্যে সমান্তরাল সরকার চালানোর চেষ্টার অভিযোগে বারবার সরব হয়েছে তৃণমূল। এই নিয়ে আনন্দ বোস বলেন, ''তৃণমূল মানে গ্রাস রুট। আর গ্রাস রুট মানে সাধারণ মানুষ। আমি সেই তৃণমূলের কাছে যাচ্ছি। এতে অসুবিধার কী রয়েছে।'' রাজনীতির জন্যই বিরোধিতা করা হচ্ছে জানিয়ে রাজ্যপাল স্পষ্ট করে দেন, ''আমি রাজনীতিক নই।''

পাঁচ বছর পর যাদবপুরে ভোট

'বেআইনি' বলে প্রতিনিধি বাছাইয়ে লড়ছে না তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনী ঘণ্টা বাজল। পাঁচ বছরের বিরতির পর ফের হতে চলেছে ভোট। তবে ছাত্র সংসদের নয়, আইসিসি-র গবেষক প্রতিনিধি বাছাইয়ের। রাজ্যে এই প্রথম কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক-পড়ুয়ারা সরাসরি ভোটে অংশ নিচ্ছেন অভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিরসন কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের জন্য। ফলে ক্যাম্পাসে এখন নানা ছাত্র সংগঠনের দাপাদাপি, ব্যস্ততা আর পোস্টার-ব্যানারের ছড়াছড়ি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ভোট হবে ২৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার। দুপুর

আড়াইটে শুরু হয়ে চলবে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত। ভোটার সংখ্যা মোট ২,৩০০ গবেষক-ছাত্রছাত্রী। ইতিমধ্যে ৫ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। যদিও ভোটের আনুষ্ঠানিক নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা করেনি কর্তৃপক্ষ। এদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, এই নির্বাচন 'বেআইনি'। সংগঠনের সভাপতি কিশলয় রায় অভিযোগ করেছেন, ভোটার তালিকাই প্রকাশ হয়নি। মনোনয়ন জমা হয়ে গেছে। স্বচ্ছ প্রক্রিয়া তো দূরের কথা, গোটা নির্বাচনে অস্বচ্ছতা ঢেকে আছে। তৃণমূল শিবিরের প্রার্থী না থাকলেও তারা ভোট বয়কট করেনি- বরং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভোটের দাবিতে সরব হয়েছেন। অন্যদিকে, বাম-সমর্থিত গবেষক প্রার্থী রচয়িতা ঘোষ মনে করছেন, এই ভোট গবেষকদের জন্য পথ খুলে দিতে পারে। তাঁর দাবি, আইসিসি-তে প্রতিনিধি থাকলে গবেষকদের পরিচিতি বাড়বে। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি বা ওয়েলফেয়ার বোর্ডে গবেষকদের প্রতিনিধিত্বের দরজাও খুলবে। উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য অবশ্য ছাত্র সংগঠনগুলির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, যেহেতু এখন কোনও ছাত্র সংসদ নেই, তাই নিয়ম মেনেই গবেষক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হচ্ছে। আইসিসিতে একজন গবেষক প্রতিনিধি থাকা বাধ্যতামূলক। বস্তুত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য দায়িত্ব নিয়েই জানিয়েছিলেন যে তিনি ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে চান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ ছাত্রভোট হয়েছে ২০২০ সালে। কলকাতা-সহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অধীনস্থ কলেজগুলিতে শেষ ছাত্রভোট হয়েছে ২০১৭ সালে। তার পর থেকে আর কোনও কলেজে ছাত্রভোট হয়নি। এ নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ হয়েছে। জনস্বার্থ মামলা হয়েছে আদালতে। কিন্তু এখনও ভোট করানো সম্ভব হয়নি। কোনও কলেজেই নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই। গত আগস্ট মাসে হাই কোর্টে এক মামলায় হাজির হয়ে রাজ্য সরকার দাবি করেছিল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সদিচ্ছার অভাবেই ভোট করানো যাচ্ছে না। সে বারই রাজ্যের দাবি খণ্ডন করেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়েছিলেন, তাঁরা সরকারি নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

'রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে দেশের সর্বনাশ করছে মমতার সরকার'!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ এসআইআর প্রক্রিয়ার মাঝেই রাজ্যে এসেছে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। শুক্রবার সেই দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের একাধিক অভিযোগ তুলে ধরে বিজেপি। এর নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কমিশনের দলের সঙ্গে কী কথা হল এবং তাঁরা ঠিক কী জানালেন, সেই বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কথা বলতে গিয়ে শুভেন্দু ফের একবার রাজ্যের জনবিন্যাস ইস্যুতে বড় দাবি করেন। পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস বদলে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার- এই অভিযোগই করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের মানচিত্রতুলে ধরে তিনি দাবি করেছেন, বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-কে জমি না দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়েছেন মমতা। তারাই এতদিন ধরে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। আর এইভাবে রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে দিয়ে আদতে দেশের সর্বনাশ করছে তৃণমূল সরকার। শুভেন্দু জানান, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই অনুপ্রবেশকারীরা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে তারা বাংলাদেশ থেকে এসে রাজ্যে ৩-৪ বার ভোটও দিয়েছে! এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে। আর বাংলার জনবিন্যাস কীভাবে বদলেছে সেটাও একটি মানচিত্র আকারে তুলে ধরেন তিনি। শুভেন্দুর স্পষ্ট অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব তাঁর প্রশাসন দেশের সর্বনাশ করছে। আইপ্যাকের সাহায্যে তৃণমূল ভুয়ো এবং মৃত ভোটারদের কার্ড কাজে লাগিয়ে ভোটব্যাঙ্ক বাঁচানোর চেষ্টা করছে বলে আগেই অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার তাঁর দাবি, বিএলও-দের ভয় দেখানো হচ্ছে অনৈতিক কাজ করার জন্য। বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, অনেক বিডিও (এইআরও, ডিএম) এই কাজ করছেন। সে ব্যাপারে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। শুভেন্দু এও জানিয়েছেন, অধিকাংশ বিএলও সততার সঙ্গে কাজ করছেন। কিন্তু একাংশ রাজনৈতিক চাপে হোক কিংবা কিছু পাওয়ার আশায় তৃণমূল-আইপ্যাকের সঙ্গে মিলে দুর্নীতি করছেন। এমন ৬৭ জন বিএলও-দের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। তবে শুভেন্দু কমিশনের ভূমিকা নিয়েও খুব একটা সন্তুষ্ট নন। কারণ তাঁর দাবি, এদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএলও-দের ওপর নির্যাতন করছেন আর নির্বাচন কমিশন চুপ করে বসে দেখছে, কেন এমন হবে এই প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু অধিকারী।

জোরাল ভূমিকম্পে কাঁপল কলকাতা সহ গোটা বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ কলকাতায় ভূমিকম্প। বাংলাদেশে ভূমিকম্প, তার জেরেই জোরাল ভূমিকম্প অনুভূত হল কলকাতা সহ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে। সকাল ১০টা ৯ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। একের পর এক কম্পন অনুভূত হয়। টানা ৩০ সেকেন্ড ধরে কম্পন বোঝা যায়। মৌসম ভবনে প্রাথমিক

তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎস ছিল বাংলাদেশে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। ভূমিকম্পে কমপক্ষে ৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত অন্তত ৬০। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশে এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল। ঢাকা থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে নরসিংডিতে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে উৎসস্থল ছিল। উস্থল অগভীর হওয়ায় জোরাল কম্পন অনুভূত হয়। উত্তর বাংলাদেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসমেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও দক্ষিণ দিনাজপুরে জোরাল কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎস এখনও জানা যায়নি। অফিস টাইমে ভূমিকম্প হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বহুতল, অফিসগুলি ফাঁকা করে দেওয়া হয়। আতঙ্কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় লোকজনকে। বাংলাদেশেই যেহেতু ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল, তাই বেশ জোরাল কম্পন অনুভূত হয়েছে সেখানে। ঢাকার পাশাপাশি চাঁদপুর, নীলফামারী, সীতাকুণ্ড, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, পটুয়াখালী, বগুড়া, বরিশাল, মৌলবীবাজারে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

ইডির তল্লাশিতে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ কয়লা পাচারের পর কয়লা চুরির তদন্তে নেমে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের একাধিক জায়গায় শুক্রবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আর সেই তল্লাশিতে এখনও পর্যন্ত কয়েক কোটি নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে সোনার গয়নাও। বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইনে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি জায়গা ও ঝাড়খণ্ডের ১৮টি জায়গায় চলে ইডির অভিযান। কয়লা চুরির তদন্তে নেমেই এদিন সাতসকালে কলকাতা-সহ পুরুলিয়া, আসানসোল, দুর্গাপুরে তল্লাশি শুরু করেন ইডি আধিকারিকরা। তল্লাশি চালানো হয় হাওড়াতেও। রাজ্যের ২৫টি জায়গার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ-সহ পাশ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় তল্লাশি। ১০০ জনের বেশি ইডি আধিকারিক তল্লাশিতে নামেন। সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। সল্টলেকে দুটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। ঝাড়খণ্ডে অনিল গোয়েল, সঞ্জয় উদ্যোগ, এলবি সিং এবং অমর মণ্ডল নামে ব্যক্তিদের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশিতে নামে ইডি। দুটি রাজ্যে তল্লাশিতেই এখনও পর্যন্ত কোটি কোটি নগদ টাকা ও সোনা উদ্ধার হয়েছে।

চাকরি ফিরিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বরঃ বহাল রইল পদ। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া রায় খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। দুশ্চিন্তার মেঘ সরে গেল ২৮ জন কর্মীর মাথার উপর থেকে। কিন্তু কীসের বেনিয়ম? কী এমন নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট? সুপ্রিম কোর্টই বা কী জানাল? ঘটনার সূত্রপাত ২০১৯ সাল। বীরভূমের অক্সিলারি ফায়ার অপারেটর পদে ২৮ জনকে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে বলে উঠল অভিযোগ। বলে রাখা প্রয়োজন, সেই সময় রাজ্যজুড়ে প্রায় ৩ হাজার কর্মী নিয়োগ হয়েছিল। জেলাভিত্তিক সম্পন্ন হয়েছিল নিয়োগের কাজ। কিন্তু ৩ হাজার জন নবনিযুক্তদের মধ্যে অভিযোগ উঠল ২৮ জনের বিরুদ্ধে। দমকল দফতরের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বেনিয়মের চ্যালেঞ্জ করে প্রথমে মামলা হয় রাজ্যের ট্রাইবুনালে। পরবর্তীতে সেই মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। এতদিনে কেটে গিয়েছে প্রায় চার বছর। ২০২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এই দমকল বেনিয়মের মামলায় রায় দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। এই ২৮ জনের নিয়োগ খারিজ করেছিলেন বিচারপতি। সেই সময় মামলার রায়দানের পর অক্সিলারি নিয়োগ নিয়েও নানা প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন বিচারপতি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, দমকলের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়োগ হয়, সেখানে এমন অস্থায়ী নিয়োগ যথাযথ নয়। এরপরেই কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মামলাকারীরা। দু'বছর পর সেই মামলারই রায়দান করল দেশের শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ।

জাতিগত হিংসায় ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর

সংবাদ সংস্থা, ইম্ফল, ২১ নভেম্বরঃ রাষ্ট্রপতি শাসন চলতে থাকা মনিপুর ফের অশান্ত। সাঙ্গাই উৎসবের প্রধান স্থান, ইম্ফলের হাত্তা কাঙ্গজেইবুং গেটে পুলিশের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি (আইডিপি) এবং কো-অর্ডিনেটিং কমিটি অন মণিপুর ইনটেগ্রিটি (কোকোমি)-র নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বিশাল সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। লামলং বাজারের চারপাশে ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, কীভাবে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিয়ে এবং প্ল্যাকার্ড হাতে উসবের গেট ভেঙে প্রবেশের চেষ্টা করছে, আর পুলিশ টিয়ার গ্যাস এবং লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করছে। অন্তত তিনজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে, যাদের মধ্যে দু'জন মহিলা। এই ঘটনা মণিপুরের জাতিগত সংকটের মধ্যে সরকারের উসব আয়োজনকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, যখন হাজার হাজার মানুষ এখনও রিলিফ ক্যাম্পে কাটছে দিন গুনছে। ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) থেকে, যখন সাঙ্গাই উসবের উদ্বোধনের একদিন আগে কোকোমি-র নেতৃত্বে আইডিপিরা রাজভবনের দিকে মার্চ করতে শুরু করে। তারা প্ল্যাকার্ডে লিখেছে, 'সুরক্ষা ও ন্যায়ের আগে উৎসবের মুখোশ নয়, শান্তি ছাড়া সাঙ্গাই উৎসব নয়, মৌলিক অধিকারের আগে উৎসব নয়।' ইম্ফল ইস্টের প্যালেস গেটে পুলিশ তাদের আটকায়, কিন্তু বিক্ষোভকারীরা গোবিন্দজি ক্রসিং থেকে উঠে

এসে হাত্তা কাঙ্গজেইবুং-এর দিকে এগিয়ে যায়। প্রায় ৫০-৬০ জনের দল প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে, যা ইম্ফাল ইস্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে। পুলিশের তরফ থেকে টিয়ার গ্যাসের শেল ছোড়া হয়েছে কয়েকবার, এবং লাঠিচার্জে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করা হয়। কোকোমির কনভেনের খুরাইজাম আথোবা মিডিয়াকে বলেছেন, ''এই প্রশাসন মানুষের অনুভূতি বোঝে না। হাজারো মানুষ বাস্তুচ্যুত অবস্থায় কষ্ট করছে, তখন উৎসব করা অমানবিক। আমাদের দাবি প্রথমে আইডিপিদের পুনর্বাসন, হাইওয়ে খোলা, মুক্ত চলাচলের অধিকার ফিরিয়ে দিন।'' সাঙ্গাই উৎসব, যা মণিপুরের রাজ্য প্রাণী সাঙ্গাই (ব্রো-অ্যান্টলার্ড ডিয়ার)-এর নামে পরিচিত, ২০১০ সাল থেকে বছরে একবার ১০ দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এটি মণিপুরের সংস্কৃতি, হস্তশিল্প, সঙ্গীত, খাবার এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রদর্শনী। গত দু'বছর জাতিগত সংঘর্ষের কারণে বন্ধ ছিল, কিন্তু ২১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবার শুরু হয়েছে। সরকার বলছে, এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকারী স্থানীয় কারিগর, কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার সৃষ্টি করে। চিফ সেক্রেটারি পুনিত কুমার গোয়েল বলেছেন, ''আইডিপিদের পুনর্বাসন আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার, কিন্তু উৎসবটি বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বাড়াবে। আমরা ২৫টি স্টল আইডিপিদের জন্য রাখা হয়েছে, কিন্তু কেউ নিবন্ধন করেনি। এবছর ৬০০টি স্টল তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু বিক্ষোভের ছায়ায় এর আয়োজন প্রশ্নের মুখে পড়েছে।'' বিক্ষোভ শুধু ইম্ফল ইস্টে সীমাবদ্ধ নয়। ইম্ফাল ভ্যালির বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্পে যেমন সামুনবুং, সঞ্জিবা, লাম্বুইখোনাহং (উরিপোক), লানোল (ইম্ফাল ওয়েস্ট), আকামপাত, স্ট্যান্ডার্ড কলেজ (ইম্ফাল ইস্ট), কেইরাও, ময়রাং, কোয়াক্তা এবং কুম্বি (বিষ্ণুপুর জেলা)- আইডিপিরা সিট-ইন প্রতিবাদ করেছে। তারা প্ল্যাকার্ডে লিখেছে, 'পুনর্বাসন প্রথম, তারপর সাঙ্গাই উৎসব, মুক্ত চলাচল প্রথম, তারপর উৎসব, আমরা বাড়ি ফিরতে চাই, আমরা ভিক্ষুক নই।'

বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য গুরুতর অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি

আগরতলা, ২১ নভেম্বর ঃবিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার হঠাৎ বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয।হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তাঁকে আইসিইউ-তে স্থানান্তর করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর মেডিক্যাল টিমের বিশেষ নজর রাখা হয়েছে।খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজীব ভট্টাচার্যর চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।এদিকে দলের কর্মী-সমর্থকরাও তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় উদ্বিগ্ন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে কিছু সময় লাগবে।

দুবাইয়ে ভেঙে পড়ল তেজস যুদ্ধবিমান!

দুবাই, ২১ নভেম্বরঃ দুবাইয়ে চলছিল এয়ার শো। আর সেই এয়ার শো-তে ভেঙে পড়ল ভারতীয় যুদ্ধবিমান তেজস। দুপুর ৩টে ৪০ মিনিট নাগাদ অবতরণের সময় ভেঙে পড়ে এই বিমান। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এই যুদ্ধবিমানের চালকের। যে ভিডিয়ো আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে এই বিমান থেকে পাইলটকে বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়নি। ২০১৬ সাল থেকেই ভারতীয় বায়ু সেনাকে এই যুদ্ধবিমান সার্ভিস দিয়ে আসছে। তখন থেকেই বেশ সুনাম কুড়িয়েছে এই বিমান। এখনও পর্যন্ত এই বিমান মাত্র ১ বার দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে। আর তারপরও এমন দুর্ঘটনা। কিন্তু হঠাৎ কেন এমন হল? সামরিক বিশারদদের অনেকেই বলছেন ইঞ্জিন হয়তও চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই মহড়া শুরু হওয়ার আগেও এই তেজস যুদ্ধবিমানটি একবার আকাশে চক্কর কেটেছে। তখন কিন্তু কোনও ত্রুটি দেখা যায়নি। প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্তা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলছেন, সামনের হুইলে কোনও ম্যালফাংশন হলে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে, যতক্ষণ না তদন্ত হচ্ছে, ততক্ষণ স্পষ্টভাবে কিছুই বলা যাবে না। যে ভাবে এই বিমান ভেঙে পড়েছে, তাতে বায়ুসেনার প্রাক্তন আধিকারিক থেকে ইঞ্জিনিয়ার, প্রত্যেকেই বলছেন এটা হয়ত যান্ত্রিক ত্রুটি। কারণ, যতক্ষণ না তদন্ত শেষ হচ্ছে তাতে স্পষ্ট ভাবে বলা সম্ভব নয় যে ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

একই পরিবারের চার জনের মৃত্যু গোধরায়

গোধরা, ২১ নভেম্বর ঃ গভীর রাতে আগুনে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের গোধরার বামরৌলি রোডের গঙ্গোত্রী নগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে রাতের অন্ধকারে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। চারদিক কাচে ঘেরা থাকার ফলে ধোঁয়া বেরোতে না পেরে মুহূর্তে পুরো বাড়ি ভরে যায় বিষাক্ত ধোঁয়ায়। ঘুমিয়ে থাকা পরিবার কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন চার জন। বিষাক্ত ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে চার জনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহগুলি উদ্ধার

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুরে জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের সারগুজার অম্বিকাপুরে রাজ্য সরকার আয়োজিত জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন।অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, গণতন্ত্রের জননী ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবদান এক গৌরবজনক অধ্যায়। এর নিদর্শন সুপ্রাচীন প্রজাতন্ত্র এবং অসংখ্য আদিবাসী ঐতিহ্যের মধ্যে দেখা যায়। বস্তারে মুরিয়া দরবার নামে সাধারণ মানুষের একটি আদিম সংসদ রয়েছে।ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী ঐতিহ্যের সুগভীর শিকড় রয়েছে বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ছত্তিশগড় সরকার চলতি মাসের প্রথম ১৫ দিন আদিবাসী গৌরব পক্ষ হিসেবে উদযাপন করায় তিনি আনন্দিত।রাষ্ট্রপতি বলেন, গত এক দশকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় স্তরের বহু প্রকল্প চালু করা হয়েছে। গত বছর গান্ধী জয়ন্তীতে ধরতি আবা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের সূচনা হয়। এর সুফল দেশের ৫ কোটিরও বেশি জনজাতি ভাই-বোনদের কাছে পৌঁছেছে। ২০২৩ সালে ৭৫টি প্রান্তিক জনজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম জনমন) অভিযানের সূচনা হয়েছে। জনজাতি সম্প্রদায়কে সরকার কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, এইসব প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তা বোঝা যায়।রাষ্ট্রপতি বলেন, জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার করতে ভগবান বীরসা মুণ্ডার সার্ধশতজন্মবার্ষিকীতে ভারত সরকার আদি কর্মযোগী অভিযানের সূচনা করেছে। এজন্য দেশজুড়ে প্রায় ২০ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। তৃণমূল স্তরে কাজ করে এই স্বেচ্ছাসেবকরা জনজাতি গোষ্ঠীগুলির উন্নয়ন সুনিশ্চিত করবে বলে রাষ্ট্রপতি আশাপ্রকাশ করেন।ছত্তিশগড় সহ বিভিন্ন জায়গায় বাম উগ্রপন্থার পথ পরিত্যাগ করে মানুষ উন্নয়নের মূল স্রোতে যোগ দেওয়ায় রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির সুসমন্বিত উদ্যোগে অচিরেই দেশ থেকে বাম উগ্রপন্থা নির্মূল করা সম্ভব হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। সম্প্রতি আয়োজিত বস্তার অলিম্পিক্স-এ ১ লক্ষ ৬৫ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করায় রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এক শক্তিশালী আত্মনির্ভর উন্নত ভারত গঠনে ছত্তিশগড়ের মানুষ অসামান্য অবদান রাখবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি,২১নভেম্বরঃনয়াদিল্লির শীতল শুক্রবার সকালে আন্তর্জাতিক কূটনীতির আকাশে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জোহানেসবার্গমুখী বিমান ধরার আগে তিনি জানালেন তাঁর আগামী তিন দিনের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব এবং ভারতের বৃহত্তর বৈশ্বিক ভূমিকা নিয়ে তাঁর অবস্থান। দেশের প্রশাসনিক সদর দপ্তর থেকে বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চ-জি টোয়েন্টি নেতৃবৃন্দের বিংশতিতম শীর্ষ সম্মেলন-এ যোগদানের পথে রওনা হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ফুটে উঠল ভারতের উত্তরণ, দায়িত্ববোধ ও ভবিষ্য কূটনৈতিক পথরেখা। প্রধানমন্ত্রী জানান, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে তিনি ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর জোহানেসবার্গ সফরে যাচ্ছেন। বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলির সমাবেশ, জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন, এ বছর প্রথমবারের জন্য আফ্রিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ফলে এই আয়োজন শুধু একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক নয়, আফ্রিকার বৈশ্বিক ক্ষমতা ও ভূমিকাকেও এক নতুন দরজা খুলে দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।মোদীর কথায়, এই শীর্ষ সম্মেলন 'বিশেষ'- শুধু তাই নয়, এই তিন দিনের বৈঠক থেকে যে বার্তা, সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক বোঝাপ।ার রূপরেখা তৈরি হবে, তা আগামী দশকের বৈশ্বিক রাজনীতির চালচিত্রকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই বছরের জি টোয়েন্টির প্রতিপাদ্য- সংহতি, সমতা এবং স্থায়িত্ব- নিজেই আজকের বিশ্বের বহুমুখী চ্যালেঞ্জের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে। জলবায়ু সংকট, অসমতা, বৈশ্বিক বাণিজ্যের নয়া গতি, প্রযুক্তিগত রূপান্তর, দক্ষিণ ও উত্তর বিশ্বের সম্পর্ক-এই সমস্ত ইস্যুতে বহুদিন ধরেই একটি সংহত কাঠামোর প্রয়োজন ছিল। আর সেই কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার প্ল্যাটফর্ম হিসেবেই উঠছে এই সম্মেলন।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেন, ভারতের আদর্শ ' কুটুম্বকম'-অর্থাৎ ' পৃথিবী একটি পরিবার'-এই দর্শনই ভারতের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি। গত বছর ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জি টোয়েন্টি সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই ভাবনা-' পৃথিবী, এক পরিবার ও এক ভবিষ্যৎ'। জোহানেসবার্গের বৈঠকেও ভারতের পক্ষ থেকে একই মানবতাবাদী, সমন্বিত এবং অগ্রগতিমুখী বার্তা তুলে ধরা হবে বলে জানান তিনি।সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মঞ্চে ভারতের উপস্থিতি যে ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফর আরও একবার সামনে তুলে আনছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে ভারত যে নিরপেক্ষ, বাস্তবমুখী এবং মানবিক অবস্থান গ্রহণ করেছে-তা বিশ্বের বহু দেশের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে, জোহানেসবার্গের আলোচনার টেবিলে ভারত নিজের অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বকে জানাতে চলেছে নতুন আঙ্গিকে।এই সফরের একটি মানবিক দিকও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে তিনি আলাপচারিতার জন্য বিশেষভাবে অপেক্ষা করছেন। ভারতের প্রবাসী সমাজ বিশ্বের বহু দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিনিধি। দক্ষিণ আফ্রিকা সেই ইতিহাসেরই এক বিশেষ অধ্যায়, যেখানে শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষরা নিজের পরিশ্রম, দক্ষতা ও ত্যাগ দিয়ে সেখানে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন। মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ও যে দেশটির মাটিতে লেখা হয়েছিল-সেই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের বন্ধন তাই বহু পুরনো ও আবেগপূর্ণ।ভ্রপ্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষা এক অর্থে দেশের বাইরে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক দৃ। করার প্রতীক। এই ধরনের বৈঠক শুধু আবেগ নয়, বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রেও দুই দেশের মধ্যে নতুন সহযোগিতার সম্ভাবনা বা।িয়ে তোলে।ভ্রজি টোয়েন্টি সম্মেলনের এ বছরের তিনটি মূল স্তম্ভ-সংহতি, সমতা ও স্থায়িত্ব-ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক নীতিতেও দৃশ্যমান। ভারতের মতে, বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থায় বহু দেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও সেই দায় শুধু তাদের নিজের নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যায্যতা, সহযোগিতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে বৈশ্বিক আলোচনায় আরও বেশি ও সমান জায়গা দেওয়া জরুরি।এই কারণেই আফ্রিকার মাটিতে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন নতুন বার্তা বহন করছে। দীর্ঘদিন ধরেই আফ্রিকার দেশগুলিকে বিশ্ব বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মহাদেশীয় নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং খাদ্য নিরাপত্তার মতো বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দাবি ছিল। জোহানেসবার্গে বিশ্বের শীর্ষ নেতারা একত্রে সেই ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন-যা এক অর্থে দীর্ঘ প্রতীক্ষারই বাস্তবায়ন।প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বক্তব্যে আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই সম্মেলন বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় নতুন দিশা

দূষণে হাঁসফাঁস দিল্লিবাসীর জীবনযাপন

নয়াদিল্লি,২১নভেম্বরঃয়াদিল্লির আকাশে আবারও জমে উঠেছে ঘন ধোঁয়াশা। রবিবার ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই রাজধানীর বহু এলাকায চোখে পড়েছে ধূসর মেঘলা পরিবেশ, যার মূল কারণ মারাত্মক মাত্রায় বেড়ে চলা বায়ুদূষণ। শীতের আগমনী হাওয়া, গাড়ির ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধুলিকণা এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোর প্রভাবে দিল্লির আবহাওয়া যেন প্রতিদিন আরও ভারী হয়ে উঠছে। নভেম্বরের এই সময়টিতে দূষণ একটি বার্ষিক দুঃস্বপ্নে পরিণত হলেও এবারের পরিস্থিতি যে আরও ভয়াবহ, তা স্পষ্ট রবিবার সকালেই।রবিবার সকাল আটটার দিকে দূষণের চিত্র পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল রাজধানীর সামগ্রিক বাতাসের গুণমান সূচক (AQI) দাঁড়িয়েছে ৩৮৫-এ, যা ' খারাপ' শ্রেণীতে পড়ে। তবে দিল্লির অনেক এলাকায় পরিস্থিতি এতটাই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছে যে সেগুলিকে ' দূষণ অঞ্চল হিসেবেই চিহ্নিত করতে বাধ্য হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এলাকা আনন্দ বিহারে বক্ষ্ক রেকর্ড করা হয়েছে ৪১২, চাঁদনী চক এলাকায় তা পৌঁছেছে ৪১৮-এ, আইটিও-র মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চলে দাঁড়িয়েছে ৪১৭-এ এবং বাওয়ানার মতো শিল্পনগরে তা একেবারে ৪৩৬-এ গিয়ে ঠেকেছে।এই তথ্যই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে রবিবার সকাল থেকে দিল্লির জনজীবন কোনওভাবেই স্বস্তির ছিল না। বহু মানুষ সকালবেলা হাঁটাচলা বা নিয়মিত ব্যায়াম করতে বেরোনোর পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। যারা কাজের প্রয়োজনে ঘরছাড়া হয়েছেন, তারা মাস্ক পরে বেরোতে বাধ্য হয়েছেন। রাস্তার গাড়িগুলোর হেডলাইট জ্বালিয়েও খুব দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না, আর এমন অবস্থায় যান চলাচলেও দেখা দিয়েছে জট। বায়ুদূষণের ফলে অসহায়তায় ভুগছেন বয়স্ক মানুষ, শিশু এবং শ্বাসকষ্ট-হাঁপানির রোগীরা।আবহাওয়া দপ্তর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিল্লির বাতাসের মান আপাতত উন্নতির সম্ভাবনা নেই। রবিবারের মতোই সোমবার এবং

মঙ্গলবারও দূষণের মাত্রা ' শ্রেণীতে থেকে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যার ফলে দিল্লির বাসিন্দাদের শ্বাস নেওয়ার প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটি কঠিন যন্ত্রণা হয়ে উঠতে পারে। স্কুলকর্তৃপক্ষও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে-অনেক স্কুল অনলাইন ক্লাস চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। কয়েকটি সরকারি দফতরেও কর্মচারীদের জন্য ওয়ার্ক ফ্রম হোমের পরামর্শ দেওয়া হযেছে।ভ্রবিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতি কোনওদিনেই একদিনে তৈরি হয় না। বছরের পর বছর ধরে ধারাবাহিক উত্তাপ, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নেওয়া এবং পরিবেশগত নিয়মের যথেষ্ট অনুসরণ না হওয়াই এই অবস্থার মূল কারণ। তার ওপর শীত পড়তেই দূষিত কণাগুলি বাতাসে স্থির হয়ে থাকে, ওপরে ওঠে না। ফলে দূষণের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যায়। এ বছর এই দূষণে নিয়ন্ত্রণ আনতে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে-নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ, ডাস্ট কংট্রোল ব্যবস্থা, স্কুল বন্ধ রাখার পরামর্শ, ট্রাক প্রবেশে কড়াকড়ি, এমনকি জরুরি যান ছাড়া অনেকগুলিকেই রাজধানীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তবুও পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক থেকে বহু দূরে, তা রবিবারের পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে দিচ্ছে।দল্লিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ যে কতটা বেড়েছে, তা খুব সহজেই বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ বলছেন, শীত এলেই ভয় লাগে। দম বন্ধ হয়ে আসে, হাঁফ ধরে যায়। সকালবেলা জানলা খুললেই ঘরের ভেতরে ধোঁয়ার গন্ধ এসে ভর করে। এই অবস্থায় কীভাবে বাঁচব? সমাজের সবচে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ-শিশুরা-এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চিকিসকদের মতে, দূষণের মাত্রা এতটাই বেশি যে শিশুদের ফুসফুসের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে।ভ্রবায়ুদূষণের মাত্রা নির্ণয়ে ব্যবহৃত AQI বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের স্কেল অনুযায়ী, ০ থেকে ৫০-এর মধ্যে মান থাকলে তাকে ধরা হয় ' ৫১ থেকে ১০০-কে বলা হয় ' ১০১-২০০ ' শ্রেণীতে, ২০১-৩০০ ' ৩০১-৪০০ ' খারাপ' এবং ৪০১-৫০০-কে ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সূচকের ভিত্তিতে বিচার করলে স্পষ্ট যে দিল্লি বর্তমানে সবচেয়ে বিপজ্জনক স্তরে দাঁড়িয়ে। যেখানে প্রতিদিন দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়া মানে ধীরে ধীরে শরীরকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দেওয়া। তবে সরকারের তরফে দূষণ রোধে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবে সেগুলির কার্যকারিতা কতটা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের দাবি, শুধুমাত্র অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নয়, দীর্ঘমেয়াদি নীতিনির্ধারণ প্রয়োজন। মহানগরের অবিরাম যানবাহন, নির্মাণকাজ, শিল্পবর্জ্য এবং বর্জ্য পোড়ানো বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে দিল্লির দূষণ সমস্যা কখনওই নিয়ন্ত্রণে আসবে না।এদিকে, কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকার নিজেদের মধ্যে দায. এ।াতে ব্যস্ত হলেও ভুগছে সাধারণ মানুষই। রবিবারের দূষণ যে আর পাঁচটা দিনের মতো নয়, তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন নাগরিকরা। আকাশ ঢেকে গেছে ধোঁয়াশায়, রাস্তায় মাস্ক পরা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, অসুস্থ মানুষের লাইন লম্বা হয়েছে হাসপাতালের বহির্বিভাগে।যদিও কিছুটা আশার কথা শুনিয়েছেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের মতে, দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোরতা বাড়ালে এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে দেওযাল পেরনো অসম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ-সরকার, নাগরিক এবং শিল্পমহলের। নয়তো আগামী দিনগুলোয় দিল্লির শীত আর শুধুই ঠান্ডার নয়, মৃত্যু-সম্ভাব্য বিষাক্ত বায়ুর সঙ্গী হয়ে যাবে।রবিবারের এই ছবিটিই যেন রাজধানীর ভবিষ্যতের এক সতর্কসংকেত। দূষণে ঢাকা দিল্লি আজ অস্থির আগামী দিনের সুস্থ বাতাস নিশ্চিত করতে হলে এখনই শুরু করতে হবে লড়াই, এখনই নিতে হবে কঠোর সিদ্ধান্ত। না হলে শ্বাস নেওয়া হবে আরও কঠিন, আরও বিপজ্জনক।

দিল্লিতে শুরু কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের সপ্তম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্তরের বৈঠক বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এদিন মালদ্বীপ, মরিশাস, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ সহ সদস্য রাষ্ট্রগুলির সমকক্ষদের এই কনক্লেভে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেশেলস পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে এবং মালয়েশিয়া অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে।ভারত কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম মহাসচিব কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ (সিএসসি) সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে মরিশাসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্তরের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সহযোগিতার পাঁচটি স্তম্ভের অধীনে তখন থেকে গৃহীত কার্যক্রমের একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদ দমন, পাচার ও আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ দমন, সাইবার নিরাপত্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও প্রযুক্তির সুরক্ষা, এবং মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণ

সুশীলা কার্কির অপসারণের দাবিতে নেপালে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি

কাঠমান্ডু, ২১ নভেম্বর ঃ নেপালের যুব প্রজন্মর ক্ষত এখনও তরতাজা। কীভাবে হিমালয়ের কোলের একটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তা দেখেছে গোটা বিশ্ব। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর গণঅভ্যুত্থানের তালিকায় নাম জুড়ে গিয়েছিল নেপালের। মাঝে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হয়েছিল। এবার ফের স্বাভাবিকতার ছন্দপতন।জানা যাচ্ছে, নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির প্রতি যুব প্রজন্মর মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। যুব প্রজন্মর আন্দোলনের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ এনে বৃহস্পতিবার ২৩টি গোষ্ঠী তাঁর অপসারণের দাবি জানিয়েছে। যুবরা এদিন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় তাদের প্রতিবাদ জানাতে। কার্কিকে সরিয়ে একটি নতুন সরকার গঠনের জন্য মধ্যস্থতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে রাষ্ট্রপতির কাছে ।এ দিকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। ২০২৬-এর ৫ মার্চ নেপালে নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগে সকল পক্ষকে ' অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উস্কানি থেকে বিরত' থাকতে বলেছেন তিনি। একই সঙ্গে ' গণতান্ত্রিক' প্রক্রিযার উপর আস্থা' রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

আরও বিপাকে রবার্ট, চার্জশিট জমা দিল ইডি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ আরও বিপাকে সোনিয়া গান্ধীর জামাই তথা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী রবার্ট বঢরা। আর্থিক তছরুপ মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল ইডি। ইউপিএ জমানায় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ৪০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডারির বিরুদ্ধে। সেই মামলায় তদন্ত করতে গিয়ে গান্ধী পরিবারের জামাইয়ের যোগ খুঁজে পায় ইডি। এবার দিল্লির আদালতে জমা পড়ল অভিযোগপত্র।বিশেষ অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) আদালতে প্রসিকিউশন অভিযোগ দাখিল করা হযেছে। এটি রবার্টের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়. অর্থ পাচারের অভিযোগ। গত জুলাইয়েই রবার্ট বঢরাকে জেরা করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডির নোটিস পাওয়ার পর দিল্লির এপিজে আব্দুল কালাম রোডের ইডি অফিসে যান তিনি। এদিকে এই মামলায় ইডির আবেদনে সাড়া দিয়ে গত ৫ জুলাই বঢরা ঘনিষ্ঠ অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয়কে পলাতক ঘোষণা করে দিল্লির আদালত। বর্তমানে ইংল্যান্ডে রয়েছে অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয়।

বিধায়কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের, হুমকি বয়কটের

বাসন্তী, ২১ নভেম্বরঃ বিধায়কের বিরুদ্ধে এলাকায় পড়েছে পোস্টার। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন শাসক দলের কর্মীরাই। পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ দাবি তুলেছেন বিধায়ককে বয়কটের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার আঠেরোবাঁকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। স্থানীয় জনবহুল এলাকার প্রায় প্রতিটি কোনায় সাটা হযেছে বিধায়কের বিরুদ্ধে পোস্টার। এমনকি চরাবিদ্যা বাজার এলাকায় গত বৃহস্পতিবার সকালে বিক্ষোভও দেখান তৃণমূল কর্মীরা।বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের সময় বিধায়ক এসেছিলেন। নির্বাচনে এই পঞ্চায়েত এলাকায় রেকর্ড পরিমাণ ভোটে তাঁকে জিততে সাহায্যও করেন দলের কর্মীরা। কিন্তু নির্বাচন শেষ হতে আর দেখা মেলেনি বিধায়কের। এসআইআর আতঙ্কে যখন এলাকার মানুষজন আতঙ্কিত তখনও এলাকার মানুষ, দলের কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে, আশ্বাস দিতে আসেননি বিধায়ক । আর এতেই বেজায় চটেছে এলাকার মানুষ। তাই বাসন্তীর বিভিন্ন প্রান্তে বিধাযকের বিরুদ্ধে পোস্টার সেটেছেন তাঁরা।তাঁদের দাবি ২০২৬ সালে যদি শ্যামল মণ্ডলকে ফের দল টিকিট দেয় তাহলে তাঁরা ভোট বয়কটও করবেন। যদিও এ বিষয়ে বিধায়ক সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চান নি।

এক দিনের ' মৌন উপবাস ব্রত' পালন প্রশান্ত কিশোরের

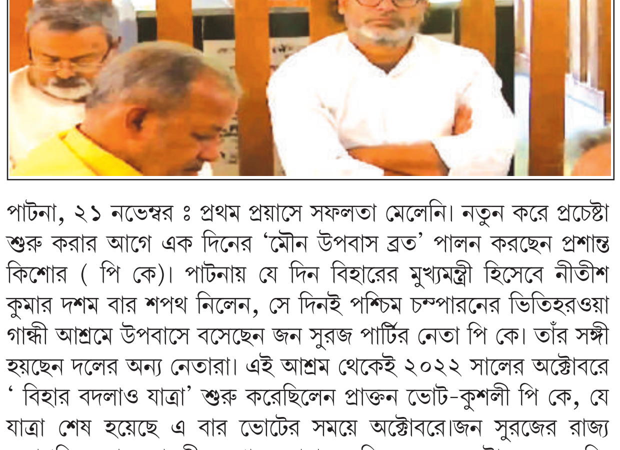

পাটনা, ২১ নভেম্বর ঃ প্রথম প্রয়াসে সফলতা মেলেনি। নতুন করে প্রচেষ্টা শুরু করার আগে এক দিনের 'মৌন উপবাস ব্রত' পালন করছেন প্রশান্ত কিশোর (পি কে)। পাটনায় যে দিন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতীশ কুমার দশম বার শপথ নিলেন, সে দিনই পশ্চিম চম্পারনের ভিতিহরওয়া গান্ধী আশ্রমে উপবাসে বসেছেন জন সুরজ পার্টির নেতা পি কে। তাঁর সঙ্গী হয়ছেন দলের অন্য নেতারা। এই আশ্রম থেকেই ২০২২ সালের অক্টোবরে ' বিহার বদলাও যাত্রা' শুরু করেছিলেন প্রাক্তন ভোট-কুশলী পি কে, যে যাত্রা শেষ হয়েছে এ বার ভোটের সময়ে অক্টোবরে।জন সুরজের রাজ্য সভাপতি মনোজ ভারতীর কথায়, আমাদের তিন বছরের চেষ্টা সফল হয়নি। নতুন সঙ্কল্প নিয়ে আবার আমরা ময়দানে নামব, তার আগে এই উপবাস কর্মসূচি। বিধানসভায় আমাদের প্রতিনিধি থাকছে না কিন্তু তার মানে আমাদের তোলা প্রশ্নগুলো মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না। বিধানসভার বাইরে থেকেই বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করব, বিহারের মানুষের মূল সমস্যা নিয়ে লড়াই চালাব।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং সেগুলি সম্পন্ন করার পরেই বিশ্রাম নেবেন। আপনার নতুন সম্পত্তি কেনার ইচ্ছা পূরণ হবে, তবে পুরনো কাজগুলির কারণে আপনার কোনও নতুন আইনি বিষয. অবহেলা করা উচিত নয়।

বৃষঃ কিছু সৃজনশীল কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন। আপনার অলসভাবে বসে থাকার অভ্যাস মানসিক শান্তির জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হবে এবং কিছু নতুন ধারণা আপনার মনে আসবে। আপনাকে অবিলম্বে সেগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সেগুলি বাস্তবায়ন করলেই আপনি লাভবান হতে পারবেন।।

কর্কট রাশি ঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সামাজিক জমায়েত প্রত্যেককে এক ভালো মেজাজে রাখবে।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বে মানুষ মুগ্ধ হবে, যা সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে।

কন্যা ঃ আপনার প্রেমিকার সাথে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ায় কোন ফল পাবেন না- পরিবর্তে আপনার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা এবং আপনার প্রেমিকার কাছে আপনার সত্য অনুভূতিগুলি ব্যাখ্যা করা।

তুলাঃঅন্যদের প্রতি আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীলতা আপনাকে তাদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং এই ভাবে খোলামেলা কথোপকথনের পথ প্রশস্ত করবে।

বৃশ্চিকঃ জীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। শুভদিন।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ দিন হবে। আপনাকে ব্যবসায়িক ভ্রমণে যেতে হতে পারে, তবে সাবধানতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। শুভদিন।

মকরঃ বিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন। কাজের যোগ।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের দিন। আপনার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, অন্যথায় কেউ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

মীনঃ আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দুঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে এবং আপনি আর্থিক সুবিধা

আবহাওয়া

কনকনে শীতের আমেজ এখনও উধাও দক্ষিণবঙ্গে, তবুও ঠান্ডা আমেজে ফুরফুরে বঙ্গবাসী। খুব ভোরে ও রাতের শীত বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে। সকালের দিকে বিভিন্ন জেলা ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশার আস্তরণে, শিশির জমছে ঘাসে। শনিবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে, এদিন কল্লোলিনী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.২ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। স্বাভাবিকের তুলনায় দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে থাকবে তাপমাত্রা। পশ্চিমী শীতল হাওয়ায় শীতের আমেজ বজায় থাকবে। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, রবিবার থেকে বাতাসের গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিনটি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের নিচে যে তাপমাত্রা রয়েছে তা স্বাভাবিকের কাছাকাছি আসতে পারে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে পূবালী বাতাস ঢুকবে জলীয়বাষ্প ও গরম হওয়া নিয়ে। এর সংমিশ্রণে কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ এবং তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনাও বাড়বে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে। আগামী ৬-৭ দিন শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

নতুন লাইনের শেষ ৩৬৬ মিটারে আটকে মেট্রো পরিষেবা, ফের হাই কোর্টে আরভিএনএল

অনিকেত নস্কর ঃ নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রোপথের কাজ চললেও শেষ ধাপের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখনও অচল। প্রকল্পের বাকি অংশ প্রায় সম্পূর্ণ হলেও বেলেঘাটা ও গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশনের মাঝের ৩৬৬ মিটার এলাকার অসম্পূর্ণ কাজ পুরো সম্প্রসারণ থামিয়ে দিয়েছে। আর এই দেরির দায় রাজ্যের অসহযোগিতার উপর চাপিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে ফের দরবার করল রেল নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু তার পরবর্তী অংশ-ফুল বাগান, সল্টলেক সেক্টর-ভি হয়ে বিমানবন্দর পর্যন্ত-যাত্রা শুরু করতে পারেনি যাত্রীরা। কারণ, গত ফেব্রুয়ারি থেকেই চিংড়িঘাটায় প্রকল্পের শেষ অংশের কাজ আটকে রয়েছে। আদালতে মামলা হওয়ার পর সেই শুনানিতে হাই কোর্ট জানিয়েছিল- জনস্বার্থের কথা ভেবে রাজ্য সরকার, পুলিশ, কেএমআরসিএল এবং আরভিএনএল-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আলোচনায় বসে সমাধান বের করতে হবে। আদালতের নির্দেশের পর সেই বৈঠকও হয়, এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিল-নভেম্বরের কোনও এক শনিবার ও রবিবার রাস্তা বন্ধ করে স্তম্ভ (পিলার) তোলার কাজ শুরু হবে। কিন্তু সময়মতো কাজ শুরু হয়নি। মেট্রো কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, কলকাতা পুলিশের তরফে রাস্তা বন্ধের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র (এনওসি) দেওয়া হয়নি। মেট্রোপথের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই ছাড়পত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ রাস্তা বন্ধ ছাড়া প্রকল্পের ওই অংশে স্তম্ভ বা পিলার তোলার মতো কাজ করা সম্ভব নয়। তাই আবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে আরভিএনএল। আদালতে আরভিএনএল জানিয়েছে, আলোচনার বৈঠকে রাজ্য সরকার এবং পুলিশের পক্ষ থেকে অক্টোবরের শেষেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল-নভেম্বর মাসেই দু'দিন রাস্তা বন্ধ করে কাজের সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু তারপর থেকে প্রশাসনের তরফে নানা অজুহাত দেখিয়ে অনুমতি দেওয়া হয়নি। কখনও ইডেনে টেস্ট ম্যাচ, কখনও শহরে ম্যারাথন-এ সব কারণে পুলিশ রাস্তা বন্ধ করতে পারেনি বলে জানিয়েছে বলে অভিযোগ নির্মাণকারী সংস্থার। এই পরিস্থিতিতে আরভিএনএল আদালতের কাছে আবেদন করেছে-মেট্রোর কাজ দ্রুত শুরু করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হোক। আদালতে জানানো হয়েছে, মাত্র ৩৬৬ মিটার কাজ বাকি থাকায় এত বড় প্রকল্প অচল অবস্থায় পড়ে আছে। রাজ্যের অনুমতি না-থাকায় এই ছোট অংশই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যাত্রীদের বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছানোর স্বপ্নের পথে। ডিভিশন বেঞ্চ-ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের কাছে আরভিএনএল বলেছে, রাজ্য প্রশাসনের এই বিলম্ব জনস্বার্থের পরিপন্থী। আদালত এরপর জানিয়েছে, নির্মাণকারী সংস্থা তাদের দাবিগুলি লিখিত আকারে জমা দিক। লিখিত নথি পর্যালোচনা করে আদালত পরবর্তী পদক্ষেপ করবে। ফলে এখন নজর আদালতের নির্দেশে। অনুমতি মিললে দ্রুতই শুরু হতে পারে প্রকল্পের শেষ ধাপের কাজ। আর তা শুরু হলেই নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা অনেকটাই উজ্জ্বল হবে। উল্টো দিকে, প্রশাসনিক জট কাটতে আরও দেরি হলে যাত্রীদের অপেক্ষা আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে।

বরানগরে পরিবহণ কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ সাতসকালে বরানগরে শুটআউটের ঘটনা। ট্রাম ডিপোতে কর্মরত এক কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হলেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। তবে গুলির আঘাতে তিনি আহত হয়েছেন। ঘটনার অভিযুক্তরা পলাতক। খবর পেয়ে বরানগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। গুলির কারণ এখনও স্পষ্ট নয়-পুরনো শত্রুতা নাকি অন্য কোনো কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও যাচাই করা হচ্ছে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং বাসিন্দারা আতঙ্কিত। আহত ব্যক্তির নাম বিকাশ মজুমদার। তিনি বরানগর পুরসভার নর্দান পার্ক এলাকার বাসিন্দা। পেশায় ট্রাম ডিপোর কর্মী। শুক্রবার সকাল ৬টা ২৫ মিনিট নাগাদ বিকাশবাবু নর্দান পার্কে বাড়ির আবর্জনা ফেলতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় দুই দুষ্কৃতী বাইকে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। বিকাশবাবু রাস্তায় পড়ে গেলে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গুলির বারুদে আহত হয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, বাইকে আসা দুই যুবক গুলি চালিয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের দিকে চম্পট দেয়। তাদের মাথায় হেলমেট ছিল। ঘটনার পর খবর যায় থানায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। তবে কী কারণে গুলি তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সব দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ঘটনা কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। স্থানীয় বাসিন্দা কেশব চন্দ্র বলেন, এখানে এই রকম ঘটনা আগে কোনও দিন ঘটেনি। সকালে ময়লা ফেলতে গিয়েছিল বিকাশ সেই সময় গুলি চলে। ছেলেগুলি পালিয়ে যায়। ওদের মাথায় হেলমেট ছিল। স্থানীয় তৃণমূল নেতা শুভাশিস কর বলেন, শান্তপ্রিয় জায়গা। অবাক হয়েছি। বিকাশ ময়লা ফেলতে এসেছিল, সেই সময় গুলি। অনেক বড় ক্ষতি হতে পারত। আমি চাইছি প্রশাসন সঠিকভাবে তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিক।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে আনারা স্টেশনের পুনর্নির্মাণ

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য ভারতীয় রেলের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রতীক। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পটি ধাপে ধাপে ভারত জুড়ে রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে উন্নত করার একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এই প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ৭২টি স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি স্টেশনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং কাজটি পর্যায়ক্রমে করা হচ্ছে। লক্ষ্য হল স্টেশনগুলিকে আরও পরিষ্কার, আরও আরামদায়ক এবং ব্যবহারে সহজ করা। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগের অধীনে আনারা রেলওয়ে স্টেশনটি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে উন্নীত করা হচ্ছে। এটি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায়, আসানসোল-টাটানগর মূল লাইনে অবস্থিত, যা ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গকে সংযুক্তকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট। আনারা হল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার একটি ছোট শহর, যার ইতিহাস এই অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে জড়িত। আনারা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সংলগ্ন পর্যটন কেন্দ্রের জন্য পরিচিত। আনারা খনিজ সমৃদ্ধ এলাকায় অবস্থিত এবং কাছাকাছি শিল্পগুলিকেও পরিষেবা দেয়। স্টেশনটি যাত্রী এবং পণ্য পরিবহন উভয়ের জন্যই একটি পরিবহন কেন্দ্র। বর্তমানে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে এটির ব্যাপক রূপান্তর চলছে। পুনর্নির্মাণের কাজের সময় আনারা স্টেশনে নিম্নলিখিত যাত্রী সুবিধাগুলি যুক্ত করা হবে। আনারা স্টেশনে উন্নত সুযোগ-সুবিধাঃ সংস্কারকৃত স্টেশন ভবন, নতুন ফুট ওভার ব্রিজ, ২টি নতুন লিফট, দিব্যাঙ্গজন র‍্যাম্প সহ নতুন বুকিং কাউন্টার, নতুন প্রবেশ এবং প্রস্থান গেট,নতুন পার্কিং এলাকা, সঞ্চালন এলাকার উন্নতি,অপেক্ষার হলের উন্নতি, নতুন প্ল্যাটফর্ম আশ্রয়কেন্দ্র এবং প্ল্যাটফর্ম পুনর্নির্মাণ, স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতি থিমে রঙ করা,দিব্যাঙ্গজন জল বুথ, দিব্যাঙ্গজন বুকিং কাউন্টার দিব্যাঙ্গজন র‍্যাম্প, দিব্যাঙ্গজন টয়লেট, দিব্যাঙ্গজন পার্কিং, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য স্পর্শকাতর টাইলস, বিদ্যমান টয়লেটের উন্নতি, প্ল্যাটফর্মে নতুন টয়লেট ব্লক, নতুন জল বুথ, আসন ব্যবস্থা, ট্রেনের নির্দেশক এবং কোচ নির্দেশক বোর্ড।

১.৭৪ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপে কলকাতা থেকে সহারা ইন্ডিয়ার শীর্ষকর্তা ওপি শ্রীবাস্তব গ্রেফতার

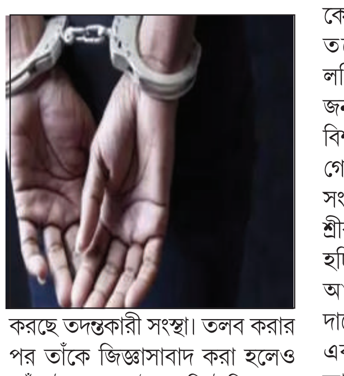

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ সহারা ইন্ডিয়ার আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই তদন্তেই বড় পদক্ষেপ-কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হল সংস্থার শীর্ষ কর্তা ওপি শ্রীবাস্তবকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিপুল অঙ্কের-১.৭৪ লক্ষ কোটি টাকা-জনগণের কাছে থেকে তুলে তা ফেরত না দেওয়ার মতো বিশাল আর্থিক তছরুপে ভূমিকা ছিল তাঁর। বৃহস্পতিবার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর ইডি তাঁকে আটক করে এবং রাতেই ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয়। শুক্রবার তাঁকে ইডির বিশেষ আদালতে ফের তোলা হবে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সহারা গোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্পের মোহ দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ লগ্নিকারীর কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা তুলেছিল। কথা ছিল, নির্দিষ্ট সময় পর সেই টাকা সুদ-সহ ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু অভিযোগ-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। এই প্রতারণামূলক চক্রে ওপি শ্রীবাস্তব বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা। তলব করার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি ইডি, যার জেরেই আসে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত। ২০২৩ সালের নভেম্বরে সহারার সর্বেসর্বা সুব্রত রায়ের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠতে শুরু করে। বেআইনি 'স্কিম' চালিয়ে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে মানুষকে ঠকানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। ২০১১ সালে এই বিষয়ে তদন্তের পর সেবি নির্দেশ দিয়েছিল-সহারাকে বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দিতেই হবে। ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশ বহাল রাখে এবং সুদ-সহ পুরো অর্থ ফেরানোর নির্দেশ দেয়। তখন প্রাপ্য অঙ্ক ছাড়িয়ে পৌঁছেছিল ২৫ হাজার কোটিরও বেশি। তবে তদন্তে প্রকাশ পায়-সমস্ত লগ্নিকারীর টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য মোট ১.৭৪ লক্ষ কোটি টাকার বিশাল হিসেব রয়েছে, যা কোথায় গেল তার নির্দিষ্ট জবাব দিতে পারেনি সংস্থার কর্তারা। এই প্রেক্ষিতেই ওপি শ্রীবাস্তবকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, কিছু দিন আগে আরও একটি অভিযোগ দায়ের হয় তাঁর বিরুদ্ধে। লখনউয়ের এক দম্পতি থানায় অভিযোগ জানান যে, তাঁরা ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সহারা ইন্ডিয়ায় চাকরি করেছেন। যদিও তাঁদের প্রাপ্য বেতন দেওয়া হয়নি। বকেয়া হিসেবে প্রায় দু'কোটি টাকা চাইতে গিয়ে অপমানের মুখে পড়তে হয় বলে দাবি করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগেও নাম ছিল শ্রীবাস্তবের। সব মিলিয়ে একাধিক আর্থিক অনিয়ম, প্রতারণা, বেতন না-দেওয়ার মতো অভিযোগে ঘিরে ফেলেছিল শ্রীবাস্তবকে। অবশেষে ইডির জালে ধরা পড়লেন তিনি। তদন্তকারীরা মনে করছেন, তাঁর হেফাজত থেকে সহারার অন্দরের টাকা ঘোরানো, তছরুপ ও প্রতারণার আরও বহু তথ্য সামনে আসতে পারে।

কলকাতায় ফিরলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল

সুমন আদক, হাওড়া, ২১ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার রাতে ডাউন নিউ জলপাইগুড়ি হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে কলকাতায় ফেরেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। এদিন রাত ১০-২০ মিনিট নাগাদ হাওড়া স্টেশনের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন এসে পৌঁছায়। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী'র নেতৃত্বে ওই প্রতিনিধি দলটি মালদহ থেকে হাওড়া স্টেশনে আসেন। তবে, এদিন তিনি হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে যান। এসআইআর বন্ধ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন কমিশনকে চিঠি অথবা এসআইআর আতঙ্কে একের পর এক ব্যক্তির আত্মহত্যা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

নাদনঘাটে বাপু সংস্থার উদ্যোগে বাল্যবিবাহ বিরোধী বর্ণাঢ্য র‍্যালি

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২১ নভেম্বর ঃ নাদনঘাট এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বাড়াতে বাপু সংস্থার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য ও সুসজ্জিত সচেতনতা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হলো। র‍্যালিটিতে উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আইসি) বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, বাপু সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তা, কর্মী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা। সকালে নাদনঘাট থানার প্রাঙ্গণ থেকে বাদ্যযন্ত্রের সুরে র‍্যালির যাত্রা শুরু হয়। ব্যানার, ফেস্টুন, স্লোগান এবং সচেতনতা-বার্তা সম্বলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা নিমতলা বাজার এলাকায় ঘুরে পুনরায় থানার সামনে এসে র‍্যালি শেষ করেন। পথচারীসহ এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব, সামাজিক ক্ষতি এবং আইনগত পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেন অংশগ্রহণকারীরা। র‍্যালিতে উপস্থিত আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ জানান, বাল্যবিবাহ রোধে শুধুমাত্র আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়-এক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি বলেন, শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই সকলকে এই অভিযানে অংশ নিতে হবে। পরিবার, সমাজ ও প্রশাসন-তিন পক্ষ একসঙ্গে কাজ করলেই এই ধরনের অনৈতিক ও ক্ষতিকর প্রথা পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব। বাপু সংস্থার কর্তৃপক্ষ জানান, সমাজের ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে গেঁথে থাকা ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে এবং কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে এমন সচেতনতা কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। তাঁদের বিশ্বাস, ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং সকলে মিলে এগিয়ে এলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবেই। কর্যালিতে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারাও উদ্যোগটির প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, প্রশাসন ও সামাজিক সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টা এ অঞ্চলে বাল্যবিবাহের মতো ক্ষতিকর প্রথা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

হাওড়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি'র হানা, চললো দীর্ঘ তল্লাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২১ নভেম্বর ঃ হাওড়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি'র হানা। চলে দীর্ঘ তল্লাশি। হাওড়ায় 'কলকাতা ওয়েস্ট হন্টা রন্যাশনাল সিটি'তে জনৈক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় ইডি। শুক্রবার সকালে ইডি'র আধিকারিকরা সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে মহঃ পারভেজ নামের ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেন বলে জানা গেছে। ব্যবসায়ীর পরিবারের লোকেদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তল্লাশি চলেছে দীর্ঘক্ষণ ধরেই। প্রসঙ্গতঃ এদিন সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেই একই সঙ্গে ইডি'র ওই অভিযান চলে। পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ডএর প্রায় ৪০টি জায়গায় তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মূলত বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইনে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয় বলে জানা গেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা -৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২১৬ -২০২৫-২৬-আর১, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** "নারকেলডাঙ্গা কারশেড-এ স্বয়ংক্রিয় কোচ ধোয়ার প্ল্যান্ট-এর ব্যবস্থা"-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৪৬,৭৭৩.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১০,৯০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৭৪ -২০২৫ -২৬, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য আরএমপিইউ এসজি এসি কোচসমূহে সংযুক্ত মেসার্স সিমেন্স নির্মিত ২৫ কেভিএ ইনভার্টারগুলির প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউনকালীন বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২০,৪৪,৯৮৮.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১০,২০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি- ওটি-১২৭৫ -২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ইলেকট্রিকাল বা বৈদ্যুতিক (ফেজ-II) যন্ত্রপাতির অংশে বৃষ্টির জলের প্রবেশ প্রতিরোধে এলএইচবি কোচসমূহের সুইচ বোর্ড ক্যাবিনেট (এসবিসি)-এর ওপরে এসএস প্লেট ড্রেন ট্রের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,৪২,৮৮০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪২,৯০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো ১৫ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ২৬.১১.২০২৫। বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**।

SDAH-268/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EastemRailway @easternrailwayheadquarter

নির্মল ঘোষের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা

মহন্ত দাশগুপ্ত ঃ বাংলা বিরোধী বিজেপি অধীনস্থ কেন্দ্রীয় সরকারের এস.আই.আর-এর চক্রান্তের বিরুদ্ধে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো সোদপুর ট্রাফিক মোড়ে পিয়ারলেস-এর সম্মুখে। এদিন এই প্রতিবাদ সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটির বিধায়ক তথা

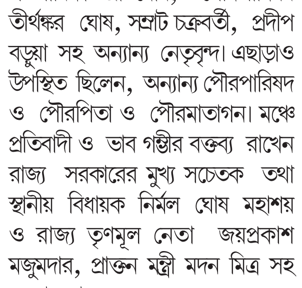

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল নেতা ও মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার, রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র মহাশয়, পানিহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান সোমনাথ দে, রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদিকাতন্দ্রা ঘোষ, পৌরপারিষদ তীর্থঙ্কর ঘোষ, সম্রাট চক্রবর্তী, প্রদীপ বড়ুয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, অন্যান্য পৌরপারিষদ ও পৌরপিতা ও পৌরমাতাগন। মঞ্চে প্রতিবাদী ও ভাব গম্ভীর বক্তব্য রাখেন রাজ্য সরকারের মুখ্য সচেতক তথা স্থানীয় বিধায়ক নির্মল ঘোষ মহাশয় ও রাজ্য তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার, প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্র সহ অন্যান্যরা।

মাঘ মেলার সময় কিছু এক্সপ্রেস ট্রেন প্রয়াগরাজ জংশনের পরিবর্তে সুবেদারগঞ্জে থামবে

মাঘ মেলার সময় নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি প্রয়াগরাজ জংশনের পরিবর্তে **সুবেদারগঞ্জ স্টেশনে** থামবে যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ট্রেন নং ও নাম	সুবেদারগঞ্জে সময়সূচী	
	পৌঃ	ছাঃ
১২৩২৪ আপ বারমের - হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরু তারিখ ০৩.০১.২০২৬ থেকে ১৪.০২.২০২৬ পর্যন্ত (১৩ দিন)]	১৬.১৫	১৬.২০
১২৩০৬/১২৩০২ ডাউন নিউ দিল্লী - হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরু তারিখ ০২.০১.২০২৬ থেকে ১৭.০২.২০২৬ পর্যন্ত (৪৭ দিন)]	২৩.৩১	২৩.৩৩
১২৩০৫/১২৩০১ আপ নিউ দিল্লী - হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরু তারিখ ০১.০১.২০২৬ থেকে ১৬.০২.২০২৬ পর্যন্ত (৪৭ দিন)]	০২.৪৮	০২.৫০
১২৩২৩ আপ হাওড়া - বারমের সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরু তারিখ ০২.০১.২০২৬ থেকে ১৩.০২.২০২৬ পর্যন্ত (১৩ দিন)]	০৬.৫০	০৬.৫৫

দ্রষ্টব্য ঃ এই সমস্ত ট্রেন প্রয়াগরাজ জংশনের থ্রু পাস করবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TARAKESWAR MUNICIPALITY

E-TENDER NOTICE

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development work Under APAS Scheme withinTarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2025_MAD_955710_1	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
2	2025_MAD_955710_2	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
3	2025_MAD_955710_3	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
4	2025_MAD_955710_4	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
5	2025_MAD_955934_1	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
6	2025_MAD_955934_2	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
7	2025_MAD_955934_3	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
8	2025_MAD_956085_1	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
9	2025_MAD_956085_2	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
10	2025_MAD_956216_1	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
11	2025_MAD_956216_2	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
12	2025_MAD_956274_1	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
13	2025_MAD_956274_2	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
14	2025_MAD_956274_3	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites Quotation Notice for following Development work Under APAS Scheme within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for Project ID	e-Bid submission start date	Bid Purchase end date	Bid Received & Opening date
Tender Notice No. TM/PW/APAS/257/11 of 2025-26 Dated 22.11.2025				
1	APAS/01/198/257/0003	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
Tender Notice No. TM/PW/APAS/260/12 of 2025-26 Dated 22.11.2025				
2	APAS/01/198/260/0005	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025
Tender Notice No. TM/PW/APAS/258/13 of 2025-26 Dated 22.11.2025				
3	APAS/01/198/258/0010	22.11.2025	18.12.2025	20.12.2025

Details information will be available from the Tarakeswar Municipal Office.

Sd/- **Chairman, Tarakeswar Municipality**

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

Bhattanagar, Liluah, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for **04 Nos.** different works vide **E-NIT NO - 400/CAGP/2025, Date: 14/11/2025**. Bid submission start date : **14/11/2025 from 18:00 Hrs**. Bid submission end date : **28/11/2025 up to 18:00 Hrs**. Bid opening date for Technical : **01/12/2025 at 14:00 Hrs.** and Financial : **04/12/2025 at 14.00 Hrs**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৪২, তারিখ ঃ ২১.১১.২০২৫। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	আইজি ২৫৫২১০ডি	১৫.১২.২০২৫	ডিজিটাল রেডিওগ্রাফি সিস্টেম (সংযোজিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী)	০১টি	১,৭০,০০০
২	৩৮২৫১৫৬৮এ	০৮.১২.২০২৫	ক্যাসনাব বগির হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট -এর জন্য ৩৭ মিমি প্যাকিং	৫৩০৪টি	৮৮,৮৩০
৩	৩৩২৫১৪৮৭এ	২৬.১২.২০২৫	এলএইচবি কোচগুলির জন্য (আউটার) সেকেন্ডারি স্প্রিং ইত্যাদি	১১৬টি	১,১৫,১২০
৪	৩৩২৫৩০৪৪এ	২২.১২.২০২৫	সেকেন্ডারি স্প্রিং জেনারেটর কার সাইড ২ (আউটারি) ইত্যাদি	২৬০টি	৩,০৩,০৩০
৫	২৯২৫১০০২এ	১১.১২.২০২৫	ট্যাবলেট পিসি টাইপ ফগ পাইলট অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম	৫৪৫টি	৫,৮৩,৯৩০
৬	২৫২৫৩৬০৯এ	১৫.১২.২০২৫	সিলিকন রাবার কম্পাউন্ড	১১৭৪৩ কেজি	১,৩৩,২৭০
৭	২৫২৫৩৬১০বি	১৮.১২.২০২৫	প্যান্টো মাউন্টিং ইনস্যুলেটর	১৬০১টি	২,৮৭,১৬০
৮	৩৩২৫৩২২৫	২৯.১২.২০২৫	এলএইচবি টাইপ কোচের জন্য উপযুক্ত ফিডার জংশন বক্স ইত্যাদি	২২০টি	৩,১৪,৫৭০
৯	৩৩২৫৩০৯০এ	০৫.০১.২০২৬	হুইল সেটের জন্য ব্রেক ডিস্ক	৩১৭টি	২,৭৫,৯৯০
১০	৩৩২৫৩৪৩৪এ	২৪.১২.২০২৫	১৬০ কেএন ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি	১০০টি	১১,২১,৬৪০
১১	৩১২৫৫০০৮	০৮.০১.২০২৬	ট্রাকশন মোটর টিএম ৪৩০৩ বাই কমপ্লীট	০৬টি	৫,০৯,৯৭০

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-865)**

পার্ক স্ট্রিট হোটেলে বিদেশি পর্যটকের ঘর থেকে ডলার চুরি,তদন্তে পুলিশ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে এক বিদেশির কাছ থেকে রহস্যজনকভাবে ৮৫০ ডলার চুরি হয়েছে। কোরিয়ার ওই পর্যটক হোটেলের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, তার জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখার সময় দুষ্কৃতীরা তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি নিয়ে তিনি পার্ক স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, কোরিয়ার সিওলের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির নাম সাংঘো জাং। কিছুদিন আগে তিনি কলকাতায় পর্যটনে আসেন। পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে তিনি ওঠেন। বুধবার রাতে চারতলার ঘরে খাওয়াদাওয়া করেন। ভোর পর্যন্ত কাজও করেন। এরপর ভোর চারটে নাগাদ তিনি ঘুমোতে যান। ঘরের ভিতর জামাকাপড় ছেড়ে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর প্যান্টের পকেটে ছিল বিদেশি মুদ্রা ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। সকাল আটটা নাগাদ তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। হ্যাঙ্গারে ঝোলানো জামাকাপড়ের অবস্থান দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখেন, ভিতর থেকে উধাও ৮৫০ ডলার! কোথাও ওই ডলার না পেয়ে তিনি হোটেল কর্তৃপক্ষকে জানান। কিন্তু কেউ কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। বৃহস্পতিবার ওই বিদেশি পার্ক স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করার পর পুরো হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। দেখা হচ্ছে, রাতে হোটেলে কোনো বহিরাগত দুষ্কৃতী প্রবেশ করেছিল কি না। এছাড়াও রাতের ডিউটিতে থাকা হোটেল কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশের ধারণা, দুষ্কৃতীর কাছে চারতলার ওই ঘরের নকল চাবি থাকতে পারে, যা ব্যবহার করে তিনি ঘরে প্রবেশ করে ডলার চুরি করতে সক্ষম হন। পুলিশের মতে, ঘটনা ঘটেছে ভোর চারটে থেকে সকালের মধ্যে। এই ঘটনায় চারতলার করিডরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সুরক্ষা বাড়াতে এআই নাশকতা এড়াতে নয়া উদ্যোগ কলকাতা মেট্রোর!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের বাইরে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ১৫ জন নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কলকাতা মেট্রো এবার নিরাপত্তা বাড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে। বৃহস্পতিবার দীর্ঘ বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে শুধু সুরক্ষা বাড়ানো হবে না, সন্দেহভাজন কার্যকলাপও আগে থেকে শনাক্ত করে সাবধান করার কার্যক্ষমতা থাকছে। গত ১০ নভেম্বর, সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িতে নাশকতার জেরে প্রাণ হারাতে হয়েছে ১৫ জন নিরীহ মানুষকে। তাতে মেট্রো স্টেশনের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে এত বিস্ফোরক-সহ গাড়ি মেট্রো স্টেশনের বাইরে দাঁড় করানো হল? কেন কেউ টের পেলেন না? এসব থেকে শিক্ষা নিয়ে নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ভাবনাচিন্তা শুরু করে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সিদ্ধান্ত হয়, এবার থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় রেলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। অনেক সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা বস্তু স্ক্যানারের নজরদারি এড়িয়ে যায়। যার জেরে একাধিক দুর্ঘটনা অথবা নাশকতা ঘটতে পারে। তা এড়ানোর জন্য মেট্রো স্টেশনের বাইরে এবং ভিতরে এআই-এর সাহায্য নিয়ে বেশ কিছু ক্যামেরা বসানো হবে। যার নজরদারি এড়াতে পারবে না কেউ। কর্তৃপক্ষের মতে, কোনও সন্দেহজনক গাড়ি বা মানুষের গতিবিধি, অবৈধ প্রবেশ - সবই ধরা পড়বে ওই ক্যামেরাগুলিতে। এমনকী মেট্রো লাইনে কেউ ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলে, তারও আগাম বার্তা দিতে সক্ষম অত্যাধুনিক ক্যামেরা। এসব সিগন্যালের মাধ্যমে সেই সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে মেট্রোর কন্টোলরুমে। ফলে অপ্রীতিকর ঘটনা সহজে এড়ানো সম্ভব হবে। এছাড়া মেট্রো স্টেশনের চারপাশে নজরদারিতেও এআই প্রযুক্তির ক্যামেরাগুলি ব্যবহার করা হবে। তবে কবে এই ক্যামেরাগুলি বসানো হবে এবং কার্যকরভাবে চালু হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি।

সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের চিঠি নির্বাচন কমিশনকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ রাজ্যে এস আই আর এর কাজে যুক্ত বুথ লেভেল আধিকারিকদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষায় এনিউমারেশন ফর্ম ও অনলাইন পোর্টালে দেওয়া তাদের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর প্রকাশ না করার জন্যে আবেদন জানিয়ে সরকারি কর্মচারীদের যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে। সংগঠনের তরফে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল কে লেখা চিঠিতে নম্বর একদম প্রকাশ্যে থাকার ফলে বিএলও রা প্রতারিত হতে পারেন এবং বিশেষ করে কর্তব্যরত মহিলা বিএল ও রা বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারেন বলে চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। পরিবর্তে তাদের কাজের জন্যে আলাদা সিম কার্ড দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২১ নভেম্বর ঃ গোসাবার লাহিড়িপুর পঞ্চায়েতের সাধুপুর খাল থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায় শুক্রবার বিকেলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর লোকসভার গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধুপুর গ্রামের খালে স্থানীয় মানুষজন এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির দেহ দেখতে পায় শুক্রবার বিকালে। এলাকার মানুষজন প্রথমে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে খবর দেয়। খবর পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান প্রবীর মন্ডল ঘটনাস্থলে এসে দেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। গ্রামের খালে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখে এলাকার মানুষজনের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত কাজ শুরু করে পুলিস।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৫৮, সংখ্যা, শনিবার ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

সতীদাহের নৃশংস দৃশ্য

সতীদাহ পালিত হত। সতীদাহ মূলত উচ্চ বর্ণের হিন্দু পরিবারগুলোতেই করা হত। হাজার হাজার বছর ধরে অগণিত ভারতীয় হিন্দু নারী জীবিত অবস্থায় চিতার লেলিহান আগুনে প্রবেশ করেছেন- কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও বা জোর করে। স্বেচ্ছায় হলেও মানবতার বিচারে এই প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা ভারতীয় সভ্যতার একটি অন্যতম কলঙ্ক-বিন্দু। কিন্তু কীভাবে পালিত হত এই বর্বর প্রথা? এই ব্যাপারে গোরাচাঁদ মিত্রের লেখা 'সতীদাহ' বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। 'স্বামীর মৃতদেহ চিতায় শায়িত। নাপিত এসে বিধবা নারীর নখ কেটে দিয়ে গেলেন। শোক স্তব্ধা স্ত্রী হাতের শাখা ভেঙে চললেন স্নানে-শুচিশুদ্ধ হবার জন্য। স্নানের পর চিতারোহণের সাজ। আত্মীয়রা এগিয়ে এসে পরিয়ে দিলেন লাল চেলী, হাতে বেঁধে দিলেন রাঙা সুতো দিয়ে আলতা, গোটা কপাল জুড়ে লেপে দিলেন টকটকে লাল সিঁদুর, নিপুণ করে আঁচড়ানো চুলে থরে থরে চিরুনির বাহার। গোটা দেহে মূল্যবান অলংকারের সমারোহ। স্বামীহারা স্ত্রী দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতেও বিস্তৃত হয়েছেন তিনি যেন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের হাতের পুতুল। কুশ হাতে নিয়ে পূবমুখী বসে আচমন করলেন নারী। হাতে নিলেন তিল, জল ও কুশনির্মিত পত্র। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ উচ্চারণ করলে, 'ওঁ তৎসৎ'। ধ্বনিত হল বিধবার নিম্ন কণ্ঠে -নমঃ, আজ অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্র এ অমুক দেবী বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীর সমমর্যাদায় স্বর্গে যাওয়ার জন্য, মানুষের শরীরে যত লোম আছে তত বছর অর্থাৎ তিনকোটি বছর স্বামীর সঙ্গে স্বর্গসুখ উপভোগের আশায়, মাতৃকুল, পিতৃকুল ও পতিকুল; তিন কুলকেই পবিত্র করার অভিপ্রায়ে, চতুর্দশ ইন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যন্ত স্বর্গসুখ ভোগের কামনায় এবং যদি স্বামী ব্রহ্মহত্যাকারী, কৃতঘ্ন ও মিত্রদ্রোহী হন, তাহলে তাকে পবিত্র করার জন্য, আমি স্বামীর জলন্ত চিতায় অধিরোহণ করছি'। 'হে অষ্টলোকপালগণ, হে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, হে অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হে অন্তর্যামিন আত্মাপুরুষ, হে যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, হে ধর্ম, আপনারা সকলে সাক্ষী থাকুন, আমি প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করে স্বামীর অনুগামিনী হচ্ছি। এরপর খই, খণ্ড ও কড়ি আঁচলে বেঁধে সতীনারীর চিতা প্রদক্ষিণের পালা। বার বার সাতবার। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কণ্ঠে প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদি বিবৃত হবার পর বিধবা স্ত্রী স্বামীর পাশে চিতাশয্যা গ্রহণ করলেন। আত্মীয়স্বজনেরা মহোল্লাসে গাছের ছালের দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে চিতার সঙ্গে বাঁধলেন তাকে। পুত্র বা নিকট কোন আত্মীয় এগিয়ে এলেন চিতায় অগ্নিসংযোগের জন্য। উপস্থিত দর্শকবৃন্দের পৈশাচিক উল্লাস ও ঢাক - ঢোল, কাসরের প্রচণ্ড আর্তনাদে চতুর্দিক স্তম্ভিত। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো চিতা। তাও যেন আশ মেটে না পুণ্যার্থীদের! ঝুপঝাপ করে শর ও পাকাটির আঁটি ফেলতে লাগলেন সবাই চিতার আগুনে। অগ্নিসংযোগের পর পাছে সতীনারীর আরও কিছুদিন পৃথিবীর আলো- বাতাস ভোগের শখ হয় তাই চিতার পাশেই মোটা মোটা বাশ নিয়ে 'ধর্মসংস্থাপনাকারীরা' অপেক্ষমান। বিধবা স্ত্রী বাঁচবার সামান্যতম চেষ্টা করলেই বাঁশের উপর্যুপরি আঘাতে তার বাসনা নাশ করা হত। কোনও নারী দৈবক্রমে চিতা থেকে পালিয়ে গেলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত তার পিছু নিতেন অনুষ্ঠান কর্তা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা, পলায়মান নারীকে লজ্জাকরভাবে বাঁধতেন পরাস্ত করে আবার চিতায় চাপানো হত; না হলে যে বংশের মুখে চুনকালি পড়বে! সম্মিলিত প্রতিরোধের কাছে ফুৎকারে নিভে যেত সতীনারীর বাঁচার আশা। ধীরে ধীরে এক সময় নিভে যেত চিতার আগুন। কিছু তা বলে পুরোহিতের বিশ্রাম নেই। তিনি তখন চিতার ছাই ঘেঁটে সতীর গায়ের মূল্য অলংকারগুলি গ্রহণ করেন।

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

আশি-নব্বই দশকে যে প্রজন্মের ছেলেবেলা কেটেছে দূরদর্শন দেখে, তাদের কাছে খুব পরিচিত ছিল কয়্যার সঙ্গীত। এই কয়্যার সঙ্গীতকে যিনি বাংলা-সহ ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন,যিনি ছিলেন ক্যালকাটা ইউথ কয়্যারের জননী- তিনি রুমা গুহঠাকুরতা। ১৯৫৬ সালে শৈলেন্দ্র, প্রেম ধওয়ান, ক্যাফি আজমি, সলিল চৌধুরী, কানু ঘোষ প্রমুখ ছিলেন বোম্বেতে। এঁদের সবাইকে নিয়ে রুমা গুহ ঠাকুরতার উদ্যোগে গড়ে উঠে ছিল 'বম্বে ইয়ুথ কয়্যার'। বহুমুখী প্রতিভাধর হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন মুম্বাইতে। তিনিও এগিয়ে এসে ছিলেন। নিজেরাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'বম্বে ইয়ুথ কয়্যার' পরিবেশন করতেন জাগরনের গান। তাঁদের প্রথম অনুষ্ঠান হল 'ভারতীয় বিদ্যা ভবন'-এ। তখন মুম্বইতে কাজের সুবাদে গিয়েছিলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র। তাঁরাও গাইলেন সেই অনুষ্ঠানে। শুরুতেই মানুষের মনে সাড়া ফেলে দিল কয়্যার। এদের কিছু গান ছিল এইরকম; 'ইয়ে ওয়াক্ত কি আওয়াজ হ্যায়, মিলকে চলোখ', 'সরফরোশি কি তামান্নাখ', 'তরুণ অরুণ সে রঙ্গিত ধরণীখ' ইত্যাদি। লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত কুমার, মান্না দে, মুকেশের মতো তারকা শিল্পীরাও মাঝেমাঝেই গাইতেন কয়্যারের সঙ্গে। কিছু রেকর্ডও বেরিয়েছিল 'বম্বে ইয়ুথ কয়্যার'-এর। রেডিওতেও গাইতেন তাঁরা। গ্ল্যামারাস সিনেমার জগতকে প্রাধান্য না দিয়ে, মানুষের মধ্যে গিয়ে এই গান করার নিদর্শন, প্রথম থেকেই রুমা গুহঠাকুরতাকে ব্যতিক্রমী করে তোলে। বিবাহবিচ্ছেদের কারণে ১৯৫৮ সালে রুমা চলে এলেন কলকাতায়। বম্বে ইয়ুথ কয়্যার-ও বন্ধ হয় গেল। কলকাতায় এসে শুরু করলেন 'ক্যালকাটা ইউথ কয়্যার'। যে দলে একদিকে মহিলারা লাল পাড় সাদা তাঁতের শাড়িতে, অন্যদিকে পুরুষরা পাজামা পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে গণসঙ্গীত গাইতেন। বিশেষত দেশাত্মবোধক গানই প্রাধান্য পেত তাদের পরিবেশনায়। ক্যালকাটা কয়্যারের অ্যালবাম উদ্বোধন করেন ইন্দিরা গান্ধী।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। ধর্ম মানেই হচ্ছে সেবা। মানব সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছেন একটি শক্তি। ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ। উনার যা শক্তি রয়েছে তা আর কারোর নেই। স্বামী বিবেকানন্দকে শক্তি দিয়েছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। এই শক্তি দিয়ে গুরু স্বামীজি বিশ্ব জয় করেছেন। জীবন সত্য থাকলে জীবনে কোনও দিন ঠকবেন না। জয় করার মতো আনন্দ আর জগতে নেই। স্বামী বিবেকানন্দ জয় করতে জানে। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। ঠাকুর বলেছেন, নরেন হচ্ছে তাঁর ছেলে। তার ভালোমন্দ দেখতেন। শুধু ঠাকুর নন, মা সারদাও নরেনকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। মা সারদা নরেন মা বলে ডাকতেন। নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ছিলেন। সেই কারণে তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে দেখেছেন। তিনি পরিস্কার করে বলতেন যে প্রাণীদের মধ্যেই ঈশ্বরের স্থান আছে

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দের পার্শ্বচর যিনি গুপ্ত সমিতি তৈরি করেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৭ সনে ১৯ শে নভেম্বর (৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ) ব্রিটিশ ভারতে বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে (গলসি থানার অন্তর্গত, বর্তমান পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি ছোট্ট গ্রামে) এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তিনি স্বামী নিরালম্ব রূপে খ্যাতি লাভ

করেন। পিতা কালিদাস বন্দোপাধ্যায় ছিলেন অবিভক্ত বাংলার খুলনা/যশোহরের জজকোর্টের পেশকার এবং মাতা হলেন অসম্ভাবিনী দেবী। গ্রামের পাঠশালাতেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বর্ধমান শহরে এসে তিনি বর্ধমান রাজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং পরবর্তীতে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দেশ-মাতৃকার মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার সঙ্কল্প নেন। শক্তিশালী ইংরেজ শাসকদের বিতাড়নের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে তিনি ভারতীয় সৈন্যদলে যোগদানের মাধ্যমে সমর শিক্ষায় জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। এরপর কিছুদিনের জন্য গ্রাসাচ্ছদনের জন্য এলাহাবাদ নিবাসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কন্যাদের গৃহ শিক্ষকতার কাজটি বেছে নেন, যা রামানন্দের কন্যা সীতা দেবীর যুগান্তর সাময়িকীতে (অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক) তাঁর পিতা-স্মৃতি প্রবন্ধে আমরা খুঁজে পাই।

পরবর্তীতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে তিনি যতীন্দর (যতীন্দ্রনাথ) উপাধ্যায় ছদ্মনাম গ্রহণ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। বরোদায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর সেখানে বাল গঙ্গাধর তিলকের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু করেন। সেখানে বরোদার রাজাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন যতীন্দ্রনাথ। রাজার কথামতো অরবিন্দ ঘোষের উপর দায়িত্ব পড়ে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথকে সুস্থ করে তোলার। আর সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে যোগ দেন বিপ্লবী অরবিন্দ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে অরবিন্দ ঘোষ বাংলার বুকে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথকে বাংলাতে আসার আহ্বান জানান। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার পবিত্র ভূমিতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে আরও সুদৃঢ় করতে ও সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তব রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ প্রথমে নিজ গ্রাম চান্না এবং পরে চন্দননগরে যান। চন্দননগরে সুহৃদ সম্মিলনী কক্ষে এই গেরুয়া বসনধারী বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে যুবক রাসবিহারী বসু বিপ্লবের পথে পা রাখেন। ১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাই বারীন ঘোষকে কলকাতার বাগবাজারে সরলা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠান। সেখানে প্রমথনাথ মিত্রের সাথে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। এরপর এক পবিত্র দোল পূর্ণিমার দিন পি. মিত্রের নেতৃত্বে বরোদা থেকে আসা যুবকদল এবং বাঙালি বীর বিপ্লবীদের নিয়ে একটি বিপ্লবী নীড় গঠিত হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'ইষ্টক্লাব'। পরে এই সংগঠনের নাম 'অনুশীলন সমিতি' রাখা হয়, যার সভাপতি ছিলেন পি. মিত্র সাহেব, সহ সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ রূপে সুরেন ঠাকুর সমিতির দায়িত্ব নেন এবং যুবক বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা প্রদান, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, আধ্যাত্মিক চেতনায় উজ্জীবিত করার দায়িত্ব পড়ে যতীন্দ্রনাথের উপর।

এই সময় বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষার সাথে সাথে চলতে থাকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পাঠ এবং আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করার কাজ। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অর্থ সংগ্রহের জন্য কয়েকজন স্বদেশীর তারকেশ্বরে ডাকাতি করার কথা শুনে যতীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হন। এই সময়ে তাঁর আদর্শ, নীতি, শৃঙ্খলা নিয়ে সমিতির প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিরোধ গড়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য সমিতি ত্যাগ করে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দায়িত্ব নেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস, আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ইত্যাদি নানা পুস্তকের সাহায্যে পুনরায় রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রনাথ আবারও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দায়িত্ব নেন। সমিতির মধ্যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দূর করার জন্য পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতে অনুশীলন সমিতির গুপ্ত শাখা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রচারকার্যের জন্য পি. মিত্র যতীন্দ্রনাথকে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবে গিয়ে তিনি ডাঃ হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ, সর্দার অজিত সিং এবং তাঁর ভাই তথা বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং এর পিতা কিষান সিং এর সাহায্যে গড়ে তোলেন 'গদর সমিতি'। কলকাতায় ফেরার পর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নরেন গোস্বামীর স্বীকারোক্তিতে আলিপুর বোমা মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলেও অরিবন্দ ঘোষকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। এই মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ওকালতি করেছিলেন। অরবিন্দের অনুপস্থিতিতে বারীন ঘোষের সাথে তাঁর মতানৈক্যের জেরে বিপ্লবী জীবনে সাময়িক ছেদ ঘটিয়ে তিনি হিমালয়ে চলে যান। পরে এলাহবাদে সোহং স্বামীর সান্নিধ্য লাভের পর শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি বর্ধমানে গলসি থানার অন্তর্গত নিজ গ্রাম চান্নাতে খড়ি নদীর ধারে সুবৃহৎ অঞ্চল জুড়ে আশ্রম চান্না গড়ে তোলেন।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আশ্রম চান্না গড়ে তোলেন। বিগ্রহবিহীন সোহং দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটি তিনি আত্মানুসন্ধান করার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংযম, ধৈর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা, ক্ষমা, ভক্তি বা নিষ্ঠা, সহমর্মিতা এই নীতিগুলিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এই আশ্রম, যেখানে যতীন্দ্রনাথ সোহ-হং ধর্মের বীজ বপন করে গিয়েছেন, যা আজও ফল, ফুলে বিরাজিত এবং সংসারী পথক্লান্ত মানুষের শান্তির নীড় ও মুক্তির আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। এই আশ্রমেই স্বামী নিরালম্ব ১৯৩০ সনে ৫ই সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। বিপ্লবী জীবন ত্যাগের পরেও তিনি পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতেন। খড়ি নদীর পাড়ে চারটি থানার মাঝে জঙ্গলে ঘেরা ওই আশ্রমের একটি বট গাছের নীচেই চলত ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপরেখা তৈরির গোপন বৈঠক। বিপ্লবীদের গুপ্ত আলোচনায় উপস্থিত থাকতেন রাসবিহারী বসু, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ।

গ্রন্থ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, নিবন্ধ ও আশ্রমের স্মরণিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই আশ্রমে এসেছিলেন লালা লাজপত রায় থেকে শুরু করে পিতা কিষেন সিং এর সাথে ভগৎ সিং এর মত স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ। এছাড়াও অরবিন্দ ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বারীন ঘোষ, রাসবিহারী বসু, যদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, ফকির রায়, বিনয় চৌধুরী সহ বহু মহামানবেরই এই আশ্রমে আসা যাওয়া লেগে থাকত। এমনকি বিপ্লবীদের গোপনে ধরার জন্য খানা জংশনে একটি পুলিশের ফাঁড়িও গঠন করতে বাধ্য হয় ইংরেজরা। স্বামী নিরালম্বের মৃত্যুর পর আশ্রমের অধ্যক্ষ হন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তথা প্রজ্ঞান পাদজী, যাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তাঁর বিদেশী (বিশেষত ফরাসি) অনুগামীরা এই আশ্রমে প্রায়ই আসতেন। সুবৃহৎ এই আশ্রমটি তখন ছিল সুসজ্জিত এবং গাছ-পালা, ফুল, ফলে পরিপূর্ণ। ১৯৭৮ এবং ১৯৯৮ সালের দুটি বন্যা এবং দীর্ঘদিন ব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ বিপ্লবীদের এই গোপন আস্তানাটি অবহেলিত এবং ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছে। আগেকার বহু ঘর বাড়ি আগেই নষ্ট হয়ে গেলেও টিনের চাল দেওয়া দুটি বিপ্লবীদের আস্তানা এবং যতীন্দ্র নাথ, ফকির রায় প্রমুখ বিপ্লবীদের মূর্তি আজও এই আশ্রমের গৌরব ময় ইতিহাসকে বহন করে চলছে। গ্রামের মানুষের সরকারের কিছু সুযোগ সুবিধা পৌঁছালেও এই আশ্রমটিকে নিয়ে বিশেষ কেউই চিন্তিত নন। প্রতিবছরই যতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যে ছোট অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা অংশ গ্রহণ করে।

চিত্তরঞ্জন ও গণেশ এভিনিউ মাঝে লাল কালী মন্দির

বিশেষ প্রতিবেদক

কালিকৃষ্ণ দেবের লাল মন্দির ঃ মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল, আজকের এই রাস্তা তখন তৈরী হয়নি। তখন যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ বা গিরিশ এভিনিউ ছিল না। কেউ কেউ বলেন, যখন রাস্তা তৈরি হচ্ছিল, মন্দিরটা ভাঙ্গার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় রাস্তা তৈরীর কাজে কর্মরত কিছু লোকের মৃত্যু হয়। বাকীরা তখন মন্দির ভাঙতে নারাজ হয়। পুরানো দিনের মানুষদের কাছে শোনা যায়, ইংরেজরা রাস্তা তৈরী করার সময়ে যে কোনো কারণেই হোক মন্দিরটি অক্ষত রেখেই রাস্তা তৈরী করে। আবার কেউ বলেন যখন রাস্তা তৈরী হয় যে ইঞ্জিনিয়ার এটি ভাঙার চেষ্টা করেন তিনি মারা যান। এরপর যারা চেষ্টা করেন তারাই মারা যান। এইভাবে ৩ জন ইঞ্জিনিয়ার মারা যায়। তখন কর্পোরেশন থেকে ঠিক করা হয়, মন্দিরটি রেখে দেওয়া হবে।

শোনা যায় পরবর্তীকালে গভর্মেন্টি একবার প্রস্তাব দিয়েছিলো যে লাল মন্দির না সরিয়ে যদি রাস্তাটাকেই সরানো যায়, কিন্তু সেটাও পাশ হয়নি। আর একবার বলা হয়েছিল একটা ওভার ব্রিজ যদি লাল মন্দিরের ওপর দিয়ে করা যায়, কিন্তু শোনা যায় যতবার হয়েছে মায়ের কৃপায় ভেঙে পরে গেছে বা ঝড়ে উড়ে গেছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নতুন রাস্তা তৈরির পর গণেশ চন্দ্র এভিনিউ ক্রসিং থেকে ভূপেন বোস এভিনিউ ক্রসিং পর্যন্ত সেন্ট্রাল এভিনিউ নামকরণ হয়। এই সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ নামকরণের বহু আগে এই রাস্তার নাম ছিল মহারাজা স্যার নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব স্ট্রীট। দেব পরিবারের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে তার একটি ছবি দেওয়া হল, যেটি এই লাল মন্দিরের পাশ থেকেই (পশ্চিম দিকের) তোলা হয়েছিল। যখন সেন্ট্রাল এভিনিউ সম্প্রসারণ করে, তখন এই মন্দির না ভেঙ্গে যেমনটি ছিল তেমনটি-ই রাখা হয় এবং দুদিকে রাস্তা বার করে। যেমন গিরিশ ঘোষের বাড়ির দুদিকে রাস্তা বার করে বাড়ি টাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে (এই সময় রাস্তা তৈরির জন্য বিডন স্ট্রিট থিয়েটার ভেঙে ফেলে)।

মেট্রো হবার সময়ও সরানোর কথা হয়েছিল মানুষ প্রতিবাদ করায় যা আজও একই স্থানে রয়ে গেছে। বর্তমানে সেন্ট্রাল এভিনিউ রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে নাম হয়েছে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ। বর্তমানে মন্দিরটি যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ -তে পড়ে।

শোনা যায় যে এই মন্দিরটি দেবেদের বাড়ির মন্দির। নিচ দিয়ে রাজবাড়ী থেকে এই কালী মন্দির অবধি রাজবাড়ীর মেয়েদের জন্য সুড়ঙ্গ (টানেল) ছিল মন্দিরে যাওয়ার জন্য। ওনাদের গৃহ দেবতা কৃষ্ণ, তাই তিনি ঘরে থাকতেন আর ইনি বাড়ির পাশে মন্দিরে।

কেউ বলেন মন্দিরটি রাজা নবকৃষ্ণ দেব তৈরী করেছিলেন, আবার কেউ বলেন এটি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব (শোভাবাজার রাজবাড়ীর ছোটো রাজা) তৈরী করেছিলেন। যেহেতু সুড়ঙ্গ পথ মন্দির অবধি রয়েছে, সেহেতু ধরে নেওয়া হয়, মন্দিরটি রাজবাড়ী থেকেই বানানো হয়।

মন্দিরটি বানানোর পেছনে যা গল্প শোনা যায় তা হলো, একদিন মধ্যরাতে কার্তিক নামের একজন লোক কালী প্রতিমা এনে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের রাজবাড়ীর কাছে পুজো করা শুরু করেন। রাজবাড়ীর সামনে এই পুজো করা রাজা মেনে নিতে পারেননি, তাই একদিন রাতে তাঁর দাড়োয়ানকে বলেন ওই পূজারী এবং তার সাথে তার কালী প্রতিমাকে দূরে ছুঁড়ে দিতে। রাজা নবকৃষ্ণ দেব কালী ভক্ত ছিলেন না। কালী পুজো গৃহস্থে প্রচলন ছিল না। কালী পুজোয় বিশ্বাসী তান্ত্রিক গোষ্ঠীই শুধুমাত্র কালী আরাধনা করতো। যখন রানী রাসমণি মা কালী-কে গৃহস্থে পূজা করার জন্য স্থান দিয়ে ছিলেন এবং সাবর্ণ রায়চৌধুরী কালীঘাট মন্দির তৈরী করেন তখন থেকে কালী পুজো গৃহস্থে স্থান পায়। সেইদিন রাতে মা কালী রাজার স্বপ্নে আসেন এবং আদেশ করেন তাঁকে ওই পূজারী কার্তিক এবং তার প্রতিমাকে ওখানে ফিরিয়ে আনতে ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। প্রথম দিকে এই মন্দিরটিকে স্থানীয় লোকেরা ফেলা কার্তিকের মন্দির নামে ডাকতো, কিন্তু পরবর্তীকালে এটি লাল মন্দির নামে পরিচিত হয়েছে।

এই মন্দিরের আসল বিশেষত্বটা অনেক কম লোক জানেন, এখানে শ্রী বিষ্ণুর দশম অবতার শ্রী কল্কি দেবকে সমর্পিত। যেটা সাধারণত দেখা যায় না। একটি প্রস্তর অবয়বে দেখতে পাবেন মন্দিরে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঠিক এরকম একটি মন্দির রাস্তার মাঝখানে পাবেন ঠিক এর অদূরে বি. কে. পাল পার্ক এর সামনে বি. কে. পাল এভিনিডতে। তবে সেটি সাদা আর তুলনামূলক ছোটো) (কল্কি অবতারের পুজো বিড়লা মন্দিরেও হয়। ওখানে তো ১০ অবতারের মন্দির আছে একসাথে)।

শোনা যায়, বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলাম উপন্যাস সেন্ট্রাল এভিনিউ তৈরী হওয়ার গল্প থেকেই আখ্যায়িত। উপন্যাসটি সিনেমাতে দেখানো হলে সিনেমাতে একদম শেষে যে রাস্তার কথা বলা হয়েছে সেটা এই জায়গাটিতেই। এখানে সরকারদের বাড়ি ছিল যা ভেঙে রাস্তাটিকে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রাস্তা তৈরির সময়। কলকাতার ইতিহাস আছে।

বাংলার লোক সঙ্গীতের শিল্পী গোষ্ঠগোপাল

জীবন হালদার

শহর দেয়নি ঠাঁই, গ্রামবাংলা কিন্তু আজও বুকে আঁকড়ে রেখেছে গোষ্ঠ গোপাল দাসকে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামবাংলায় পা রাখলেই শুরু হয়ে যায় তাঁর সাম্রাজ্য। গ্রামবাংলায় তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সেখানে তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম। বিশ্বাস না হলে, কোনও এক গভীর রাতে গ্রামবাংলার যেকোনও স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, খেয়াঘাট বা গঞ্জের বাজারে চলে যান। কোনও না

কোনও রাত জাগা দোকান থেকে নিশ্চিত ভাবে আপনার কানে ভেসে আসবে, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কী, ঘুমায়ো না আর বেহুলা জাইগা থাকো রে, ও নাগর কইয়া যাও, কোন বা দেশে যাও, আমার পরান কান্দে কিংবা সেই মানুষটির গাওয়া কোনও না কোনও গান।

ক্রমশ আপনাকে সম্মোহিত করতে থাকবে, সোঁদা মাটির গন্ধ মাখা গানগুলি। আপনি অনুভব করবেন, গ্রামবাংলার মেঠো পরিবেশের সঙ্গে মানুষটির গেয়ে যাওয়া গানগুলির একাত্মতা। ঠিক এই কারণেই, প্রায় পাঁচ দশক ধরে তাঁর প্রাণ কাঁদানো গানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও মফঃস্বলগুলিকে সম্মোহিত করে রেখেছেন কিংবদন্তি লোকশিল্পী গোষ্ঠ গোপাল দাস। যাঁর গানের ছত্রে ছত্রে কেবলই জীবনযন্ত্রণা ও বিষাদ। তাই বুঝি তিনি স্পর্শ করতে পেরেছেন গ্রামবাংলার হৃদয়। আপনার মনে পড়বে ইংরেজ কবি শেলির সেই অমর উক্তি, "Our sweetest songs are those of saddest thought."

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার কোনও এক অখ্যাত গ্রামে, ১৯৪৮ সালের ৮ জানুয়ারি জন্ম নিয়ে ছিলেন গোষ্ঠগোপাল দাস। বাবা দীনবন্ধু দাস ও মা হরিদাসীও ছিলেন বাউল সম্প্রদায়ের। দিনাজ পুর থেকে দীনবন্ধু চলে এসেছিলেন হুগলির লক্ষ্মণপুর গ্রামে। সেখানেই কেটেছিল তাঁর শৈশব। দীনবন্ধুবাবু তাঁর ছেলেকে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে শিখিয়েছিলেন বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, জারি ও মারফতি গান। মেঠো পথে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময়, গলা ছেড়ে গান গাইতেন কিশোর গোষ্ঠগোপাল দাস। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ পেরিয়ে যেত মাঠের পর মাঠ। ধান বোনা বন্ধ করে, তন্ময় হয়ে তাঁর গান শুনতেন কৃষকের দল।

মানুষের রক্তমাংসের শরীরের যে চেতনা সদা জাগ্রত থাকে, সেটি হল আত্মা। বাউলেরা সারা জীবন ধরে সেই আত্মার খোঁজে পাগলপারা হয়ে ঘুরে ফেরেন পথে পথে। গোষ্ঠগোপাল দাসও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই যুবক হওয়ার পর রহস্যের মোড়কে মোড়া বাউল গানেই সঁপে দিয়েছিলেন নিজেকে। ইতিমধ্যে জীবনে এসে গিয়েছিলেন গীতাদেবী। কিন্তু সংসারে তখন প্রবল দারিদ্র। বাধ্য হয়ে গোষ্ঠ গোপাল দাস গান গাইতেন পথে ঘাটে, ট্রেনে, স্টেশনে ও বাস স্ট্যান্ডে। কখনও একা। কখনও মাজন বা জড়িবুটি বিক্রেতাদের সঙ্গ নিয়ে।

মধুর সন্ধানে সুগন্ধী ফুলের দিকে যেমন ছুটে আসে মৌমাছির দল। ঠিক তেমন ভাবেই তাঁর সুরেলা কণ্ঠ চুম্বকের মত টেনে আনত পথচারী মানুষদের। গোষ্ঠ গোপালবাবু গেয়ে যেতেন গান। দেদার বিক্রি হত মাজন কিংবা জড়িবুটি দিয়ে বানানো ওষুধ। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে, রাতের অন্ধকারে মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরতেন ক্লান্ত অবসন্ন গোষ্ঠ গোপাল দাস। সেই সামান্য টাকা দিয়ে কোনও মতে সংসার চালাতেন গীতা দেবী।

নিদারুণ দারিদ্র সত্ত্বেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল গ্রামবাংলার হাটে মাঠে বাটে। তাঁর জড়তাহীন উচ্চারণ, অনায়াসে তার -সপ্তকে খেলা করা কণ্ঠ ক্রমশ সম্মোহিত করতে শুরু করেছিল মানুষকে। হাজার মানুষের ভিড়ে শিষ্যকে খুঁজে নিয়েছিলেন 'বাউল গুরু' সুবল দাস। বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশে যিনি বাউল গান পরিবেশন করেছিলেন। যাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন গৌরক্ষ্যাপা, পবন দাস বাউল, নিমাইচাঁদ বাউল ও পরবর্তী কালে কার্তিক দাস বাউল। সেই সুবল দাস বাউল নদীয়ার আড়ংঘাটায় একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছিলেন গোষ্ঠগোপাল দাসকে। প্রথম আবির্ভাবেই শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছিলেন গোষ্ঠগোপাল দাস। বাংলা চিনেছিল বাউল সঙ্গীতের আকাশে সদ্য জেগে ওঠা এক ধ্রুবতারাকে।

গোষ্ঠগোপাল দাসের গান নেশা ধরিয়েছিল নেপাল দাস বাউলের মনে। তিনি গোষ্ঠগোপাল দাসকে নিয়ে এসেছিলেন নদীয়ার বগুলায়। পশ্চিমপাড়ার ধানহাটায় স্থায়ীভাবে ঘর বেঁধেছিলেন স্বভাবে বোহেমিয়ান গোষ্ঠগোপালবাবু। তাঁর ধানহাটার কুটির হয়ে উঠেছিল ক্ষ্যাপা বাউলদের আখড়া। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি গোষ্ঠগোপাল দাসকে। হাতে খমক, কপালে রসকলি, খোঁপা করে বাঁধা চুল, সুঠাম সুদর্শন গেরুয়াধারী গোষ্ঠগোপাল দাসের গানের নেশায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল গ্রামবাংলা। সেই সময় গ্রামবাংলার এমন কোনও জায়গা ছিল না, যেখানে পা পড়েনি গোষ্ঠগোপাল দাসের।

বাউল সংগীতের আকাশ আলো করে থাকা উজ্জ্বল নক্ষত্রদের ভিড়ে, নতুন নক্ষত্রকে চিনতে ভুল করেননি গীতিকার পরিতোষ দাস, গীতিকার-সুরকার নীলকমল রায় ও চন্দ্রকান্ত নন্দী। তখন ছিল ক্যাসেটের যুগ। করণ-কিরণ ও গাথানি কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল গোষ্ঠগোপাল দাসের গানের ক্যাসেট। বাজারে আসা মাত্র সুপার হিট হয়েছিল প্রত্যেকটি ক্যাসেট।

শহরে তেমন বিক্রি হত না। কিন্তু গ্রাম গঞ্জ, মফঃস্বল ও শহরতলির ক্যাসেটের দোকানগুলি থেকে ক্রিস্টমাসের কেকের মত বিক্রি হতে শুরু করেছিল ক্যাসেটগুলি। খুচরো বিক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেয়ে উঠেছিল কোম্পানিগুলি। প্রায় উল্কাগতিতেই গ্রামবাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন গোষ্ঠগোপাল দাস। তাঁর গাওয়া ট্যাংরা তবু কাটন যায় গানটি শোনেননি, এমন মানুষ সেই সময় গ্রাম বাংলায় ছিলেন না। গ্রামবাংলার মানুষের মনে দোলা লাগাতে শুরু করেছিল গোষ্ঠ গোপাল দাসের গাওয়া,গুরু না ভজি মুই, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, ঘুমায়ো না আর বেহুলা, হায় রে এমন জ্বালা ইত্যাদি।

পাঠকদের দরবার

স্যার আশুতোষ মুখ্যার্জি

শঙ্করলাল কর্মকার

গঙ্গাপ্রসাদ পুত্র আশুতোষের বিয়ে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। সেই খবর পৌছে গেল একটি বিশিষ্ট ধনী পরিবারে। সেখান পাত্রীর পিতা প্রস্তাব পাঠালেন আশু তোষকে বিলেতে পাঠিয়ে সেখানে তাঁর পড়াশোনার যাবতীয় খরচ বহন করবেন শুধু নয় বিয়েতে যৌতুক বাবদ ৩০হাজার টাকা দেবেন। গঙ্গাপ্রসাদ অবশ্য সেই প্রস্তাব উপেক্ষা করে কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের মধ্যম কন্যা যোগমায়া দেবীর সাথে আশুতোষের বিয়ের ব্যবস্থা কর লেন। স্যার 'আশুতোষের ছাত্র জীবন 'লেখক অতুল বাবু লিখে ছেন, যোগমায়া দেবীর পিতা অবস্থাপন্ন ছিলেন না। বিবাহের পরে যে সকল তত্ব আসিত পাছে তাহার স্বল্পতা লইয়া কথাবার্তা হয় এজন্য গঙ্গাপ্রসাদ সেই সকল তত্ব দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং বলিতেন,আহা তাহারা এমন দেবী দিয়াছে তার বেশী তাদের আছেই বা কি আর দিবেই বা কি?। বলা বাহুল্য যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে যতই বাংলার বাঘ বলে ডাকা হোক তিনি কিন্তু বহুকাল নিরামিষ খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। শেষে অসুস্থ অবস্থায় ডাক্তারের উপদেশে খুব সীমিত পরিমাণে মাছ খেয়েছেন, সহজ সরল জীবন বরাবর পছন্দ করতেন। এমনকি যখন কলেজে পড়তেন তখনও তাঁর পোশাকে আড়ম্বর বলে কোনও বস্তু ছিল না। নিশ্চিত ভাবে তিনি অবস্থাপন্ন পিতার ছেলে আবদার করলে নিত্য দামি পোশাক পরতে পারতেন। একবার গাড়ি থেকে নামার সময় চাদর জড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেন। এরপর থেকে তিনি শুধু কোট গায়ে দিয়ে কলেজে যেতেন। তখন অবশ্য ভদ্র লোকদের বাইরে যাওয়ার পোশাকে চাদর অপরিহার্য। কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চাদর পরতেন না বলে ক্লাসের ছাত্রদের অনেক বিদ্রুপ সহ্য করেছেন।

ছোট্ট আশুতোষ শৈশব হতে লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী বলে খ্যাতি লাভ করে,তথাপি নিতান্ত শান্ত শিষ্ট ছেলে বলে পরিচিত হতে পারে নি। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্তকুমারের আকৃতি অতি সুশ্রী ছিল গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। সবাই ফুটফুটে ছেলেটিকে আদর করত। এদিকে বাল্যকালে আশু তোষ রোগা চেহারা,শ্যাম বর্ণ,মস্ত বড় একটা মাথা। বাড়িতে কনিষ্ঠ সহোদরকে মাতা- পিতার অজস্র সোহাগ আশুতোষের দৃষ্টি এড়ায় নি। এজন্য তাঁর মনের মধ্যে অভিমান জমছে। তখন আশুতোষ ৪/৫ বছর একদিন লোহার একটি ডাণ্ডা অত্যন্ত উত্তপ্ত করে ভ্রাতা হেমন্তকুমারকে বললেন গরম দিকে ধরতে। বালকের চিৎকারে যখন বাড়িতে সবাই সেখানে ছুটে এসে ছেন তখন নিজের অন্যায় বুঝতে পেরে বালক আশুতোষ পালিয়ে একটি গাড়ির মধ্যে আশ্রয় নেয়। হেমন্ত কুমারের হাতে প্রলেপের ব্যবস্থার সবাই যখন আশুতোষ বলে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। যখন সবাই আশুতোষকে খুঁজে না পেয়ে উদ্বিগ্ন তখন দেখা গেল ভয়ে সে গাড়ির মধ্যে।

স্যার আশুতোষ খুবই শান্ত ছিলেন। তবে তিনি কারোর প্রতি অন্যায় আচরণ করতেন না। কিশোর কালে তিনি যদিও বেশ কিছু দুষ্টমি করেছেন তাবে তার মধ্যে দিয়ে কোনও অন্যায় বোদ জাগরিত হয়নি। পরে তিনি এই সব ঘটনায় নিজে লজ্জিত হয়েছিলেন। সেই আচরণ আর কোনও দিন ঘটেনি।

বহরমপুরে উদ্ধার বিপুল পরিমাণে বন্দুক, কার্তুজ সহ জালনোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ২১ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবারের বহরমপুরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পাচারের আগেই প্রচুর বন্দুক ও কার্তুজ উদ্ধার হল পুলিশের জালে। এছাড়া বিপুল পরিমাণ জালনোটও পাওয়া গেছে। ঘটনায় এক মহিলা-সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলি বিহারের মুঙ্গের থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল। শুক্রবার সকালে গোপন সূত্রে বহরমপুর থানার পুলিশের কাছে খবর এসেছিল। এরপরই বহরমপুর স্টেডিয়াম এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এক মহিলা ও যুবক ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁদের দেখে তদন্তকারীদের সন্দেহ হয়। ওই দু'জনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অসংলগ্ন কথা বেরিয়ে আসে। এরপরই তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করতেই মিলল সাফল্য। ব্যাগ থেকে বিপুল সংখ্যায় গোলাবারুদ ও জালনোট বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গ্রেপ্তার করে বমাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতদের থেকে আটটি ৭.৬৫ মিমি পিস্তল, ১১০ রাউন্ড গুলি ও ১৬টি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও তাঁদের থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০ হাজার টাকার জালনোট। ধৃত মোজ্জাম্মেল মণ্ডলের বাড়ি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার ঘোষপাড়ায়। ধৃত মনিকা বিবির বাড়িও ওই একই এলাকায়। এদিনই ধৃতদের বহরমপুর আদালতে তোলা হয়েছে। ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে তদন্তকারীরা আবেদন করেছেন বলে খবর। অভিযুক্তদের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসপ্রিত সিং। প্রাথমিক অনুমান, ওই অস্ত্রশস্ত্র বিহারের মুঙ্গের থেকে আনা হয়েছিল। তবে প্রশ্ন উঠছে, এগুলি কোথায় পাচার হওয়ার কথা ছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, এর আগে মুর্শিদাবারের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ বেআইনি অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টিকর খাবার নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ২১ নভেম্বর ঃ হেতেডাঙ্গা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টিকর খাবার নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ। তার জেরে উত্তাল

হেতেডাঙ্গা আদিবাসী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চত্বর। বোলপুর থানার অন্তর্গত রায়পুর সুপুর পঞ্চায়েতের অধীনে হেতেডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শুক্রবার চাঞ্চল্যকর বিক্ষোভে উত্তাল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্রের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য নির্ধারিত পুষ্টিকর খাবার ঠিকমতো পরিবেশন করা হয় না। বেশিরভাগ দিনই শুধু ডিম সেদ্ধ ও ভাত দেওয়া হয়, বলে অভিযোগ। কখনও ডাল বা সবজি দিলে তাতে পোকা পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। এছাড়া কেন্দ্রের সহায়িকা পরিবারগুলোর কাছ থেকে সংগ্রহ করা সরিষার তেলের বোতল নেই বলে প্রতিবাদ তুলে ধরেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু পরে দেখা যায় সহায়িকার কেন্দ্রের একটি রুমের ভেতরেই প্রচুর পরিমাণে তেল মজুত রয়েছে। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। তার ফলে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

খড়্গপুরের ইস্পাত কারখানায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, দুই শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ২১ নভেম্বর ঃ প্রায় ২৫ ফুট উঁচু থেকে পড়ে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের সাহাচকের একটি ইস্পাত কারখানায়। নিহতদের নাম ধনঞ্জয় মিদ্যা এবং চন্দন অধিকারী। ধনঞ্জয়ের বাড়ি খড়্গপুরের গোকুলপাড়া এলাকায়, আর চন্দনের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। উভয়েই ওই কারখানার অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। শুক্রবার দুপুরে দুই কর্মী কারখানায় কাজ করছিলেন। সেই সময় অসাবধানতাবশত একটি উঁচু জায়গা থেকে পিছলে পড়ে যান তাঁরা। জানা গেছে দু'জনেই হেলমেট এবং সেফটি কিট না পরেই কাজ করছিলেন। কারখানার শ্রমিকদের সূত্রে খবর, ধনঞ্জয় ও চন্দন ওই কারখানার অস্থায়ী কর্মী। এদিন যেখান থেকে তাঁরা পড়ে গিয়েছেন সেই জায়গাটি প্রায় ২৫ ফুট উঁচু। সেফটি কিট না পরে থাকায় গুরুতর আহত হন তাঁরা। তাঁদের উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি গোপাল খাটুয়া জানান, তিনি দুর্ঘটনার খবর পেয়েছেন। শ্রমিক এবং কারখানা কর্তৃপক্ষকে বারবার সেফটি কিট ব্যবহার করার বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে, তবুও এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সংগঠন পক্ষ থেকে নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে সর্বাত্মক সাহায্য করা হবে। পাশাপাশি কারখানা কর্তৃপক্ষও পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

শুভেন্দু অধিকারী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন কাজল শেখকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কীর্ণাহার, ২১ নভেম্বর ঃ গত মঙ্গলবার নানুরের কীর্ণাহারে এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। আজ শুক্রবার তারিখ পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। কাজল শেখ বলেন ED, CBI দিয়ে কাজল শেখকে ভয় দেখানো যাবে না। কাজল শেখ উপরওয়ালা ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। পাশাপাশি নানুর, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, খণ্ডঘোষ এই বিধানসভা গুলিতে তৃণমূলের জামানা বাজেয়াপ্ত হবে এভাবেই তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। কাজল শেখ বলেন এই বিধানসভা গুলির দায়িত্ব যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে দেয় তাহলে প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই পঞ্চাশ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকে জিতিয়ে বিজেপির জামানা বাজেয়াপ্ত করবো। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এভাবেই রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে উঠছে বীরভূম জেলাকে কেন্দ্র করে।

আউশগ্রামে নাবালিকাকে গণধর্ষনের অভিযোগঃ গ্রেপ্তার ৬

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ নভেম্বর ঃ আউশগ্রামে নাবালিকা কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল ছ'জন প্রতিবেশী, যার মধ্যে চারজন নাবালক। ঘটনাটি সামনে আসতেই তদন্তে নেমে শুক্রবার দুপুরের দিকে অভিযুক্তদের বর্ধমান আদালতে পাঠায় আউশগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রাপ্তবয়স্ক দুই যুবককে দশ দিনের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নবম শ্রেণির ওই কিশোরী গত সোমবার পাড়ার এক দিদির সঙ্গে দোকানে যাচ্ছিল। মাঝপথে গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলের রাস্তায় অভিযুক্তরা তাদের পথ আটকায়। সঙ্গের দিদি কোনরকমে পালিয়ে গেলেও কিশোরীকে জোরপূর্বক জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যায় ছ'জনেই। অভিযোগ, সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক দুই যুবক প্রথমে ধর্ষণ করে এবং বাকিরাও একই কাজে লিপ্ত হয়। ভয় ও লজ্জায় প্রথমে কাউকে কিছু জানায়নি কিশোরী। পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর নির্যাতিতা ও তার পরিবার থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ রাতেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। কিশোরীর ডাক্তারি পরীক্ষা ও গোপন জবানবন্দি রেকর্ডের জন্য তাঁকে এদিন বর্ধমান পাঠানো হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে চলাচলকারী ১০ জোড়া ট্রেনকে এলএইচবি কোচে রূপান্তর

মালিগাঁও, ২১ নভেম্বর ঃ ভারতীয় রেলওয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে চলা দশ (১০) জোড়া ট্রেন পরিষেবার উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে, যা প্রচলিত আইসিএফ কোচ থেকে আধুনিক এলএইচবি (লিংক হফম্যান বুশ) রেকে উন্নীত করা হবে। এই পদক্ষেপ ভারতীয় রেলওয়ের চলমান আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার অংশ যার লক্ষ্য যাত্রীদের সুরক্ষা, যাত্রার আরাম এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এলএইচবি রেকগুলি উন্নততর সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য, অতিরিক্ত গতিবেগ, কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং যাত্রীদের জন্য সামগ্রিকভাবে আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, দশ জোড়া ট্রেনকে এলএইচবি রেকে রূপান্তরের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে, ২০২৫-এর জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত পাঁচ (০৫) জোড়া ট্রেনের রূপান্তর সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৭১৫ / ১৫৭১৬ (কিশানগঞ্জ-আজমের-কিশানগঞ্জ), ট্রেন নং. ১৫৭২২ / ১৫৭২১ (নিউ জলপাইগুড়ী-দীঘা-নিউ জলপাইগুড়ি), ট্রেন নং. ১৩১৫৯/ ১৩১৬০ (কলকাতা টার্মিনাল -যোগবানি-কলকাতা টার্মিনাল), ট্রেন নং. ১৩২১২/১৩২১১ (দানাপুর-যোগবানি-দানাপুর) এবং ট্রেন নং. ১৩২১৪/ ১৩২১৩ (সহরসা জং.-যোগবানি-সহরসা জং.)। একইভাবে ট্রেন নং. ১৫৯১১/ ১৫৯১২ (তিনসুকিয়া জং.-নাহরলগুন-তিনসুকিয়া জং.), ট্রেন নং. ১৩১৭৩/ ১৩১৭৪ (শিয়ালদহ-সাব্রুম-শিয়ালদহ) এবং ট্রেন নং. ১৩১৭৫/ ১৩১৭৬ (শিয়ালদহ-শিলচর- শিয়ালদহ) এলএইচবি আপগ্রেডেশনের জন্য ট্র্যাকে রয়েছে এবং নভেম্বর ২০২৫ এর শেষের মধ্যে রূপান্তরের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। এছাড়াও, ট্রেন নং. ৫৫৬৭৫/ ৫৫৬৭৬ (আগরতলা-ধর্মনগর-আগরতলা) এবং ট্রেন নং. ১৫৬৬৪/ ১৫৬৬৩ (শিলচর-আগরতলা-শিলচর) ২০২৬-এর জানুয়ারিতে রূপান্তরের জন্য নির্ধারণ করা করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগামী বছরগুলিতে এলএইচবি রেক বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে এবং কার্যকরী সম্ভাবনীয়তা, চাহিদা এবং রোলিং স্টকের উপর ভিত্তি করে আরও ট্রেনের রূপান্তর মূল্যায়ন করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই রূপান্তর সম্পূর্ণরূপে এলএইচবি ভিত্তিক বহর অর্জনের দিকে আরেকটি পদক্ষেপ, যা এই অঞ্চলের যাত্রীদের জন্য সুরক্ষামূলক, আধুনিক এবং নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদী ডাক্তারদের প্রকাশ্য ফাঁসি চেয়ে বিক্ষোভ হিন্দুমহাসভার

পুলক চক্রবর্তী, ২১ নভেম্বর ঃ শুক্রবার, দিল্লি বিস্ফোরণ কান্ডে অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদী ডাক্তারদের প্রকাশ্য ফাঁসি চেয়ে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো অখিলভারত হিন্দুমহাসভার সদস্যরা। রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে আজ হিন্দু মহাসভার রাজ্য কমিটির সদস্যরা ভারত সরকারের কাছে দাবী তুললেন যেহেতু দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশী যোগ পাওয়া গেছে তাই ভারত সরকারের অনতিবিলম্বে অপারেশন সিঁদুরের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করে দেশের শত্রুদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত। রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী বলেন আমরা কখনও কোনোদিন বলিনি যে সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদী কারণ সারা দেশে বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমান রয়েছেন। কিন্তু এটাও সত্যি সারা পৃথিবীতে যত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হচ্ছে সেই সন্ত্রাসীদের সিংহভাগ কিন্তু মুসলমান ধর্মাবলম্বী। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদীরা মুসলিম মৌলবাদকে সন্ত্রাসের কাজে ব্যবহার করছে দীর্ঘদিন ধরেই। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যেখানে আমরা ডাক্তারদের ভগবানের ঠিক পরের আসনে বসার যোগ্য মনে করে শ্রদ্ধা করি সেখানে আদিল আহামেদ, শাহীন সাহিদ, পারভেজ আনসারি, আরিফ মীর, মহিউদ্দিন সৈয়দ, ফারুক আহমেদদের মত ডাক্তাররা দেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় ডাক্তার হয়ে শেষে আত্মঘাতী ফিদাইন জঙ্গী হিসেবে মানুষকে হত্যা করছে। শুধু তাই নয় এরা রিসিন বিষ প্রয়োগ করে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে জৈব সন্ত্রাসের মাধ্যমে নৃশংস ভাবে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন দেশে আর কোন নাশকতা হলেই তাকে আমরা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে দেখব। তাহলে ভারত সরকারকে অবশ্যই নিজের কথা রেখে সমস্ত ভারতবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আমরা আজও মনে করি অপারেশন সিঁদুরের সময় যদি পাকিস্তানকে ক্ষমা না করে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করা হতো এবং বেলুচিস্তানের মানুষদের পাশে সরাসরি ভারত সরকার দাঁড়াতো তাহলে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় ঘর পাকিস্তানের কোমড় ভেঙে যেত এবং সন্ত্রাসের কবল থেকে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচানো যেত। তাই হিন্দুমহাসভা মনে করে অনতিবিলম্বে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি দিল্লিকাণ্ডে ধরাপড়া জিহাদী ডাক্তারদের আরবীয় কায়দায় চৌমাথার মোড়ে সবার সামনে ফাঁসি দেওয়া উচিত যাতে আর কোন মৌলবাদী জিহাদী ভারতের দিকে নাশকতার উদ্দেশ্যে চোখ তুলে না তাকাতে পারে। এদিন বিক্ষোভ সমাবেশে রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী ছাড়াও অফিস সেক্রেটারি অনামিকা মন্ডল, কনভেনর আশুতোষ মজুমদার, সমীরণ চৌধুরী ও আরো অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন।

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223

1. N.I.Q No-17/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-358(7)/APAS/SGP/2025-26, 2. N.I.Q No-18/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-359(7)/APAS/SGP/2025-26, Dated: 19/11/2025. 3. N.I.Q No-19/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-362(7)/APAS/SGP/2025-26, 4. N.I.Q No-20/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-363(7)/APAS/SGP/2025-26, 5. N.I.Q No-21/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-364(7)/APAS/SGP/2025-26, 6. N.I.Q No-22/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-365(7)/APAS/SGP/2025-26, 7. N.I.Q No-23/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-366(7)/APAS/SGP/2025-26, 8. N.I.Q No-24/APAS/SGP/2025-2026 Memo no-367(7)/APAS/SGP/2025-26, Dated: 20/11/2025. Last date of Dropping tender Quotation paper: **26.11.2025(25.11.2025 for NIQ-17 & NIQ-18) up to 3.00 pm**. Date of opening tender Quotation paper **26.11.2025 up to 3.30 pm**.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur,, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO:
NIeT-06/BDO/JDB/2025-26 & NIeT-07/BDO/JDB/2025-26

E - tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **4.00 PM of 17/12/2025 for 03 nos. of work.**
For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development officer
Joypur Development Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-55/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **04(Four) nos**. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **19.11.2025 up to 15.12.2025 10.00 A.M**. Bid submission starting from **19.11.2025 up to 15.12.2025 at 16.00 PM**. And Opening on **17.12.2025 at 10:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/301/NIT-18/2025-2026 Sl. No. 01 to 04
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/302/NIT-19/2025-2026 Sl. No. 01 to 09
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/303/NIT-20/2025-2026 Sl. No. 01 to 04

E-Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Bid Submission closing (On line) **18/12/2025 at 11.55 A.M**. Bid opening date for Technical Proposals (Online) **20/12/2025 at 11.00 A.M**. For further details website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting NIT
Ref: 1. NIT 02(2025-2026)

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites NIT from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Application date: **01.12.2025 up to 3.00 PM**. For further details please visit Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org** and Office Notice Board.

Sd/- Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

Office of the Pradhan
BELA GRAM PANCHAYAT
At+P.O.:-Shyamnagar, PS-Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723143
NOTICE INVITING e-TENDER
No:-03/2025-26/B.G.P.

The separate tenders are invited by the undersigned for the work mentioned in the table below through electronic tendering for total 16(Sixteen) nos works. Last date of submission of bid(online) on **26/11/2025 at 04.00 P.M.** Bid opening date **01/12/2025 at 11:00 A.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Bela Gram Panchayat

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER
No- 218/SGP/NIT/APAS/2025-26, Date: 19/11/2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for **6(Six) Nos.** different works. Last date of Submission of Tender **17.12.2025 at 11.00 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on **19.12.2025 at 12.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিভি/এমপিএস/এসডিএইচ/ই-অকশন **তারিখ ঃ ২০.১১.২০২৫**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক ৫ বছরের মেয়াদের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনে ০৫টি মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) ইউনিট-এর ই-নিলাম করার জন্য আইআরইপিএস পোর্টালের **www.ireps.gov.in** -এর মাধ্যমে ওপেন ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **প্রশাসনিক ইউনিট/জোন ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল/পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমপিএস-এসডিএইচ-০৫-২৫। নিলামকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সাধারণ নিলাম (সিঙ্গল স্টেজ)। **নিলাম শুরু হবে (সকল লটের) ঃ** ০৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টায়। **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ১০ মিনিটে। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির সময়কাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ ঃ** ৩০ মিনিট। **ক্রমান্বয়িক লট বন্ধের অন্তর্বর্তী সময় ঃ** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি ঃ** ১০ বার। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ঃ** স্বয়ংক্রিয়। **আরপি প্রদর্শিত হবে -** না, **আরপি-র চেয়ে কম দর অনুমোদিত** - হ্যাঁ। যার বিশদ নিম্নরূপ ঃ **এসইকিউ. নং.; লট নং /বিভাগ; বিবরণ; লট বন্ধের তারিখ ও সময়** যথাক্রমে ঃ **এএ/১; এমপিএস-এসডিএইচ-কেএনআর-এমপিএস-৬-২৫-১ (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস);** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য কাঁকিনাড়া রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ২ -তে (৬ ফুট x ১০ ফুট = ৬০ বর্গফুট) মাল্টিপারপাস স্টলের (এমপিএস) চুক্তিস্বত্ব বণ্টন; ০৫.১২.২০২৫, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। **এএ/২; এমপিএস-এসডিএইচ-জিবিজি-এমপিএস-৩-২৫-১ (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস);** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য গোবরডাঙা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ (৬ ফুট x ১০ ফুট = ৬০ বর্গফুট) মাল্টিপারপাস স্টলের (এমপিএস) চুক্তিস্বত্ব বণ্টন; ০৫.১২.২০২৫, দুপুর ১টা ৪০ মিনিট। **এএ/৩; এমপিএস-এসডিএইচ- এমএমজি- এমপিএস- ১১-২৫-১ (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস);** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য মধ্যমগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে নতুন বুকিং অফিস সংলগ্ন স্থানে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর নিকটে (৬ ফুট x ১০ ফুট = ৬০ বর্গফুট) মাল্টিপারপাস স্টলের (এমপিএস) চুক্তিস্বত্ব বণ্টন; ০৫.১২.২০২৫, দুপুর ১টা ৫০ মিনিট। **এএ/৪; এমপিএস-এসডিএইচ-এইচএলআর-এমপিএস-২-২৫-১ (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস);** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হালিশহর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মাস্ট নং. ৪১/২২ -এর নিকটে (৬ ফুট x ১০ ফুট = ৬০ বর্গফুট) মাল্টিপারপাস স্টলের (এমপিএস) চুক্তিস্বত্ব বণ্টন; ০৫.১২.২০২৫, দুপুর ২ টো। **এএ/৫; এমপিএস- এসডিএইচ- এমজিটি-এমপিএস-৪-২৫-১ (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টলস);** ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য মগরাহাট রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের নিকটে (৬ ফুট x ১০ ফুট = ৬০ বর্গফুট) মাল্টিপারপাস স্টলের (এমপিএস) চুক্তিস্বত্ব বণ্টন; ০৫.১২.২০২৫, দুপুর ২ টো ১০ মিনিট। **দর হার একক ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **ট্রিপ/দিন ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য ১৮২৬। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য ০.২। **লট স্ট্যাটাস ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য নতুন ড্রাফ্ট ক্যাটালগে।

SDAH-267/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EEC/I/005/97/2025-2026

Name of the Work: **Rennovation of roadside garden at 24/1/1, 34/B/1 etc. Nilmoni Mitra Row in Ward No. 5**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,19,982.00**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **21 days**.

(2) NIT No.: KMC/EEC/I/005/98/2025-2026

Name of the Work: **Maintenance of roadside garden at Nilmoni Mitra Row in Ward No. 5**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,49,977.00**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **21 days**.

(3) NIT No.: KMC/EEC/I/002/179/2025-2026

Name of the Work: **Construction of roadside garden at 2, 6A etc. Kali Charan Seth Lane in Ward No. 2**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,49,954.00**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **21 days**; Last date and time of submission of bid: **29.11.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3]**; Tender will be opened on: **02.12.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3]**.

(4) NIT No.: KMC/EEC/I/006/173/2025-2026

Name of the Work: **Improvement of roadside urinal at 5/1, Cossipore Road in Ward No. 6 under BR-I**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,94,751.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **21 days**; Last date and time of submission of bid: **18.12.2025 - 1 p.m.** Tender will be opened on: **20.12.2025 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE-III/APAS/13/57/2/25-26

Name of the Work: **Rennovation of sanitary latrine at 2/1A/H/11 Ultadanga Main Road in Ward No. 13**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,582.00**; Earnest Money: **Rs. 2,000.00**; Period of Completion : **45 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE-III/APAS/13/52/3/25-26

Name of the Work: **Restoration of passage at 12, 13 Nos. G.S. Lane in Ward No. 13 to be disturbed by W/S Deptt**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,551.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE-III/APAS/13/31/25-26

Name of the Work: **Construction of Uttaran Passage at 2, Gurudas Dutta Garden Lane in Ward No. 13**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,683.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid: **16.12.2025** up to **12 noon [For Sl. No. 1 to 3]**; Date and time of opening of bid: **18.12.2025** after **12 noon [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No.: KMC/EE-III/33/APAS-26/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Development of Uttaran sanitary latrine at 93/H/12 to 93/H/24 B.M. Road in Ward No. 33**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,97,148.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE-III/33/APAS-27/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Development of passage by laying cement concrete at 93 B.M. Road and surrounding area in Ward No. 33**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,954.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(6) NIT No.: KMC/EE-III/33/APAS-16/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Construction of New Catch PIT Relaying Kerb and Channel and other ancillary works at 61, 63 Beliaghata Main Road in Ward No. 33**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,39,804.00**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid: **17.12.2025** up to **9 a.m. [For Sl. No. 4 to6]**; Date and time of opening of bid: **19.12.2025** after **9 a.m. [For Sl. No. 4 to 6].**

(7) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/17/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Renovation of passage and sewer at 40A, 40/6 Abhinash Chandra Banerjee Road and surrounding area in Ward No. 34**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,084.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid: **17.12.2025** up to **10 a.m.** Date and time of opening of bid: **19.12.2025** after **10 a.m.**

(8) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/18/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Renovation of footpath at Hem Chandra Naskar Road in Ward No. 34**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,98,269.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(9) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/19/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Renovation of sewer at 142 and adjasent area of R.R.L. Mitra Road in Ward No. 34**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,271.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid: **17.12.2025** up to **4 p.m. [For Sl. No. 8 & 9]**; Date and time of opening of bid: **19.12.2025** after **4 p.m. [For Sl. No. 8 & 9].**

(10) NIT No.: KMC/EE-III/APAS/13/45/3/25-26

Name of the Work: **Restoration of Road at 13A/10 Ariff Road in Ward No. 13, disturbed by W/S Deptt.**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,582.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(11) NIT No.: KMC/EE-III/APAS/13/58/2/25-26

Name of the Work: **Renovation of toilet at 139 Ultadanga Main Road in Ward No. 13**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,764.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **45 days**.

(12) NIT No.: KMC/EE-III/APAS/13/58/1/25-26

Name of the Work: **Improvement of passage at 139 Ultadanga Main Road in Ward No. 13**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,98,653.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(13) NIT No.: KMC/EE-III/APAS/13/46/2/25-26

Name of the Work: **Restoration of passage to be disturbed by W/S Deptt. at 13B/H/14 Ariff Road in Ward No. 13**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,98,428.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid: **18.12.2025** up to **12 noon [For Sl. No. 10 to 13]**; Date and time of opening of bid: **20.12.2025** after **12 noon [For Sl. No. 10 to 13].**

(14) NIT No.: EE-III/29/APAS-15/25-26

Name of the Work: **Development of passage by cement concrete at 38/1, 39 Canal East Road in Ward No. 29**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,94,751.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid: **18.12.2025** up to **5 p.m.** Date and time of opening of bid: **20.12.2025** up to **5 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **21.11.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 14]**.

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/017/45/2025-2026/APAS

Name of the Work: **Relaying of KERB & Channel at Beadon Row in Ward No. 17.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,49,571.65**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/017/57/2025-2026/APAS

Name of the Work: **Renovation of IP Passage at 23, Nilmoni Mitra Street in Ward No. 17 Under BR-II.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,96,239.65**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **15 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/017/58/2025-2026/APAS

Name of the Work: **Renovation of IP Passage at 35, 36 Nayan Chand Dutta Street in Ward No. 17 Under BR-II.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,79,565.46**; Earnest Money: **Rs. 3,600.00**; Period of Completion: **15 days**. Last Date and Time of submission of bid : **13.12.2025 up to 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3]**, Bid will be opened on **15.12.2025 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/012/013/2025-2026

Name of the Work: **Development of Manimala Community Hall in Ward No. 12 Under Borough-II, KMC.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,98,714.08**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **45 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/020/037/2025-2026/APAS

Name of the Work: **Changing of GCI Sheet Shade at ICDS Centre Roof in 77 Nimu Goswami Lane Under 166 Assembly P.S. -141** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,12,731.82**; Earnest Money: **Rs. 4,300.00**; Period of Completion: **30 days**.

(6) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/012/038/2025-2026/APAS

Name of the Work: **Renovation of Asphaltum Road Surface at 39/1/2B to 39/3, Canal West Road in Ward No. 12 Under A.C. - 167, Part 10, BR-II**. Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 4,21,699.95**; Earnest Money: **Rs. 8,500.00**; Period of Completion: **30 days**.

(7) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/010/APAS-08/2025-2026

Name of the Work: **Development of Road Surface by Cement Concrete in place of I.P. Surface at 12 Ramdhan Mitra Lane in Ward No. 10 Under BR-II (ID: APAS/01/166/62/0002)**. Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,38,470.93**; Earnest Money: **Rs. 2,800.00**; Period of Completion: **35 days**.

(8) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/010/APAS-09/2025-2026

Name of the Work: **Renovation of Paver Block Surface at 27D, Ramdhan Mitra Lane (Uttaran Passage) in Ward No. 10 BR-II. (ID: APAS/01/166/62/0001)**. Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 2,66,774.39**; Earnest Money: **Rs. 5,400.00**; Period of Completion: **35 days**. Last Date and Time of submission of bid: **15.12.2025 up to 11 a.m. [For Sl. No. 4 to 8],** Bid will be opened on: **17.12.2025 at 11 a.m. [For Sl. No. 4 to 8].**

(9) NIT No.: KMC/EE (C)/BR II/019/06/2025-2026/APAS

Name of the Work: **Repairing of ICDS Centre at 170, Ahiritola Street in Ward No. 19 Under BR-II, KMC, Part No. 126, AC-166**. Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,48,957.90**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **15 days**.

(10) NIT No.: KMC/ EE (C)/BR II/019/05/2025-2026/APAS

Name of the Work: **Renovation of Toilet near KMC Health Centre and Construction a Bathroom at 6, Bipradas Dey Lane in Ward No. 19, BR-II, KMC, Part No. 125, AC-166**. Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 1,52,088.12**; Earnest Money: **Rs. 3,050.00**; Period of Completion: **21 days**.

(11) NIT No.: KMC/ EE (C)/BR II/017/47/2025-2026/APAS

Name of the Work: **Renovation of IP Passage at 48/1 to 48/9, Beadon Row and Bacharam Chatterjee Lane in Ward No. 17 Under BR-II.** Estimated Amount (Including GST and CESS): **Rs. 3,03,276.93**; Earnest Money: **Rs. 6,100.00**; Period of Completion: **30 days**. Last Date and Time of submission of bid: **17.12.2025 up to 11 a.m. [For Sl. No. 9 to 11],** Bid will be opened on: **19.12.2025 at 11 a.m. [For Sl. No. 9 to 11],** The bid forms and other details will be available on and from: **21.11.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 11].**

The Executive Engineer (Civil), Br.- VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/23/2025-2026/APAS

Name of the work : **Improvement of Uttaran passages and allied civil works at 45/1/1 and 45/1 Chakraberia Road (South) in Ward No.-72 (APAS/01/159/172/0001);** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,67,555.40;** Earnest Money : **Rs. 5,400.00**; Period of completion : **45 days.** Last date and time of submission of bid **: 16.12.2025 - 2 p.m.** Date and time of opening of tender**: 18.12.2025 -2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 at 9 a.m.** from the website **: https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Br.- IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/(IX/075/059/2025-2026/APAS)

Name of the work : **Construction of latrine at 9/5B, 11, Munshigunge Road and etc. in Ward No.-75 (APAS/01/158/242/0001);** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,59,897.00;** Earnest Money : **Rs. 3,200.00**; Period of completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/(IX/075/060/2025-2026/APAS)

Name of the work : **Improvement of IPS passages at 7, 9, 11, Munshigunge Road in Ward No.-75 (APAS/01/158/242/0005);** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,101.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of completion : **21 days.** Last date and time of submission of bid **: 17.12.2025 - 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** Tender will be opened on**: 19.12.2025 - 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **22.11.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Civil), Br.- XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/077 / 2025-2026/APAS/62/4

Name of the work : **Improvement of passage with allied works at Premises No. X-15, S.A.Farooque Road in Ward No.-140, BR-XV;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,96,194.16;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of completion : **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/082 / 2025-2026/APAS/42/2

Name of the work : **Renovation of passage with allied work near Premises No. X-52 Khaldhari bye lane in Ward No.-140, BR-XV;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,98,472.09;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of completion : **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/089/ 2025-2026/APAS/42/1

Name of the work : **Renovation of passage near Premises No. Y-2/172/3 & X-57 Khaldhari Road, in Ward No.-140, BR-XV;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,98,766.32;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of completion : **45 days.** Last date and time of submission of bid **: 12.12.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Date and time of opening of tender**: 15.12.2025 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EEC/I/003/44/2025-2026/US published in this newspaper on 31.10.2025 (Key No.- 1274/25-26) of Engineering (Civil) Borough-I, Department [For Sl. No. 10]. Last date and time of submission of bid will be **15.12.2025 at 11.00 hrs.** instead of 14.11.2025 at 13.00 hrs**.** The tender will be opened on **17.12.2025 at 10.00 hrs.** instead of 18.11.2025 at 13 hrs.

1465/25-26

নেপালে ফের 'জেন জি' ঝড়, সিমারায় সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি-ওলি শিবিরকে ঘিরে বিক্ষোভ, জারি কার্ফু

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ নেপালে আবারও অস্থিরতার বাতাস। গত সেপ্টেম্বরে সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে যে 'জেন জি' আন্দোলন দেশজুড়ে আগুন ধরিয়েছিল, সেই একই তরুণ প্রজন্ম আবারও রাস্তায়। টার্গেট এবারও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দল-কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (ইউএমএল)। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরপরই দলীয় কর্মসূচিতে নেমেছে ইউএমএল, আর তাদের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে মাঠে নেমেছে জেন জি বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে সিমারা ও সংলগ্ন এলাকায় জারি হয়েছে কার্ফু।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ সিমারা চকে জমায়েত হয় এক বড় দল বিক্ষোভকারীর। পুলিশ বলপ্রয়োগ করে তাঁদের সরিয়ে দিতে গেলে শুরু হয় রীতিমতো ধস্তাধস্তি। একই সময়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সিমারা বিমানবন্দর-সংলগ্ন অঞ্চলও। ওলি-ঘনিষ্ঠ দুই ইউএমএল নেতা-মহেশ বসনেট এবং শঙ্কর পোখারেল-কাঠমান্ডু থেকে সিমারায় পৌঁছতেই পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। দলীয় কর্মসূচিতে তাঁদের আগমনকে কেন্দ্র করেই বিক্ষোভ ব্যাপক রূপ নেয়। নেতাদের বিমানে নামার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জেলা সমন্বয়ক সম্রাট উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জেন জি সংগঠকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদের ডাক দেন। মুহূর্তেই বিক্ষোভকারীরা বিমানবন্দরের বাইরে জড়ো হয়ে ' সরকার' বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন। ইউএমএল কর্মীদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ। সংঘর্ষে আহত হন ছয়জন জেন জি বিক্ষোভকারী, যারা পরে ইউএমএল-এর ছয় কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও জানান। তবে পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেপ্তার না করায় আরও ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিক্ষোভকারীরা। নতুন করে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সিমারা জুড়ে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে কিছুক্ষণের জন্য সিমারা বিমানবন্দরের বিমান চলাচল বন্ধ রাখতে হয়। প্রশাসন পরে ঘোষণা করে যে দুপুর ১২টা ৪৫ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত কার্ফু জারি থাকবে, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। গত সেপ্টেম্বরে সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার পর নেপালে জেন জি তরুণদের নেতৃত্বে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনের অভিঘাতে ক্ষমতা হারায় ওলির সরকার, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পরও তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ থামেনি। তাঁদের দাবি-ওলির দলকে রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের জায়গা দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের চোখে ওলির দলই নেপালের গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে ব। হুমকি। এদিকে আগামী ৫ মার্চে নেপালে সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়া মাত্রই সব রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রস্তুতিতে নেমেছে। ফলে উত্তেজনায় ভরপুর রাজনৈতিক পরিবেশে ইউএমএল-এর সক্রিয়তা বা।তেই ফের সক্রিয় হয়েছে তরুণ প্রজন্মের প্রতিবাদী অংশ। তাঁদের দাবি-ওলি শিবিরের প্রত্যাবর্তন মানেই দমন-পী।নের আশঙ্কা। তাই নির্বাচনী ময়দান থেকেই তাঁদের সরিয়ে দিতে হবে।

এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নেপাল। সিমারার সংঘর্ষে আগুন আরও ছড়াতে পারে বলেই আশঙ্কা প্রশাসনের। কার্ফু জারি হলেও পরিস্থিতি যে শান্ত হবে-সে বিষয়ে নিশ্চিত নয় স্থানীয় বাসিন্দারা। তরুণ প্রজন্মের আন্দোলন যে থামার নয়, তা বোঝা গেছে গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহ থেকেই। সব মিলিয়ে নির্বাচন সামনে রেখে ফের রাজনৈতিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুতে নেপাল। একদিকে ওলি-শিবিরের ক্ষমতায় ফেরার প্রস্তুতি, অন্যদিকে জেন জি-র প্রবল প্রতিবাদ-এই দুইয়ের সংঘাতে আগুন জ্বলছে রাস্তায়, অস্থির হয়ে উঠছে জনজীবন। নেপাল কত দ্রুত এই উত্তেজনা কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারে, এখন তাকিয়ে আছে পুরো দক্ষিণ এশিয়া।

ঢাকার কসাইটুলিতে ভূমিকম্পে বহুতলের রেলিং ধসে মৃত্যু তিনজনের-আহত পঞ্চাশেরও বেশি

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ কলকাতা থেকে ঢাকা-একই কম্পনে কেঁপে উঠেছে দুই বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শুক্রবার সকালেই রিখটার স্কেলে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পর মুহূর্তেই বিপর্যয়ের খবর আসে বাংলাদেশ থেকে। রাজধানী ঢাকার কসাইটুলি এলাকায় ভেঙে পড়ে এক বহুতলের বড় রেলিং। সেই ধ্বংসাবশেষ মাথার উপর এসে পড়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়া বহু মানুষের উপর। প্রাথমিক খবর মিলতেই আতঙ্কে ত্রস্ত শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে শোকের ছায়া। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের, আহত পঞ্চাশেরও বেশি। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক তরুণ ডাক্তারি পড়ুয়া, রাফিউল ইসলাম-ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। শুক্রবার সকাল ১০টা ৮ মিনিট নাগাদ কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে ভূকম্পন অনুভূত হয়, বাংলাদেশের ঘড়িতে তখন সকাল ১০টা ৩৮। কম্পনের মাত্রা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার হিসেব কিছুটা আলাদা হলেও বিপদের তীব্রতা ছিল যথেষ্ট। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৫, ভারতের ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের মতে তা ৫.৭। উৎসস্থলও ছিল বাংলাদেশেই-নরসিংদী থেকে পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে, মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে উৎপন্ন হয় সেই কম্পন। ভূমিকম্পের কেন্দ্র এতটাই কাছাকাছি থাকায় ঢাকাজুড়ে অনুভূত হয় প্রবল ঝাঁকুনি, দুলে ওঠে বহু বহুতল। সেই সময় কসাইটুলি এলাকার পাঁচতলা বাড়িটির সামনে দিয়ে প্রতিদিনের মতোই পথচারীরা চলাচল করছিলেন। বহু পুরোনো সেই ভবনের সামনে ছিল বড় ইটের তৈরি রেলিং। কম্পনের আকস্মিক ধাক্কায় মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে সেই রেলিং। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সবকিছু এত দ্রুত ঘটেছিল যে সরার সময় পাননি কেউই। ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়েন কয়েকজন। আর্তচিৎকারে মুহূর্তে ছুটে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশকে। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও গাজীপুরের তাজউদ্দীন মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় আহতদের। সাব-ইন্সপেক্টর আশিস কুমার ঘোষ জানান, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তিনজনের। রাফিউল ইসলামের মৃত্যুসংবাদ ছড়াতেই শোকের আবহ নেমে আসে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। সহপাঠীরা জানান, পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন রাফিউল, চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নই তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রকৃতির সামনে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল তাঁকে। এদিকে, ঢাকার বাইরেও পড়ে ভূমিকম্পের আঘাত। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রাস্তার ধারের একটি পুরনো দেওয়াল ধসে মৃত্যু হয়েছে মাত্র দশ মাস বয়সি এক শিশুর। মর্মান্তিক এই ঘটনায় বাকরুদ্ধ স্থানীয়রা। নরসিংদী জেলা হাসপাতালেও বহু আহতকে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের ঢাকা মেডিক্যালে স্থানান্তরিত হয়েছে। এক শিশুও গুরুতর আহত। কম্পনের প্রভাবে শুধু বাংলাদেশ নয়, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও কেঁপে ওঠে সকালের দিকে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলিতে মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। কলকাতার বিভিন্ন বহুতল থেকেও অনেকে তড়িঘড়ি রাস্তায় নেমে আসেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেসব মুহূর্তের ভিডিও এবং ছবি পোস্ট করেছেন শহরবাসী। সৌভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গে তেমন ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। কসাইটুলির সেই বহুতল ভবনটি বহুদিন ধরেই সংস্কারের প্রয়োজন ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষ। রেলিংটি নড়বড়ে হওয়ায় উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছিল একাধিকবার। ভূমিকম্পের চাপ শেষ পর্যন্ত সেই দুর্বল কাঠামোকেই চূড়ান্ত ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেখা হয় আর কেউ আটকে রয়েছেন কি না। আশপাশ নিরাপদ করতে ঘিরে ফেলা হয় এলাকা। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পরে রাতভর ক্ষুদ্র কম্পন অনুভূত হয়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকায়। সিসমিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ভূমিকম্পে পুরনো ভবনগুলির বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বলেও সতর্ক করেছে তারা। সকাল থেকে রাত-ঢাকা জুড়ে আতঙ্ক এখনও কাটেনি। বিশেষত বহুতলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তা বেশি। ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা নতুন নয় বাংলাদেশে কিন্তু হঠাৎ করে এমন মাঝারি মাত্রার কম্পন যখন প্রাণহানি ঘটায়, তখন উদ্বেগ বাড়ে আরও বেশি। রেলিং ধসের মতো ঘটনা এই

সকাল ৭-৯টা পর্যন্ত রাস্তার ধারে করা যাবে না পার্কিং, কড়া নির্দেশ কলকাতা পুরনিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ কলকাতায় বন্ধ হতে চলেছে সকাল সাতটা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত রাস্তার ধারের পার্কিং। নির্দেশিকা জারি করছে কলকাতা পুরনিগম। সকাল সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত রাস্তার ধারে পার্কিং বন্ধ হতে চলেছে শহরে। এই মর্মেই নির্দেশিকা জারি করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার 'টক টু মেয়র' এ তিনি জানান, শহর পরিস্কার করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বর্জ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের। অনেক সময় পার্কিংয়ের কারণে পরিস্কার করা যাচ্ছে না শহরে রাস্তা। তাই পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন অবিলম্বে নির্দেশিকা জারি করার বিষয় সকাল সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত কলকাতা শহরে পার্কিং করা যাবে না এই মর্মে। এদিন হালতু কায়স্থপাড়ার খালপাড়ের বাসিন্দা রাজশেখর ঘোষ ফোন করে অভিযোগ জানান, খালপাড় সংলগ্ন রাস্তায় অবৈধ পার্কিং করে চলে যাচ্ছে কেউ দিনের পর দিন। আর গাড়িগুলোর ফাঁকে প্রত্যেকদিন পড়ছে ময়লা। সেগুলো নিয়মিত পরিস্কার হচ্ছে না অস্বাস্থ্যকর হচ্ছে পরিবেশ। এই কথা শুনতেই দ্রুত ওই খালপাড় সংলগ্ন রাস্তা পরিস্কার করার নির্দেশ দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার পাশাপাশি পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তাকে নির্দেশ দেন সকাল সাতটা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত কলকাতা শহরের রাস্তার ধারে বন্ধ করতে হবে পার্কিং সেই মর্মে নির্দেশিকা জারি করার জন্য। পাশাপাশি তিনি এটিও বলেন, পুলিশ কেও গোটা বিষয়টি জানানোর জন্য কারণ শহরের রাস্তায় অনেক আনআইডেন্টিফাইড গাড়ি বছরের পর বছর পড়ে থেকে ময়লা জমছে। একটা বিস্ফোরণ হওয়ার পর অ্যাকশন নেয় পুলিশ। পুলিশ কেন এই আইডেন্টিফাইড গাড়ি গুলোর বিরুদ্ধে কেস করবে না কেন এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এই বিষয়ে জানিয়ে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেওয়ার কথা বলেন মেয়র।

'মতুয়ারা তো স্বঘোষিত অনুপ্রবেশকারী'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ বিজেপি শুরু থেকেই দাবি করেছে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ যাবে। এসআইআর শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। সামনে এসেছে, বেশ কিছু ছবি, যেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশিরা সীমান্তের দিকে ভিড় বাড়াচ্ছেন। দীর্ঘদিন বসবাস করার পর এসআইআরের নাম শুনে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছেন, এমন লোকজনের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এভাবে অনুপ্রবেশ আটকানো সম্ভব নয় বলেই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জহর সরকার। এক সাক্ষাকারে জহর সরকার বলেন, ''অনুপ্রবেশ বিশ্বে কেউ কখনও আটকাতে পারেনি। সংলগ্ন দেশে এমনটা হবে। কিছু করার নেই।'' আমেরিকাতেও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এ রাজ্যে বসবাসকারী মতুয়াদের নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। জহর সরকার বলেন, ''বিজেপিকে প্রশ্ন করব। মতুয়াদের কী হবে। তারা তো স্বঘোষিত অনুপ্রবেশকারী। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে তাহলে বিজেপি জিতছে।''

রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে ফের জাতিসংঘে প্রস্তাব গৃহীত-মায়ানমারের পরিস্থিতি 'উপযুক্ত নয়'

বিশেষ, প্রতিনিধি ঃ রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে আন্তর্জাতিক মহলের ভূমিকা দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্নের মুখে। আট বছর ধরে নানা চেষ্টার পরেও মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে নিরাপত্তা ও নাগরিকঅধিকারের নিশ্চয়তা তৈরি না-হওয়ায় প্রত্যাবাসন কার্যত থমকে আছে। সেই প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গাদের ফেরার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বুধবার ফের একবার প্রস্তাব গৃহীত হল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার তৃতীয় কমিটিতে। যৌথ ভাবে এই প্রস্তাব পেশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি)। ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছরই রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে এমন প্রস্তাব এনে আসছে এই দুই আন্তর্জাতিক জোট। মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ এবং সামরিক দমননীতির ফলে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের অবস্থা ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। দেশটির মুসলিম সংখ্যালঘু এই জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্যাতন ও সহিংসতার অভিযোগ বহু বছর ধরেই উঠছে আন্তর্জাতিক মহলে। প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন লাখ লাখ রোহিঙ্গা। রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছেন প্রায় ১৩ লক্ষ রোহিঙ্গা। সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে শিবিরগুলিকে ক্রমশ বসবাসের অনুপযুক্ত বলে উল্লেখ করেছে সংবাদমাধ্যমটি-জনসংখ্যার চাপ, অপরাধচক্র সক্রিয় হওয়ার ঝুঁকি, এবং খাদ্য-স্বাস্থ্য সংকট মিলিয়ে দিন দিন পরিস্থিতি জটিলতর হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রিত সংবাদসংস্থা ' জানিয়েছে, প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়াকে ইতিবাচক বলে মনে করছে রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল। তবে একই সঙ্গে তারা স্পষ্ট জানিয়েছেন-আট বছর ধরে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার মতো কোনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আন্তর্জাতিক স্তরে হয়নি। বাংলাদেশের বক্তব্য, প্রায় ১৩ লক্ষ রোহিঙ্গার ভার আর বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। সীমিত সম্পদ, এলাকাজুড়ে বাড়তে থাকা অস্থিরতা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে ঢাকা। তাই দ্রুত আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করার আর্জি জানিয়েছে তারা। রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর ইইউ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সেখানে তারা কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে মায়ানমারে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্যাতন এবং আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের ঘটনা। একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছে বর্তমান বিশৃঙ্খলার মধ্যেই নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্তে সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য নিয়ে। ইইউ জানিয়েছে-মায়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের কোনও বাস্তব সম্ভাবনা নেই। ওআইসি ও ইইউ-উভয় জোটই মনে করছে, আন্তর্জাতিক চাপ এবং কূটনৈতিক উদ্যোগ না বাড়ালে প্রত্যাবাসনের পথ আরও কঠিন হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং রাষ্ট্রীয় দমননীতির কারণে রাখাইন প্রদেশে এখনও মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। তাই প্রস্তাবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে-রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তাঁদের ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। বুধবার গৃহীত প্রস্তাবটির পক্ষে সমর্থন দিয়েছে ১০৫টি দেশ। এই সমর্থন রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হলেও বাস্তবে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া কতদূর অগ্রসর হবে-সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। অতীতে বেশ কয়েকটি প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টা মায়ানমারের অনাগ্রহ এবং মাটিতে বাস্তব নিরাপত্তার অভাবের কারণে আটকে যায়। এবারে প্রস্তাব গৃহীত হলেও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কোনও কার্যকর পরিবর্তন আসবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। বাংলাদেশ বহুবার জানিয়েছে-মানবিক কারণে তারা এতদিন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে। কিন্তু অনির্দিষ্ট সময় ধরে এত বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু সামলানো সম্ভব নয়। পরিবেশ, অর্থনীতি ও স্থানীয় সমাজব্যবস্থার উপর রোহিঙ্গা শিবিরগুলির প্রভাব প্রতিনিয়ত বাড়ছে। খাদ্যসহায়তা ও আন্তর্জাতিক অর্থসাহায্য কমে যাওয়ায় সংকট আরও বাড়ছে। সব মিলিয়ে, রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত এই নতুন প্রস্তাব রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর দিকে একটি পদক্ষেপ হলেও বাস্তবিক সমাধানের পথ এখনও দীর্ঘ। মায়ানমারের ভেতর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি ছাড়া রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন সম্ভব নয়-এ কথাই ফের স্পষ্ট হয়ে গেল।

গৃহস্থালি

পছন্দের জামায় হেনা-দাগ? ঘরোয়া টোটকায় মিলবে নিখুঁত সমাধান

বিয়ের মরশুম এলেই সাজগোজের উৎসব শুরু হয়ে যায়। হাতভর্তি মেহেন্দি, চুলে কিংবা ত্বকে হেনা-সব মিলিয়ে উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে সবাই। কিন্তু এই সাজের মধ্যেই যদি পছন্দের জামায় লেগে যায় মেহেন্দির জেদি দাগ, তখন মনখারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। মেহেন্দির দাগ সাধারণত গাঢ় হয় এবং সহজে ওঠেও না। তবে কিছু সহজ ঘরোয়া উপায় মেনে চললে বাড়িতেই দূর করা যায় এই দাগ। মেহেন্দির দাগ তুলতে প্রথমেই কাজে আসে গরম দুধ। যে অংশে দাগটি লেগেছে সেখানে ভালোভাবে দুধ ঢেলে অন্তত আধঘণ্টা রেখে দিন। নির্দিষ্ট সময় পরে দুধটি তুলে সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে আলতো ঘষে কুললে দেখবেন দাগ প্রায় নেই বললেই চলে। গরম দুধ দাগ নরম করে দেয়, ফলে কেচে তুলতে সুবিধা হয়। বাড়িতে সহজেই পাওয়া যায় এমন আরেকটি উপাদান হল বেকিং সোডা। ২-৩ চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে ভিনিগার বা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এর ফলে তৈরি হবে ফেনা ওঠা একটি পেস্টের মতো মিশ্রণ। এবার জামার দাগের ওপর এই মিশ্রণ লাগিয়ে অন্তত কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করুন। সময় হলে পরিস্কার জল দিয়ে কুলে নিন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই মিশ্রণ লাগানোর পর মেহেন্দির দাগ পুরোপুরি মিলিয়ে যায়। এছাড়াও গরম জলের ব্যবহারেও মিলতে পারে দাগ তোলার সহজ সমাধান। দাগের অংশটি কিছুক্ষণ গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন। চাইলে পুরো জামাটিই কিছু মিনিট ফুটিয়ে নিতে পারেন। এতে ফাইবারের ভেতরে জমে থাকা দাগ আলগা হয়ে আসে এবং কলে তোলাও সহজ হয়। সাজের সৌন্দর্য বা।াতে হেনা লাগানো যেমন দারকারি, তেমনই জামার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাও জরুরি। তাই পরের বার মেহেন্দির দাগ লাগলে আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এই সহজ ঘরোয়া উপায়গুলো মেনে চললেই আপনার প্রিয় জামা আবার ফিরে পাবে আগের সেই উজ্জ্বল রূপ।

শুধু জল নয়, ফুলকপি পরিষ্কারে মানুন বিশেষ এই ঘরোয়া পদ্ধতি-শীতের সবজিতে লুকোনো পোকামাকড় দূর করবে মুহূর্তে

শীত প।তেই বাজারে রঙিন সবজির মেলা বসে যায়। বছরের অন্য সময়েও নানা সবজি পাওয়া গেলেও শীতের সবজির স্বাদ ও টাটকা গন্ধ আলাদা। তার মধ্যেই সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে ফুলকপি। রোজকার ঝালঝোলে তরকারি থেকে শুরু করে রোস্ট, দো-পেয়াজা, কোরমা বা কাটলেট-বাঙালির রান্নাঘরে শীতকালজুড়ে কমবেশি প্রতিদিনই জায়গা করে নেয় এই সবজি। কিন্তু ফুলকপি যতই প্রিয় হোক, রান্নার আগে তা পরিস্কার রাখা যে সবচেয়ে জরুরি, তা অনেকেই উপেক্ষা করে বসেন। বাইরে থেকে ফুলকপি দেখতে যতই ধবধবে হোক না কেন, এর গভীরে লুকিয়ে থাকতে পারে পোকা, ধুলো বা জীবাণু। শুধু সাধারণ জলেই ধুলেই যে পুরোটা পরিস্কার হয়ে যাবে-এ ধারণা ভুল। তাই শীতের এই মরশুমে ফুলকপি রান্নার আগে কীভাবে তা সম্পূর্ণ পরিস্কার করবেন, রইল সহজ কিন্তু কার্যকরী কিছু পদ্ধতি। শুরুতেই জানা দরকার, ফুলকপির গড়ন এমন যে তার ছোট ছোট অংশের ভিতরে অনেক সময়েই বসে থাকে পোকামাক।। আবার ক্ষেত থেকে তোলার পর ফুলকপির উপর জমে থাকা মাটির ক্ষুদ্র কণা বা ধুলো সরানোও সাধারণ জলে ধোয়ার মাধ্যমে কঠিন। ফলে রান্নার আগে ফুলকপি যতই তাজা দেখাক না কেন, তার ভিতরের অংশ পরিস্কার না করলে তা শরীরে সমস্যা তৈরি করতে পারে। তাই বাজার থেকে ফুলকপি এনে কেটে নেওয়ার আগে প্রথম ধাপ-একটু সময় নিয়ে তা বিশেষ উপায়ে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া। একটি বড় পাত্রে হালকা গরম জল নিন। জল যেন ফুটন্ত না হয়-মাঝারি গরম হলেই যথেষ্ট। এবার তাতে দিন ২ থেকে ৩ টেবিলচামচ নুন, আধা চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং ১ টেবিলচামচ ভিনিগার। এই তিনটি উপকরণই ফুলকপির জন্য প্রাকৃতিক জীবাণুনাশকের কাজ করে। নুন শুধু পোকামাকড় বার করতেই সাহায্য করে না, বরং ফুলকপির ভিতরে ঢুকে থাকা অদৃশ্য মাকড়সার ডিম বা ক্ষুদ্র কিটও নষ্ট করে। হলুদ গুঁড়োর অ্যান্টি সেপটিক গুণ ফুলকপির সঙ্গে লেগে থাকা ব্যাকটেরিয়া দূর করে। আর ভিনিগার তো বহুদিন ধরেই পরিচিত প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক-যা ফল-সবজির উপর থাকা রাসায়নিক থেকেও অনেকটা সুরক্ষা দেয়। গরম জলের মধ্যে এই উপকরণগুলি ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর ফুলকপিটি মাঝারি আকারে কেটে ওই জলে ডুবিয়ে দিন। অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। কয়েক মিনিট পরই দেখবেন জলের উপর ভেসে উঠছে ছোট ছোট পোকা, ময়লা বা জমে থাকা ধুলো। এই পদ্ধতি শুধু ফুলকপিকে পরিস্কার করে তোলে না, বরং রান্নার সময় অস্বস্তিকর পোকামাকড় বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও কমিয়ে দেয়। অনেক সময় হাতে সময় কম থাকলে ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে এই একই মিশ্রণে মাত্র ৫ মিনিট ফুলকপি ভিজিয়েও ভাল ফল পাওয়া যায়। জলে ডুবানোর পর হালকা হাতের চাপে ফুলকপির টুকরোগুলি নেড়ে নিলেই তার ভিতরে থাকা পোকা দ্রুত বেরিয়ে আসে। পরিস্কার হওয়ার পরে ফুলকপির টুকরোগুলো জল থেকে তুলে ভালোভাবে ছেঁকে নিন। একটি পরিস্কার কাপড় বা ছাঁকনিতে রেখে হাওয়ায় শুকিয়ে নিলেই তা রান্নার জন্য একদম প্রস্তুত। যদি সেই মুহূর্তে রান্না না করেন, তবে শুকনো অবস্থায় ফুলকপির টুকরোগুলি ফ্রিজে রেখে দিন। এতে ফুলকপি বেশি সময় সতেজ থাকবে। এই পদ্ধতি শুধু ফুলকপির ক্ষেত্রেই নয়, ব্রকোলি পরিস্কার করতেও কার্যকর। ব্রকোলির গায়ে তো আরও গভীরে পোকা লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা বেশি, তাই একই মিশ্রণে ব্রকোলিকে ভিজিয়ে রাখলে তা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয়। অতএব, শীতের সময়ে ফুলকপি যতই টাটকা ও আকর্ষণীয় দেখাক না কেন, রান্নার আগে সঠিকভাবে পরিস্কার করাটা অপরিহার্য। নুন, হলুদ আর ভিনিগার মেশানো গরম জলে ভিজিয়ে রাখার এই সহজ উপায়টি আপনার রান্নাকে করবে আরও স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত। শীতের বাজার থেকে এনে টাটকা ফুলকপি দিয়ে আজই এই পদ্ধতি একবার প্রয়োগ করে দেখুন-নিজেই দেখবেন কত সহজে পুরোটা পরিস্কার হয়ে গেল!

শীতে টাটকা সবজি পাবেন বাড়ির ছাদেই-মেথি থেকে গাজর

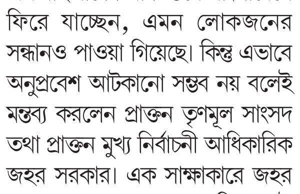

শীতকাল মানেই বাঙালির রান্নাঘরে রকমারি সবজির ছড়াছড়ি। বাজারে যখন টাটকা শাকসবজির বাহার, তখন নিজের ছাদবাগানে কয়েকটি সবজি ফলিয়ে ফেললে তার আনন্দই আলাদা। শীতের আবহাওয়া এমনিতেই সবজি চাষের জন্য উপযুক্ত-এই সময় সূর্যের তাপ কম থাকে, বাতাস শুষ্ক এবং মাটিও থাকে সঠিক আর্দ্রতায়। তাই খুব সহজেই বাড়ির ছাদে ফলাতে পারেন মেথি শাক, গাজরসহ আরও নানা সবজি। কীভাবে করবেন চাষ, রইল তারই সহজ পদ্ধতি। শুরু করা যাক মেথি দিয়ে। বাঙালির রোজকার রান্নাঘরে মেথি দানা যেন অপরিহার্য। এই মেথিই খুব কম পরিশ্রমে আপনি চাষ করতে পারেন ছাদের বাগানে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তরের গোরখপুরে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

গোরখপুর, ২১ নভেম্বর ঃ ২১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তরের জেনারেল ম্যানেজারের কনফারেন্স হলে, গোরখপুরে তিনটি বিভাগের কর্মী বিভাগ এবং ঊর্ধ্বতন কর্মী কর্মকর্তাদের সাথে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বোরওয়ানকরের সভাপতিত্বে, প্রধান বিভাগগুলির প্রধান এবং সদর দপ্তর এবং বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মী কর্মকর্তাদের সাথে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কর্মী কর্মকর্তা, শ্রী মনোজ কুমার একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে কর্মী বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন। সেশনের শেষে তার ভাষণে, মহাব্যবস্থাপক, শ্রী উদয় বোরওয়ানকর বলেন যে, সকল কর্মকর্তাকে তাদের বিভাগগুলিকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং সততার সাথে পরিচালনা করতে হবে। তাদের রেল কর্মীদের কাছ থেকে আসা যেকোনো সংস্কার এবং পরামর্শ অবিলম্বে সমাধান করা উচিত। সহানুভূতিশীল নিয়োগের মামলাগুলি সহানুভূতির সাথে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিবেচনা করা উচিত, যথাযথ এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আপনার কাছে আসা সমস্ত মামলার সময়মত এবং তাৎক্ষণিক সমাধান নিশ্চিত করা উচিত। পেনশন আদালতে মামলাগুলি সময়মতো বিবেচনা এবং নিষ্পত্তি করুন। তিনি নির্দেশ দেন যে সমস্ত অফিস এবং কর্মক্ষেত্র পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সুদ পরিদর্শকদের জন্য নির্ধারিত তারিখ এবং স্থানে সময়মতো পৌঁছানো, নির্ধারিত সময়ের জন্য অবস্থান করা এবং সময়মতো তাদের কাজ সম্পন্ন করা অপরিহার্য, যাতে কর্মীদের সমস্যাগুলি সময়মতো সমাধান করা যায়। তিনি প্রধান প্রধান চিকিৎসা পরিচালককে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা শিবির আয়োজনের পরামর্শও দেন।

বাইকপ্রেমীরা রাস্তায় নতুন এক আধিপত্যের অনুভূতি পাবেন

কলকাতা, ১৮ নভেম্বরঃ একটি শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্র্যান্ড, কোমাকি ইলেকট্রিক, বোল্ড ডিসাইন এবং উন্নত ইভি ইঞ্জিনিয়ারিং সহ রাইডিংকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য MX16 Pro লঞ্চ করেছে। রিইনফোর্সড মেটাল বডি ক্রুজার বাইকটি ১,৬৯,৯৯৯- টাকায় পাওয়া যাচ্ছে যা প্রতিটি রাইডে শক্তি এবং আরাম প্রদান করে রাস্তায় ব্যতিক্রমী নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করে। এটি অতুলনীয় স্থায়িত্ব, প্রভাব প্রতিরোধ এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতার প্রতীক, প্রতিটি রাইডে দৃঢ় এবং সুসংহত অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ডুয়াল টোন এবং জেট ব্ল্যাক দুটি রঙের ভেরিয়েন্টে উপলব্ধ, এটি ভিজ্যুয়াল আবেদনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, গাড়ির নান্দনিকতা বৃদ্ধি করে। বাজারে অন্যান্য ইলেকট্রিক ক্রুজার দামের

NAME CHANGE

I,NURNESHA (old name) W/O-ABDUL SALAM residing at VILL-AJIMGARH PO-SAMBALPUR TAL , PS-PUKHURIA DIST-MALDA PIN -732102 , do hereby declare that I have changed my name from, NURNESHA(old name)toNURNESHA BIBI (new name) and henceforth I shall be known as NURNESHA BIBI(new name) in all purpose ,videan affidavit ,sworn before the notary public at BERHAMPORE court on 21/11/2025.NURNESHA BIBI(new name) andNURNESHA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, HUMAYAN CHOUDHURY (old name) S/O-ABDUL HAI residing at VILL-BHAGABANPURPO-SAMSI , PS-RATUA DIST-MALDA PIN -732139 , do hereby declare that I have changed my name from, HUMAYAN CHOUDHURY (oldname)to HUMAYAN CHOWDHURY (new name) and henceforth I shall be known as HUMAYAN CHOWDHURY (newname) in all purpose ,vide an affidavit ,sworn before the notary public at Berhampore court on 21/11/2025.HUMAYAN CHOWDHURY (new name) and JUMAYAN CHOUDHURY (old name) both name are same and one identical person

NAME CHANGE

I BIDHAN BISWAS S/O NIROD BISWAS residing at Vill-Gangni, P.O.-Badkulla, P.S.-Taherpur, Nadia -741121, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BIDHAN CHANDRA BISWAS as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/11/2025. BIDHAN BISWAS and BIDHAN CHANDRA BISWAS both are same and identical person.

NAME CHANGE

I TANMOY DE S/O MALAY CHANDRA DE residing at H.N. Road, P.O.-Cooch Behar, P.S.-Kotwali, Cooch Behar -736101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TANMOY DEY as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/11/2025. TANMOY DE and TANMOY DEY both are same and identical person.

NAME CHANGE

I LATA BEGAM W/O AKHTAR KHAN residing at Vill-Mahisale, P.O.-Bahira, P.S.-Uluberia, Howrah -711316, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as LATA BEGAM KHAN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/11/2025. LATA BEGAM and LATA BEGAM KHAN both are same and identical person.

NAME CHANGE

I ABBAS ALI SK S/O SK ISMAIL residing at Vill-Hagadishour Bagui Para, P.O.-Jagadishpur, P.S.-Uluberia, Howrah -711315, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SEKH ABBAS ALI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/11/2025. ABBAS ALI SK and SEKH ABBAS ALI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I JAYANTI BENOY KRISHNA BALA W/O BENOY KRISHNA BALA residing at South Bankim Pally, P.O.& P.S.-Madhyamgram, North 24 Parganas -700129, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as JAYANTI BALA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/11/2025. JAYANTI BENOY KRISHNA BALA and JAYANTI BALA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I ARUNIMA SETH W/O TAMAGHNA BANERJEE residing at 57, Barui Para Lane, P.O.-Alambazar, P.S.-Baranagar, North 24 Parganas -700035, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ARUNIMA SETH BANERJEE as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/11/2025. ARUNIMA SETH and ARUNIMA SETH BANERJEE both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD MUSTAFIJUR RAHAMAN (Old Name) S/O ABDUL GAFFAR MANDAL Residing at Punisole Upardanga, P.S.-Onda, District - Bankura, Pin - 722101 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD MUSTAFIJUR RAHAMAN MANDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 16-10-2025. MOHAMMAD MUSTAFIJUR RAHAMAN (Old Name) and MD MUSTAFIJUR RAHAMAN MANDAL (New Name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD NASIRUDDIN (OLD NAME) S/O ABDUL BARI ,RESIDING AT, 7C , TILJALA LANE, P. O - BALLYGUNGE , KOLKATA - 700019 ,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NASIRUDDIN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE NOTARY AT KOLKATA DATE 21/11/25 , MD NASIRUDDIN(NEW NAME) AND MOHAMMAD NASIRUDDIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD OWAIS (OLD NAME) S/O MD NASIRUDDIN ,RESIDING AT, 7C , TILJALA LANE, P. O - BALLYGUNGE , KOLKATA - 700019 ,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD OWAIS (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE NOTARY AT KOLKATA DATE 21/11/25 , MD OWAIS (NEW NAME) AND MOHAMMAD OWAIS (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

NAME CHANGE

I, PARUL BALA DAS (OLD NAME) W/O SAILEN DAS ,RESIDING AT, HEMANTA SARANI SOUTH RABINDRA NAGAR , SOUTH DUMDUM (M) N. 24.PGS. 700065,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARUL DAS(NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE NOTARY AT KOLKATA DATE 21/11/25 , PARUL DAS (NEW NAME) AND PARUL BALA DAS (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

NAME CHANGE

I IRA DUTTA W/O Late GOPAL CHANDRA DUTTA residing at 152, Raja Rajendralal Mitra Road, Flat No-1B, Block-A, Ideal Apartment, P.O.& P.S.-Beliaghata, Kolkata - 700010, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as IRA HALDER DUTTA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 04/12/2023. IRA DUTTA and IRA HALDER DUTTA both are same and identical person

NAME CHANGE

I Ranjit Mitra son of Late Mrinal Kanti Mitra.Residing at Itna Banipur, Habra (m),North 24 Parganas ,West Bengal,have changed my name and shall henceforth be known as Ranajit Mitra as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Barasat court vide affidavit no. 3261 on 24/2/2020 Ranjit Mitra and Ranajit Mitra both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammed Huzaifa Khan S/o Masood Khan residing at 50, Mcleod Street, P.O. Circus Avenue P.S. Park Street, Kolkata-700017,W.B. do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Mohammed Masud Khan instead of Masood Khan and adress 50, Mcleod Street, P.O. Circus Avenue P.S. Park Street, Kolkata-700017 instead of 12/1/H/14, be M.M.Ali Road, Kolkata 700023 which is wrongly written in my Driving Licence bearing No. WB0920190010868 , vide an affidavit No. 30758 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 15/11/2025. Mohammed Masud Khan and Masood Khan both are same and one identical person.

বন্যপ্রাণ বাঁচাতে এবার গতি নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি, বন দফতরের বড় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ২১ নভেম্বর ঃ ডুয়ার্সে জঙ্গলপথে

এপার- ওপার করতে গেলেই নিরীহ বন্যপ্রাণীদের প্রাণ যাচ্ছে! পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েকদিনেই গরুমারা সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে উদ্ধার হয়েছে দু'টি হরিণ এবং একটি চিতাবাঘের নিথর দেহ। কিন্তু নিরীহ বন্যপ্রাণীদের এমন মৃত্যুর কারণ কী? বন দফতর কী জানাচ্ছে জানুন। জঙ্গলপথে তাড়াহুড়োই হয়ে উঠছে বহু নিরীহ বন্যপ্রাণের মৃত্যুর কারণ। গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া- এই অঞ্চলের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া সড়কপথে প্রতিদিনই গাড়ি যাতায়াত করে। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মতো ব্যস্ত রাস্তাও এর মধ্যেই পড়ে। এই দ্রুতগতির যানবাহনই বারবার হরিণ, লেপার্ডের মতো বন্যপ্রাণীর প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। বন দফতরের দাবি, এইসব মৃত্যুর মূল কারণ গাড়ির অতিরিক্ত গতি ও অসচেতনতা। এই পরিস্থিতি ঠেকাতে এবার সচেতনতা অভিযানে নেমেছে বন দফতর ও পরিবেশ সংস্থা। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়া সব সড়কে গাড়ির গতি ৩০ কিমির মধ্যে রাখতে হবে। জঙ্গলে রাস্তা দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে ৩০ কিমির মধ্যে গতি বাধ্যতামূলক। বন্যপ্রাণ বাঁচাতে সচেতনতা অভিযানে বন দফতর। এই অভিযানের অংশ হিসেবে গরুমারার বিভিন্ন চেকপোস্টে চালকদের হাতে বিশেষ স্টিকার তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্টিকারে লেখা, 'Slow Down, Save Wildlife'। এগুলি গাড়ির সামনে লাগিয়ে চালকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের সামান্য অসাবধানতা একটি প্রাণের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। নদফতরের এক আধিকারিক জানান, জঙ্গল শুধুই আমাদের পথ নয়, এটি হাজার প্রাণীর বাড়ি। গতি নিয়ন্ত্রণে রাখলে শুধু আপনার জীবনই নয়, বন্যপ্রাণীর জীবনও রক্ষা পাবে। পরিবেশ সংস্থাগুলির মতে, মানুষের এক মুহূর্তের তাড়াহুড়োয় বন্যপ্রাণীরা বারবার বলি হচ্ছে। তাই শুধুমাত্র প্রচার নয়, ভবিষ্যতে স্পিড মনিটরিং, সাইনেজ বৃদ্ধি এবং নজরদারি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। সব মিলিয়ে, বার্তাটি খুবই স্পষ্ট, গতি কমান, প্রাণ বাঁচান!

বেঙ্গল সাফারি পার্কের এনক্লোজার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ পর্যটকদের কাছে আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কের এনক্লোজার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এনক্লোজারের এলাকা ২০ হেক্টর থেকে বাড়িয়ে ৪০ হেক্টর করা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্য জু অথরিটির অনুমোদন মেলার পরে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত ২০ হেক্টর এলাকায় ফেন্সিং দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে চালু হওয়া এই সাফারি পার্কে বর্তমানে ১৪টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে।

লালবাঁধে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২১ নভেম্বর ঃ বাঁকুড়ায় উদ্ধার হল এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ। শুক্রবার সকাল ৭টা নাগাদ এক ব্যক্তি লালবাঁধের জলে ঝাঁপ দেন। তার পর বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর (সিভিল ডিফেন্স) এর কর্মীরা ওই দেহ উদ্ধার করেন। তবে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘটনার খবর পেতেই বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ লালবাঁধে জড়ো হয়। পুলিশ ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, এর আগে চলতি বছরের ১ মে ওই লালবাঁধ থেকেই একজনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। সে সময় ছিপ ও মাছ ধরার অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন এক যুবক।

নিরাপত্তার ঘেরাটোপ, কালনায় তল্লাশিতে নামল জিআরপি-আরপিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২১ নভেম্বর ঃ কয়েকদিন আগেই দিল্লির লালকেল্লার কাছে ঘটে গেছে ভয়াবহ

আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। সেই ঘটনার চাঞ্চল্য কাটতে না কাটতেই শ্রীনগরের একটি থানায় উদ্ধার করে রাখা বিস্ফোরক থেকেও ঘটে আরও একটি বিস্ফোরণ। পরপর দুটি ঘটনাতেই প্রাণ হারিয়েছেন একাধিক মানুষ। এই ধারাবাহিক বিস্ফোরণের জেরে কেন্দ্র জুড়ে বেড়েছে উদ্বেগ। আর তাই সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার আনুমানিক বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পূর্ব বর্ধমানের কালনা স্টেশন চত্বরে তল্লাশি অভিযান চালায় কালনা জিআরপি এবং আরপিএফ। স্টেশনে যাতায়াতকারী যাত্রীদের থামিয়ে যাচাই-বাছাই করা হয়। মানুষের পরিচয় যাচাই করার পাশাপাশি তাদের ব্যাগে কী কী সামগ্রী রয়েছে তাও আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করেন পুলিশ কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন কালনা জিআরপি থানার ওসি, তাঁর নেতৃত্বেই তল্লাশি অভিযান পরিচালিত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিল্লির বিস্ফোরণকাণ্ডের পর থেকেই এই ধরনের তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি।

বন্ধ গৌরাঙ্গ সেতু, দুই জেলার সংযোগস্থলে এখন বাঁশের সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২১ নভেম্বর ঃ বন্ধ হয়েছে গৌরাঙ্গ সেতু। ফলে নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত। পণ্য পরিবহন থেকে সাধারণ যাত্রী যাতায়াত, সব ক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে ভোগান্তির পরিবেশ। সেতু বন্ধ থাকায় নদীর দুই পাড়ের মানুষ বাধ্য হয়ে জলপথে নৌকায় যাতায়াত করছিলেন। বাস, ট্রাক সহ ভারী যানবাহনও অনেক সময় জলপথেই পারাপারের চেষ্টা করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় সাময়িক সমাধান হিসেবে ছাড়ি গঙ্গার উপর তৈরি করা হয়েছে ৩০০ মিটার দীর্ঘ বাঁশের সাঁকো। পূর্বস্থলী ও নবদ্বীপ থানার ইদ্রাকপুর গ্রামকে সংযুক্ত করতে এই সাঁকোটি নির্মাণ করা হয়েছে। সোমবার সকাল ৯ টা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সাঁকো চালু হবে। এটি চালু হলে নৌকা পারাপারের জন্য যাত্রীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হবে। পায়ে হেঁটে সহজেই নদীর দুই পাড়ে তথা ইদ্রাকপুর বা নবপল্লী ঘাটে পৌঁছে যাওয়া যাবে। পূর্বস্থলী রেল স্টেশন থেকে নবপল্লী ঘাটের দূরত্ব প্রায় ৩০০ মিটার এবং দক্ষিণ রেল ফটক থেকে মাত্র ১০০ মিটার হওয়ায় যাতায়াত তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। তবে সাঁকো ব্যবহারের জন্য যাত্রীদের ঘাট মালিককে নির্দিষ্ট ভাড়া দিতে হবে। সোমবার থেকে এই ঘাটে নৌকা

চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হবে। প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, এই বাঁশের সাঁকো সাময়িক হলেও দুই জেলার সংযোগ রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। গৌরাঙ্গ সেতু পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত দুই পাড়ের হাজারও মানুষকে দৈনন্দিন যাতায়াত ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই সাঁকোর উপরেই নির্ভর করতে হবে।

রঘুনাথগঞ্জের নেই কোনও অবৈধ বাংলাদেশি ভোটার, স্পষ্ট জবাব আখরুজ্জামানের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২১ নভেম্বর ঃ সম্প্রতি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই ভারতের অবৈধভাবে প্রবেশকারী বাংলাদেশিরা ফিরে যাচ্ছেন নিজেদের দেশে। উত্তর ২৪ পরগনার হাকিমপুর বর্ডারে প্রতিদিন প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বাংলাদেশিকে সীমান্ত পারাপার করার সুযোগ করে দিচ্ছেন বিএসএফ। সূত্রের খবর, এদের মধ্যে কেউ দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে, কেউ আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে এসে আবার কেউ বা চিকিৎসা করানোর উদ্দেশ্যে ভারতে এসে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন। অবাক করার মত বিষয় এরা নিজেদের ভোটার আইডিও তৈরি করে নিয়েছেন। এমনকি বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতে ভোট প্রদান করছেন। শুধু তাই নয়, রেশন থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভান্ডার সবকিছুরই সুবিধা নিয়েছেন এই অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী বাংলাদেশিরা। কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় নিজেদের উপর আইনি কার্যকলাপ শুরু হওয়ার ভয়ে এরা তড়িঘড়ি এখানকার বাড়িঘর ছেড়ে নিজেদের দেশে পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই হাকিমপুর সীমান্তের ক্যাম্পে এখন শ'য়ে শ'য়ে বাংলাদেশির আস্তানা। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান বলেন, 'মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ এলাকা একেবারেই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এখানে এমন অনেক জায়গায় রয়েছে যেখানে কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত নেই। কিন্তু এখানে বিএসএফ এতই ভালো কাজ করছে যে, কোনওভাবেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা এখানে প্রবেশ করার সুযোগ পান না।' তিনি বলেন, 'রঘুনাথগঞ্জ ব্লকে একজনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ভোটার নেই।' পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী বৈধ একজন ভোটারকেও যদি বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে হয়রানি করা হয়, তাহলে তৃণমূল সরকার তার পাশে থাকবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'বিএসএফ সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। যে অঞ্চলে এই ধরনের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে সেই অঞ্চলে নিশ্চয়ই বিএসএফ- এর কাজে গাফিলতি ছিল।' তবে তিনি বারংবার জোর দিয়ে বলেন ,' আমার এলাকায় এখনও কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা যায়নি। তবে অবৈধভাবে প্রবেশকারী কোনও বাংলাদেশিকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে প্রশাসন তার ব্যবস্থা নিক, আমরা তাদের সাথে আছি।' কিন্তু অযথা এখানকার স্থানীয় মানুষকে হয়রানি করা চলবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন তিনি।

উত্তরবঙ্গ থেকে দিঘা রুটে বাসের সংখ্যা দ্বিগুণ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ থেকে দিঘা রুটে যাতায়াত আরও সহজ হতে চলেছে। বাড়ছে দিঘাগামী বাসের সংখ্যা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম (NBSTC) সূত্রের খবর, পরিবহন অনুমোদন অনুযায়ী আরও ছ'টি নতুন ভলভো বাস এই রুটে নামানো হবে। ফলে বর্তমানে যে বাস চলাচল করছে, তার সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে ১২ হবে বলে জানিয়েছে নিগম। নিগমের ম্যানেজার ডিরেক্টর দীপঙ্কর জানান, আগে প্রতিটি বাসে চেয়ার সিট ছিল, এবার নতুনভাবে ভলভো প্রিমিয়াম স্লিপার সিট যুক্ত করা হয়েছে। যাত্রীদের চাহিদা লক্ষ করেই এই সিদ্ধান্ত। তাঁর দাবি, যাত্রী বেড়ে যাওয়ায় আমরা এই রুটে বাসের সংখ্যা আরও বাড়াতে পারব। উত্তরবঙ্গ থেকে দিঘা যাওয়া যাত্রীদের সুবিধার্থে NBSTC গত মে মাস থেকেই এই পরিষেবা চালু করেছে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও রায়গঞ্জ থেকে বাস ছাড়ে। নিগম কর্তৃপক্ষের মতে, এই নতুন স্লিপার বাস চললে যাত্রাপথ আরও আরামদায়ক হবে এবং যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। পরিবহন দপ্তর ও নিগমের কর্মকর্তাদের ধারনা, উৎসবের সময় এবং পর্যটন মরশুমে দিঘা রুটে যাত্রীদের চাপ অনেকটাই বাড়ে। ফলে বাড়তি বাস পরিষেবা চালু হলে যাত্রীদের টিকিটের চাহিদা মেটানো আরও সহজ হবে। ফলে আগামী দিনে উত্তরবঙ্গ-দিঘা সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছেন তারা। পাহাড়ের সঙ্গে সমুদ্রের একসঙ্গে ভ্রমণের আকর্ষণ বাড়তে থাকায় উত্তরবঙ্গ- দিঘা রুটটি ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উত্তরবঙ্গবাসীর দিঘা দর্শন আরও সহজ করতে অতিরিক্ত এই বাস পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা পরিবহন দপ্তরের।

শৌচাগার-পানীয়জল-প্রতীক্ষালয় সবেতেই ঘাটতি! সমস্যায় জর্জরিত পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২১ নভেম্বর ঃ বীরভূমের অন্যতম পীঠস্থান বক্রেশ্বর। শীতের মরশুম এলেই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী-পর্যটকে ভরে ওঠে এলাকা। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতি বছর লক্ষাধিক ভক্তের ভিড়

দেখা যায় এখানে। কিন্তু এমন জনপ্রিয় তীর্থস্থানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। শৌচাগারের অপর্যাপ্ততা, পানীয় জলের অভাব, প্রতীক্ষালয়ের অনুপস্থিতি সব মিলিয়ে চরম সমস্যায় পড়ছেন আগত পর্যটকেরা। মন্দির চত্বরে নেই কোনও শৌচালয়ের ব্যবস্থা। সেবায়েতদের অভিযোগ, বক্রেশ্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে থাকা চারটি সুলভ শৌচালয়ের দু'টি পুরুষ ও দু'টি মহিলাদের জন্য হলেও সেগুলোর বেশির ভাগ সময় তালাবন্ধ থাকে। এতে গভীর রাতে বা ভোরে পৌঁছানো পর্যটকেরা সমস্যায় পড়েন সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় সেবায়েত উন্নয়ন সমিতির সদস্য দেবনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, রাত দু'টো-তিনটে থেকেই ট্যুরিস্ট গাড়ি পৌঁছতে শুরু করে। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডে পর্যাপ্ত শৌচাগার নেই। মহিলাদের পরিস্থিতি তো আরও সঙ্গীন। উষ্ণ প্রস্রবণ চত্বরে শৌচাগার থাকলেও সেটি ব্যবহার করতে হলে প্রথমে ১০ টাকার টিকিট কেটে, পরে শৌচাগারের জন্য আরও ৫ টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ শৌচকর্মের জন্য একজন মানুষের মোট ১৫ টাকা খরচ করতে হচ্ছে, যা অনেক পর্যটকের কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও ব্যয়সাপেক্ষ। শৌচাগারই নয়, বক্রেশ্বর বাসস্ট্যান্ডে নেই কোনও সরকারি প্রতীক্ষালয়। বৃষ্টি বা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে যাত্রীদের। কোনও দোকানে বসার জায়গা পাওয়া যায় না। পাশাপাশি, পানীয় জলেরও নেই স্থায়ী ব্যবস্থা। ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাগুলো প্রকটভাবে চোখে পড়ছে বলে জানান সেবায়েতরা। আর এইসব সমস্যার সমাধান না হলে বক্রেশ্বরের উন্নয়ন অসম্ভব বলেও মনে করছেন অনেকেই।

আলু চাষে বিপুল চাহিদা! সার ভর্তি ট্রেন আসছে চন্দ্রকোনায়

অশোক দাস, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ নভেম্বর ঃ আলু চাষে এত সার প্রয়োজন হয়, যে সারের ঘাটতি মেটাতে মালগাড়িতে করে আনতে হয় সার। শীতের শুরু মানেই মাঠে ব্যস্ততার ঋতু। কৃষিজমিতে তখন জমির মাটি তৈরির কাজ জোরকদমে চলে। কারণ শুরু হয়েছে আলু চাষের মরশুম। জমি চাষের আগে মাটির উর্বরতা বাড়াতে কৃষকেরা ব্যবহার করেন নানান ধরনের রাসায়নিক ও জৈব সার। কিন্তু প্রশ্ন হল এই বিপুল পরিমাণ সার কোথায় তৈরি হয় বা কোথা থেকে আসে? সেই উত্তর লুকিয়ে আছে শীতের সকালেই দেখা পাওয়া ট্রাকের লম্বা লাইনে। আসলে এই সার স্থানীয়ভাবে তৈরি হয় না। বরং আসে দূর দূরান্ত থেকে মালগাড়িতে করে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র চন্দ্রকোনা রোড রেল স্টেশন। এখানেই এসে থামে বিশাল মালবাহী ট্রেন, ভর্তি থাকে DAP, MOP, ইউরিয়া-সহ নানান রাসায়নিক সার। ট্রেন যখন স্টেশনে ঢোকে, তখনই শুরু হয় শ্রমিকদের দৌড়ঝাঁপ। প্রতিটি বগি থেকে সার খালি করার নির্দিষ্ট স্থানকে বলা হয় র‍্যাক পয়েন্ট। র‍্যাক পয়েন্টে বস্তা নামানোর কাজ চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকগুলিতে দ্রুত ভরে তোলা হয় সার। তারপর সেই ট্রাক ছুটে যায় জেলার বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার দোকানে। কৃষকরা সেখান থেকেই সংগ্রহ করেন প্রয়োজনীয় সার। এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ট্রেন, ট্রাক, দোকান এই তিন ধাপের মাধ্যমেই কৃষকের হাতে পৌঁছে যায় প্রতিটি সারের বস্তা। বিশেষজ্ঞদের মতে আলু চাষে প্রচুর পরিমাণে পটাশ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের প্রয়োজন হয়। স্থানীয় বাজারে হঠাৎ এত চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাই মালবাহী ট্রেনে সার আনা ছাড়া বিকল্প নেই।

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN

Notice Inviting e-Tender/NIT No. 244/ NAB-II/2025, Dated-20/11/2025

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the 2(Two)nos. different works under Fund: 15 th FC. Last date of submission of Bid on **17/12/2025 up to 10.00 Am.** Date of opening of tender (online): **19/12/2025 at 02.00 Pm.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

Office of the Pradhan
BELA GRAM PANCHAYAT
At+P.O.:-Shyamnagar, PS-Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723143

NOTICE INVITING e-TENDER
No:-05/2025-26/B.G.P.

The separate tenders are invited by the undersigned for the work mentioned in the table below through electronic tendering for total 2(Two) nos works. Last date of submission of bid(online) on **28/11/2025 at 04.00 P.M.** Bid opening date **01/12/2025 at 11:00 A.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Bela Gram Panchayat

Tender has invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for **Construction of PCC ROADS LIGHT, NIT No. 15/PUR/BDO/ 2025-26 Dt.-17.11.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_951787_1 to 19**. Last date for submission of Tender: **17/12/25 up to 11.00 A.M. & NIT NO. 16/PUR/EO/ 2025-26 Dt-19.11.2025, Tender ID No 2025_ZPHD_954062_1 to 29. Last dates for submission of Tender: 17/12/25 up to 11.00 A.M. wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

NOTICE OF INVITING e-TENDER

Applications are invited from bonafied contractors/agencies vide e-Tender bearing no. 594, 595, 596, 597/AGP/TN/2025 on dated 20.11.2025 under APAS¡ú The Last date for submission of Bids for e-Tender is 17.12.2025 (upto specified time in portal) The opening schedule for e-tender has been fixed on **19.12.2025**. For more details visit :-**https://wbtenders.gov.in.**

Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

Office of the Pradhan
BELA GRAM PANCHAYAT
At+P.O.:-Shyamnagar, PS-Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723143

NOTICE INVITING e-TENDER
No:-04/2025-26/B.G.P.

The separate tenders are invited by the undersigned for the work mentioned in the table below through electronic tendering for total 13(Thirteen) nos works. Last date of submission of bid(online) on **28/11/2025 at 04.00 P.M.** Bid opening date **01/12/2025 at 11:00 A.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Bela Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/APAS/044(e)/ 2025-26 Dated: 31/10/2025

Tender ID no.- 1. 2025_MAD_935569_1 (SL-01). 2. 2025_MAD_935569_2 (SL-02). 3. 2025_MAD_935569_3 (SL-03). 4. 2025_MAD_935569_4 (SL-04). 5. 2025_MAD_935569_5 (SL-05). 6. 2025_MAD_935569_6 (SL-06). 7. 2025_MAD_935569_7 (SL-07). 8. 2025_MAD_935569_8 (SL-08). The bid Submission Closing date is hereby extended up to **18-12-2025** in place of **18-11-2025.**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-kotrung Municipality

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ ১) আসদিল মণ্ডল ২) খোষদিল মণ্ডল উভয় পিতা- মরহুম নেফাজ মণ্ডল সাকিম ও পোঃ- বাঁন্দখালা থানা- নলহাটি জেলা- বীরভূম প ঃবঃ, বীরভূম জেলার নলহাটি থানার অধীন ১৩৫ নং জে. এল. ভুক্ত শীতলগ্রাম মৌজার এল.আর, খতিয়ান ৬৩০ এল আর দাগ নং- ৯০১, মোট পরিমান ৫৫ শতক মধ্যে ১৮.৫ (আঠারো দশমিক পাঁচ) শতক (দোয়েম), সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করিবার জন্য তাহাদের ভ্রাতা একদিল মণ্ডল পিতা- মরহুম নেফাজ মণ্ডল সাকিম ও পোঃ-বাঁন্দখালা থানা- নলহাটি জেলা- বীরভূম প ঃবঃ, কে বিগত ইং ১৮।০১।২০০৮ তারিখ এ এডিশন্যাল ডিসট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, নলহাটি, বীরভূম এর নিকট IV-007/ 2008 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও বিক্রয় করিবার নিমিত্তে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহা আইন মতে সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে উপযুক্ত কারণ সহ জানাইবেন। অন্যথায় যথাযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

IDENTIFIED BY
SAMSUL ALAM Advocate
Rampurhat Court
W.B. 1411/78
Mob: 926195169

OFFICE OF THE GOCHHATI GRAM PANCHAYAT
GOCHHATI:SONAKHALI: DASPUR

NOTICE INVITING E–TENDER

The separate tenders are invited by the undersigned for the 4(Four)Nos. similar works. Source of Fund: 15th C.F.C (25-26). Last Date of downloading of documents (online) **14-12-2025 till 5.00 P.M**. Opening date of Technical & Financial Bid (online) **20-12-2025 from 3.00 P.M** onwards. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Gochhati Gram Panchayat

নিউ গুয়াহাটি, বরাহু এবং হইবরগাঁওয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিনি. ডিইই/ এলএমজি/৩২ অব ২০২৫-২৬, তারিখঃ ২০-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/ ২৫-২৬/২৫, **কাজের নামঃ** (১) নিউ গুয়াহাটিতেঃ অ্যাপ্রোচ রোড, ড্রেনেজ সিস্টেম, লেবার শেড, মডুলার ফার্নিচার, পানীয় জলের সুবিধা, সিসিটিভির ব্যবস্থা উন্নয়ন করা (বৈদ্যুতিক অংশ)। (২) বরাহুতেঃ লামডিং ডিভিশনের অধীনে গুড্স অফিস, মার্চেন্ট রুম/লেবার রুম, গুড্স অফিস/মডুলার ফার্নিচারের সাথে পানীয় জলের সুবিধা, সিসিটিভি ইত্যাদির ব্যবস্থা (বৈদ্যুতিক অংশ)। (৩) হইবরগাঁওয়েঃ লামডিং ডিভিশনের অধীনে গুড্স চার্কুলেটিং এলাকা, গুড্স অফিস, হাই মাস্ট টাওয়ার, মার্চেন্ট রুম/ লেবার রুম, গুড্স অফিস/মডুলার ফার্নিচার উন্নয়নর সাথে পানীয় জল ব্যবস্থা (বৈদ্যুতিক অংশ)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯৭,০২,১০৬.৭১ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,৯৪,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১১:০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১১:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১১-২০২৫ তারিখের ১১:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(চন্ডীতলা-২ নং ব্লকের অধীন)
গ্রাম ও পোঃ-বেগমপুর, জেলা-হুগলী (প: বঃ)

TENDER NOTICE No. BEG/536/2025 AND BEG/537/25 DT-21.11.2025 e-Tenders are invited from reputed and eligible bidders for civil works under Begampur GP area, Chanditala-2dev Block, Hooghly. For details login to https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Begampur Gram Panchayet

এসএমই সেন্টার, বিধান নগর (১৫৭৪৫)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪তলা), ১ /১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪, ইমেল- sbi.15745@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [নিয়ম ৪(১)] প্রতিস্থাপন বিজ্ঞপ্তি (স্টক বন্ধক রাখার জন্য অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No .: 11350434630 (CC)

নিম্নস্বাক্ষরকারী,
বিধাননগর SMECC-এর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৩ নং) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ নং নিয়মের সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ১৬.০৭.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স অপ্সরা, প্রোপঃ মিঃ হেমন্ত সেন, পুত্র প্রয়াত নরেশ চন্দ্র সেন , গোয়ালবাজার মেইন গেট, অশোকনগর, থানা- অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২২২, আহ্বান জানিয়ে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন। নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৫,৩৪,৮০১ /- টাকা (পাঁচ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশো এক টাকা মাত্র), এবং নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ এবং খরচ পরিশোধ করতে হবে। ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধির ৪(১) অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, **২০২৫ সালের ১৮ নভেম্বর,** বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নে উল্লিখিত স্টকগুলির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং স্টকগুলির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ৫,৩৪,৮০১ /- (পাঁচ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশ এক টাকা মাত্র)** পরিমাণের চার্জ ধার্য করা হবে, যার মধ্যে আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ এবং চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পত্তি খালাসের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

ই / পি নং ৯২৭ / এ/ ১, হোল্ডিং নং ১৬ / ২৮ / ২২০, ওয়ার্ড নং ১৬ মৌজা - শেরপুর, জে.এল. নং ৭১, জিপি - পৃথিবা, থানা - হাবড়া জেলার হাবড়া - উত্তর ২৪ পরগনা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস - হাবড়া, অশোকনগর, কল্যাণগড় পৌরসভার অধীনে জুলাই ১৯৯৬ তারিখের দলিল নং ১/ ২১৮ অনুসারে শ্রীমতি রেখা সেনের নামে, জমির পরিমাণ ১ কোটা ১৩ চিটিক কমবেশি।
বাঁটবদ্ধ এবং সীমানাবদ্ধঃ - উত্তরে- প্লট নং ৯২৭ দক্ষিণে- প্লট নং ৯২৮ পূর্বে-পশ্চিমে রাস্তা-প্লট নং ৯২৬

তারিখ- ১৮।১১।২০২৫
স্থান- বিধাননগর

অথোরাইজড অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/104/25-26
Name of the work: **Converting C/C Road to Paver Block at Ramlal Bazar Road in Ward No. 106.** Estimated Cost: ₹ **2,76,614.40.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **40 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/106/25-26
Name of the work: **Converting C/C Road to Paver Block at Pr. No. 16/3 R. K. Das Road in Ward No. 106.** Estimated Cost: ₹ **2,22,620.41.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/108/25-26
Name of the work: **Convert of C/C Road to Paver Block at Sukanta Sarani, M.G. Road adjacent areas in Ward No. 106.** Estimated Cost: ₹ **4,89,723.37.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **40 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/96/25-26
Name of the work: **Repairing of black top road near 132 & 220 Rajdanga School Road and surrounding areas in Ward No. 107.** Estimated Cost: ₹ **2,19,993.27.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/25/25-26
Name of the work: **Renovation of roads and other ancillary works near 21, E-Block East etc. in Ward No. 101.** Estimated Cost: ₹ **4,97,951.42.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/26/25-26
Name of the work: **Renovation of roads and other ancillary works near 63, E-Block East etc. in Ward No. 101.** Estimated Cost: ₹ **1,62,280.01.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/113/25-26
Name of the work: **Repairing of hotmix road at 9 Jogendra Garden Area & other adjacent places in Ward No. 107.** Estimated Cost: ₹ **2,12,264.94.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **75 Days.**

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/127/25-26
Name of the work: **Repairing of hotmix near Sahamat Park and adjacent places in Ward No. 107.** Estimated Cost: ₹ **3,61,080.81.** Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **75 Days.**

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/63/25-26
Name of the work: **Renovation of C.C. Road at Booth No. 184, Kamarpara etc. in Ward No. 102.** Estimated Cost: ₹ **4,99,924.73.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(10) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/102/25-26
Name of the work: **Improvement of road by paver block at Pr. No. 54 K.P. 3rd Lane in Ward No. 106.** Estimated Cost: ₹ **1,42,157.67.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(11) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/93/25-26
Name of the work: **Renovation of cement concrete road near 1109 Naskarhat Dakshinpara and surrounding places in Ward No. 107.** Estimated Cost: ₹ **2,99,116.75.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(12) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/109/086/25-26
Name of the work: **Maintenance of road by laying of hot mix on existing B/Top Road inside the New Garia Hsg. Co-op. Area in Ward No. 109.** Estimated Cost: ₹ **2,10,561.42.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **135 Days.**

(13) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/102/65/25-26
Name of the work: **Renovation of road at 188 Booth surrounding area in Ward No. 102.** Estimated Cost: ₹ **4,99,858.38.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(14) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/105/46/25-26
Name of the work: **Renovation of B/T Road including road side fencing near Pr. No. 1, 2 etc. P.N. Kundu Lane in Ward No. 105.** Estimated Cost: ₹ **3,97,096.31.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(15) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/103/25-26
Name of the work: **Converting cement concrete road to paver block at Pr. No. 12 K.P. 5th Lane in Ward No. 106.** Estimated Cost: ₹ **4,65,181.62.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(16) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/106/111/25-26
Name of the work: **Improvement of road by laying of interlocking paver block near Pr. No. 23, 152 B.M Road & surrounding areas in Ward No. 106.** Estimated Cost: ₹ **4,10,207.69.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **50 Days.** Last date and time of submission of Bid: **13.12.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 16).** Date and time of opening of Bid: **15.12.2025 - 1 p.m. (for Sl. No. 1 to 16).** The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 16).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 16).**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/119/30/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Cover slab & maintenance of box drain at different places of 93/3, 95, 91/2 etc. Roy Bahadur Road Bye Lane surrounding area in Ward No. 119.** Work Value: ₹ **4,35,985.57.** Earnest Money: ₹ **8,800.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/119/24/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of C.C Road at different places 153/B, D. H. Road Bye Lane surrounding area in Ward No. 119.** Work Value: ₹ **4,06,324.82.** Earnest Money: ₹ **8,200.00.** Period of Completion: **25 Days.**

(3) NIT No. : KMC/XIII/119/32/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of U/G sewer & replacement of C. P, M. H at different places of 15, 65 etc. Roy Bahadur Road and D. H. Road Bye Lane surrounding area in Ward No. 119.** Work Value: ₹ **2,04,540.10.** Earnest Money: ₹ **4,100.00.** Period of Completion: **25 Days.**

(4) NIT No. : KMC/XIII/119/33/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of C.C Road at different places of 27/B, Roy Bahadur Road and 161/1, N D. H Road Bye Lane surrounding area in Ward No. 119.** Work Value: ₹ **2,28,477.22.** Earnest Money: ₹ **4,600.00.** Period of Completion: **25 Days.**

(5) NIT No. : KMC/XIII/119/29/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of U/G sewer at 105, 103, etc. Roy Bahadur Road Bye Lane in Ward No. 119.** Work Value: ₹ **4,92,801.26.** Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **25 Days.** Last Date & Time of submission of bid: **15.12.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on: **17.12.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 5).**

(6) NIT No. : KMC/XIII/122/77/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of road by laying hotmix at Bye Lane of M. G. Road near Pr. No. 130, 151/2, 2315 etc. in Ward No. 122.** Work Value: ₹ **4,91,286.63.** Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(7) NIT No. : KMC/XIII/122/52/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of road by laying hotmix at R.R.R Bye Lane (Dinesh Tea Stall) near Pr. No. 64/1 in Ward No. 122.** Work Value: ₹ **1,80,134.94.** Earnest Money: ₹ **3,700.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(8) NIT No. : KMC/XIII/122/80/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of road with C.C. pavement works at Bye Lane of R. R. Roy Road bye near Pr. No. 78, 78/5 etc. in Ward No. 122.** Work Value: ₹ **1,77,132.19.** Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(9) NIT No. : KMC/XIII/122/53/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of road by laying hotmix at R.R.R. Bye Lane (KMC School Golli) near Pr. No. 68/2 in Ward No. 122.** Work Value: ₹ **1,92,425.63.** Earnest Money: ₹ **3,900.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(10) NIT No. : KMC/XIII/122/55/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of road by laying hotmix at R. R. R. Bye Lane near Pr. No.-64/5 etc. and surrounding area in Ward No. 122.** Work Value: ₹ **2,57,153.31.** Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(11) NIT No. : KMC/XIII/122/62/25-26/APAS (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of C.C. pavement road and raising of CP and MH/IP at 1 No. Subhas Park near Pr. No. 37 and surrounding area in Ward No. 122.** Work Value: ₹ **4,97,126.24.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date & Time of submission of bid: **16.12.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 6 to 11).** Tender will be opened on: **18.12.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 6 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 11).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 11).**

1463/25-26

হতাশা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার গুরপ্রীতের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বরঃ বর্তমানে খুব একটা ভালো পরিস্থিতিতে নেই ভারতীয় ফুটবল। একদিকে যেমন দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ আয়োজনকে ঘিরে দেখা দিয়েছে ব্যাপক জটিলতা অন্যদিকে ঠিক তেমন ভাবেই হতশ্রী পারফরম্যান্স করে চলেছে জাতীয় দল। আগেই এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায় থেকে ছিটকে গিয়েছিল ব্লু-টাইগার্স। যেটা নিঃসন্দেহে বিরাট বড় ধাক্কা। তবুও নিয়মরক্ষার ম্যাচ গুলিতে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হচ্ছে না। বহু পরিকল্পনা নিয়ে দল সাজালেও বারংবার ধাক্কা খেতে হচ্ছে খালিদ জামিলকে। গত কয়েকদিন আগেই দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল ভারতীয় ফুটবল দল। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে একটি গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচে পরাজিত হতে হয় সন্দেশ ঝিঙ্গানদের। এমন

লজ্জাজনক পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে প্রশ্ন তুলেছে সর্বত্র। তৎকালীন কোচ মানোলো মার্কেজের পর এবার খালিদ জামিলের ভূমিকা নিয়ে ও সংশয় প্রকাশ করতে শুরু করেছেন অনেকে। বিশেষ করে বাংলাদেশের কাছে গোল হজম করে শেষ পর্যন্ত পরাজয় যেন কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয় কারুর পক্ষেই। উল্লেখ্য, সেই ম্যাচের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের মধ্যেই নিজেদের ভুল বোঝাবুঝির মাশুল গুনতে হয়েছিল ভারতকে। এমন গোল হজম মেনে নিতে পারছেন না গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। অবশেষে নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই ম্যাচ সম্পর্কিত একটি ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, ‘ভারতীয় ফুটবল দলের এখন যে যাত্রা, পথই হোক না কেন, তা আমাদের কারণেই এবং এটি পরিবর্তন করার দায়িত্ব আমাদের। একটি দল হিসেবে, আমরা নিজেদের কাছ থেকে আরও বেশি আশা করি, এবং আমি আমার কাছ থেকে আরও বেশি আশা করি। এই ধরনের ফলাফল কষ্টদায়ক, কিন্তু এগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় কেন আমরা এই খেলাটি খেলি এবং শেখার জন্য আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসি।’ আগামী ৩১ শে মার্চ হংকংয়ের বিরুদ্ধে এই টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে ভারতীয় ফুটবল দল। এখন এই ম্যাচে আদৌও জয় আসে কিনা সেটাই দেখার।

বাজবলের থোঁতা মুখ ভোঁতা করলেন স্টার্ক! ঝুলিতে ৭ উইকেট

সংবাদ সংস্থা, পার্থ, ২১ নভেম্বরঃ বাজবল নিয়ে রব উঠেছিল অনেক। পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পয়লা দিনেই তা পালটাল ‘গেল গেল রবে’! ইংল্যান্ডের ট্রেডমার্ক আক্রমণাত্মক রণকৌশলের থোঁতা মুখ ভোঁতা করলেন মিচেল স্টার্ক। ইনিংসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণের মূল স্তম্ভ। প্রথম দিনে একাই নিলেন ৭ কটাক্ষের পর সেই তকমা ঝেড়ে ফেলতে পারেননি রুট। ইন-সুইং-এ পুরোপুরি পরাস্ত হন। অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ব্যর্থতার পরিসংখ্যান আরও বাড়ল-এ দেশে ইংরেজ ব্যাটারের গড় মাত্র ৩৪.৩০। মিডল অর্ডারে নেমে হ্যারি ব্রুক অর্ধশতরান হাঁকিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেছিলেন, সঙ্গে ওলি পোপ ও জেমি স্মিথও

উইকেট, আর ইংল্যান্ড গুটিয়ে গেল মাত্র ১৭২ রানে-মাত্র ৩২.৫ ওভারে! টস জিতে ইংরেজ বাহিনী ব্যাটিং নিতে চেয়েছিল শুরুতেই, ব্যাট হাতে আধিপত্য দেখাতে। এমনিতেই বাজবলের দর্শন মেনে ইংল্যান্ড চায় চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে। কিন্তু বল বাইশ গজে বাউন্স খেতে দ্রুতই বোঝা গেল স্টার্কের সামনে কোনও পরিকল্পনাই কাজে লাগছে না। প্রথম ওভারে জাক ক্রলি শূন্য রানে ফিরে গেলে ইংল্যান্ডের পতন শুরু। লেন্থ বল বাইরে বেরোচ্ছিল-ক্রলির ব্যাটের কানায় লেগে বল চলে যায় উসমান খোয়াজার হাতে। এরপর ২১ রানে বেন ডাকেট এলবিডব্লিউ, ৩৩ রানের জুটি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের টপ অর্ডারের ভিত নড়ে যায়। স্টার্কের বল নতুন অবস্থায় যত দেরি সুইং করছিল, ইংল্যান্ড ব্যাটাররা তত বেশি করে অস্বস্তিতে পড়ছিলেন। জো রুটকে শূন্য রানে ফেরানোর সুবাদে আসে সবচেয়ে বড় আঘাত। ‘অ্যাভারেজ জো’-অস্ট্রেলিয়ার এক ট্যাবলয়েডের তিরিশের ঘরে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু ঠিক তখনই ব্যাটিং লাইন আপ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল, সবচেয়ে বাজে কায়দায়! শেষ পাঁচ উইকেট পড়ল মাত্র ১২ রানে-পুরো ব্যাটিং লাইন-আপ বিধ্বস্ত, চরম ব্যর্থ। প্যাট কামিন্স ও জশ হেজেলউড না থাকায় স্টার্কের দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। সেই চাপ তিনি সামলালেন অভিজ্ঞতার জোরে। শুধু প্রথম সেশনে ১২ ওভার বল করে নিলেন ৫ উইকেট। পরে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭-এ (৭৫৮)। অপ্টাস স্টেডিয়ামের পিচে গতি ও বাউন্স ছিল যথেষ্ট। স্টার্ক সেই সব সুবিধা কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের ক্রমাগত চাপে রেখেছিলেন। বলের লাইন-লেংথ এতটাই ধারাবাহিক ছিল, যে কোনও পর্যায়েই ইংল্যান্ড আক্রমণাত্মক হওয়ার পথ খুঁজে পায়নি। প্রথম দিন শেষে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়া। আমূল কিছু না বদলালে বাজবলের টোটকা যে মোটেও সুবিধে করতে পারবে না-এটা স্পষ্ট করে দিল মিচেল স্টার্কের আগুনে স্পেল।

আগ্রাসনেও ভারসাম্য রাখতে চান ঋষভ!

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বরঃ শেষ পর্যন্ত চোট নিয়ে ছিটকেই গেলেন শুভমন গিল। তাঁর বদলে ক্যাপ্টেন্সি করবেন ঋষভ পন্থ। ইডেনে প্রথম ম্যাচে হেরে সিরিজ ০-১ পিছিয়ে ভারত। এই পরিস্থিতিতে কি ভারতকে জয়ে ফেরাতে পারবেন পন্থ? এই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মহেন্দ্র সিং ধোনির পর ভারতের কোন উইকেট টেস্ট ক্যাপ্টেন্সি করতে চলেছেন। গুয়াহাটিতে ইতিহাসে পা রাখবেন পন্থ। কিন্তু তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকবে একাধিক চাপ। গিলহীন ব্যাটিংয়ের দায়িত্ব সামলাতে হবে। দুরন্ত প্রতিপক্ষকে থামাতে হবে। আর সমতা ফেরাতে হবে সিরিজে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট সিরিজে ওয়াইটওয়াশ হয়ে গিয়েছিল ভারত। ইডেন ধরলে ০-৩ ফলাফল এখন ০-৪ হয়ে গিয়েছে। কোচ গৌতম গম্ভীর যতই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতুন, তাঁর উপর চাপ থাকছেই। কোচকে হাসি উপহার দেওয়ার দায়িত্বও নিতে হবে পন্থকে। মাঠে নামার আগে পন্থ বলছেন, ‘‘যে কোনও ক্যাপ্টেনের কাছে একটা মাত্র ম্যাচ তেমন স্বস্তি দেয় না। কিন্তু আমি বোর্ডকে ধন্যবাদ দেব। বড় মঞ্চে নামার আগে যদি আপনি বেশি ভাবেন, অনেক সময় চাপ তৈরি হয়। যে কারণে আমি বেশি ভাবতে চাই না। একটা কঠিন টেস্ট ম্যাচ খেলে এসেছি। দ্বিতীয় ম্যাচটা জেতার জন্য যা যা দরকার, তাই করব।’’ গিলের পরিবর্তে কে খেলবেন, তা ঠিক করে ফেলেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে পন্থ সেই নাম জানাননি। জরুরিকালীন পরিস্থিতি ভারতের নেতৃত্বের দায় কাঁধে তুলে নেওয়া পন্থ বলছেন, ‘‘কে শুভমনের বদলে খেলবে, তা ঠিক করে ফেলা হয়েছে। আমি একদিকে যেমন স্বাভাবিকত্ব ধরে রাখতে চাই, একই সঙ্গে আগ্রাসনের সঙ্গে একটা ভারসাম্যও রাখতে চাই। একটা টিমকে জেতানোর জন্য সহজসরল ভাবে যা যা দরকার, সেটাই করব।’’ শুভমন খেলতে চেয়েছিলেন। যে কারণে টিমের সঙ্গে গুয়াহাটিও গিয়েছিলেন। সেই তাগিদ মাথায় রাখছেন পন্থ। তাঁর কথায়, ‘‘শুভমন ভীষণ ভাবে খেলতে চেয়েছিল। শরীর না দিলেও দলের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখাতে চেয়েছিল। এটাই আমাদের কাছ থেকে সবাই দেখতে চায়। গতকাল ওর কাছ থেকেই জানতে পেরেছি, আমাকে ক্যাপ্টেন্সি করতে হবে।’’

আয়ুষ শেট্টিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে লক্ষ্য সেন

মেলবোর্ন, ২১ নভেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০-এর পুরুষ সিঙ্গলসে শেষ চারে জায়গা করে নিলেন লক্ষ্য সেন। কোয়ার্টার ফাইনালে স্ট্রেট সেটে হারালেন আয়ুষ শেট্টিকে। স্কোরলাইন ২৩-২১, ২১-১১ ম্যাচ শেষ হয় ৫৩ মিনিটে। লক্ষ্য টুর্নামেন্টের সাত নম্বর বাছাই। এ বছরের গোড়ায় হংকং ওপেনের একই পর্বে শেট্টিকে হারিয়েছিলেন তিনি। সিডনিতেও ছবিটা বদলাল না। প্রথম গেমে টানটান লড়াই হলেও শেষ মুহূর্তে ঠান্ডা মাথার খেলায় এগিয়ে গেলেন লক্ষ্য। দ্বিতীয় গেম সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে ম্যাচ শেষ করলেন। যদিও পয়লা গেমে লক্ষ্য পিছিয়ে পড়েন ৬-৯ ও ৯-১০ ব্যবধানে। এরপর টানা চার পয়েন্ট তুলে এগিয়ে যান ১৩-১০-এ। কিন্তু শেট্টি-যিনি ইউএস ওপেন সুপার ৩০০-র চ্যাম্পিয়ন-বারবার ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচে চাপ ধরে রাখছিলেন। স্কোর দাঁড়ায় ২১-২১। সেখান থেকে লক্ষ্য দু’পয়েন্ট তুলে গেম জিতে নেন ২৩-২১-এ। দ্বিতীয় গেমে ছবিটা পাল্টে যায়। শুরু থেকেই ম্যাচের ছন্দ নিজের হাতে তুলে নেন লক্ষ্য। দ্রুত ৬-১-এ এগিয়ে যান। শেট্টি আগের তীব্রতা ধরে রাখতে পারেননি। লক্ষ্য ব্যবধান বাড়ান-১৫-৭, তারপর ২১-১১। অভিজ্ঞতা ও শার্প শট-মেকিংয়ের ফারাক স্পষ্ট ধরা পড়ে। এই জয়ের সুবাদে লক্ষ্য এখন পুরুষ সিঙ্গলসে একমাত্র ভারতীয়। সিনিয়রদের মধ্যে টুর্নামেন্ট থেকে আগেই বিদায় নিয়েছেন এইচ.এস. প্রণয় ও কিদাম্বি শ্রীকান্ত। ফলে শেষ চারে ওঠা লক্ষ্য দেশের শেষ ভরসা। এবার সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন চাইনিজ তাইপের চৌ থিয়েন চেনের। বিশ্বের ৯ নম্বর ও দ্বিতীয় বাছাই চৌ কোয়ার্টারে কিস্তিমাত দিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার ফারহান আলউইকে-১৩-২১, ২৩-২১, ২১-১৬। আলউই-ই আগের রাউন্ডেই ছিটকে দেন প্রণয়কে।

ভারতীয় ফুটবলের সংকটে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান ইস্টবেঙ্গল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ ফুটবলের ক্ষেত্রে এইমুহূর্তে খুব একটা ভালো পরিস্থিতিতে নেই ভারত। এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ধাক্কা খাওয়ার পর গত ম্যাচে মুখ পুড়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশের কাছে। যেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের। তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রথম ডিভিশন লিগের অনিশ্চয়তা। আগামী ডিসেম্বরে সুপার কাপ শেষ হওয়ার পর আদৌও কবে শুরু হবে আইএসএল এবং আইলিগ সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে দল গুলির সাথে দফায় দফায় বৈঠক করা হলেও এখনও পর্যন্ত মেলেনি সমাধান সূত্র। সময় এগোনোর সাথে সাথেই গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ফুটবলের সুদিন ফেরাতে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ চিঠি প্রেরন করেন ইস্টবেঙ্গল সভাপতি মুরারীলাল লোহিয়া। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, দেশের ফুটবলের করুন পরিস্থিতির কথা। আইএসএলের মতো জনপ্রিয় টুর্নামেন্টের ভবিষ্যত অন্ধকারে থাকায় দেশের ক্লাব গুলির পাশাপাশি ফুটবলারদের কেরিয়ারে যে ব্যাপক প্রভাব আসছে সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে সেই চিঠিতে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ‘১০৬ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের সবচেয়ে সুসজ্জিত ক্লাবগুলির মধ্যে একটি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। চারটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জয়ী একমাত্র ভারতীয় ক্লাব হিসেবে, ইস্টবেঙ্গল ঐতিহ্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সমর্থকদের আনুমানিক ভিত্তি - ৪.৫ কোটিরও বেশি - মূলত ভারত এবং বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী বাঙালি সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠিত, যাদের ফুটবলের প্রতি আবেগ চলমান চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি আমাদের জাতির অভিভাবক। আপনার অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বে ভারত সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং একটি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। খেলো ইন্ডিয়া, ফিট ইন্ডিয়ার মতো দেশব্যাপী ক্রীড়া পরিকাঠামো সম্প্রসারণের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে খেলাধুলা, ফিটনেস এবং যুব ক্ষমতায়নের উপর আপনার জোর আমাদের দেশের ক্রীড়া দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতি গভীর বিশ্বাস রেখেই আমরা ভারতীয় ফুটবলের মুখোমুখি সংকট মোকাবিলায় আপনার হস্তক্ষেপের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।’

বিকেল সাড়ে চারটেতেই নিকষ আঁধার! আগাম সূর্যাস্ত হয়ে উঠবে গুয়াহাটির কি-ফ্যাক্টর?

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বরঃ গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে শনিবার শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যাচ শুরুর আগে আলোচনার কেন্দ্রে একটাই বিষয়-দ্রুত সূর্যাস্ত। দেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত গুয়াহাটিতে অন্ধকার নেমে আসে অনেক তাড়াতাড়ি। সেই কারণেই এ বার ম্যাচের সময়সূচি বদলাতে বাধ্য হয়েছেন আইসিসি-নিয়োজিত ম্যাচ অফিসিয়ালরা। শনিবার খেলা শুরু হবে সকাল ৯টায়-সাধারণত যা ৯টা ৩০-এ আরম্ভ হয়। শেষ হবে বিকেল ৪টের মধ্যেই। আসল লক্ষ্য-দ্রুত আঁধার হওয়ার জন্য যেন বেশি ওভার নষ্ট না হয়। উল্লেখ্য, গুয়াহাটি ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায়, আর ভারতীয় মান সময় নির্ধারিত ৮২.৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায়। ফলে শহরটি সূর্যের হিসাবে অনেক এগিয়ে। সকাল শুরু আগেভাগে, আর অন্ধকারও ঘনায় অনেক তাড়াতাড়ি। তাই সূর্যের আলো যতক্ষণ থাকে, তাকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। তার ফলে অনভ্যস্ত এক পরিস্থিতি-টি-ব্রেক লাঞ্চের আগেই! টেস্ট ক্রিকেটে যা বিরল!

সময়সূচি অনুযায়ী-প্রথম সেশন-সকাল ৯টা-১১টা, টি-ব্রেক-১১টা-১১.২০, দ্বিতীয় সেশনঃ ১১.২০-১.২০, লাঞ্চ-১.২০-২.০০, শেষ সেশন-২টা-৪টা

রঞ্জি ট্রফির পূর্বাঞ্চলের ম্যাচে এমন সময়সূচি আগেও দেখা গিয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটা বেশ ব্যতিক্রমী। ভারতীয় ব্যাটার সাই সুদর্শন শিডিউল নিয়ে একেবারেই ভাবিত নন। বলেন, ‘‘আমি লাঞ্চে চা খাই, তাই আগে চা খেতে আপত্তি নেই। নতুন কিছু। ঠিক অভ্যস্ত হয়ে যাব।’’ দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার কেশব মহারাজের কথায়, ‘‘সূর্যের আলো বাঁচাতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য!’’ তবে প্রোটিয়া ওপেনার এডেন মার্করামের মত একটু ভিন্ন-‘‘টেস্ট ক্রিকেটের ধারা মেনে ম্যাচ সব সময় ১০টায় শুরু, এরপর লাঞ্চ, তারপর চা। কিন্তু পরিস্থিতি যেমন, তেমন মানিয়ে নিতেই হবে।’’ কলকাতায় প্রথম টেস্টে ৩০ রানে হার-চেজ করতে নেমে ৯৩ অল-আউট-ভারতের ব্যাটিংয়ের দুর্বলতা প্রকট করে দিয়েছে। ঘরের মাঠে স্পিনিং উইকেটে ব্যর্থতা নতুন নয়, গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও এমনটাই হয়েছিল। তাই গুয়াহাটিতে ম্যাচ শুধু সিরিজে সমতায় ফেরা নয়-নিজেদের ভুল সংশোধনের লড়াইও বটে। অধিনায়ক শুভমান গিল খেলছেন না। কলকাতা টেস্টে ঘাড়ে চোট পেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে মাঠে নামতে পারেননি। দলে রয়েছেন, খেলতেই চেয়েছিলেন আপ্রাণ। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট তাতে কর্ণপাত করেনি। বিকল্প হিসেবে দলে ঢুকবেন সাই সুদর্শন। নেতৃত্বে ঋষভ পন্থ। আগাম সূর্যাস্ত যে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হবে, তা পরিষ্কার। কিন্তু ভারতের আসল পরীক্ষা-পরিস্থিতি মানিয়ে তাড়াহুড়ো নয়, বরং সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে লড়াইয়ে ফেরা। কলকাতার ভুল মেরামত করে গুয়াহাটিতে কতটা প্রস্তুত দল-এটাই ঠিক করবে সিরিজের ভাগ্য।

মিলেছে অনুমোদন! ভারতীয় দলের জার্সিতে খেলতে বাঁধা নেই রায়ানের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বরঃ ২০২৩ সাল থেকেই বেঙ্গালুরু এফসির হয়ে খেলে আসছেন রায়ান উইলিয়ামস। শেষ কয়েক সিজনে অনবদ্য ফুটবল খেলেও চূড়ান্ত সাফল্য পায়নি কর্নাটকের এই ফুটবল ক্লাব। এমনকি গতবার হাতছাড়া হয়েছিল আইএসএলের লিগ কাপ। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশা ছিল সমর্থকদের মধ্যে। তবে একক দক্ষতায় যথেষ্ট নজর কেড়েছিলেন এই অস্ট্রেলিয়ান তারকা। তাঁর পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে মন জয় করেছিল সকলের। ট্রান্সফার উইন্ডোতে তাঁকে নিয়ে অন্যান্য দলগুলির আগ্রহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে বেঙ্গালুরু। এবারের সুপার কাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে টাইব্রেকারে ম্যাচ গেলেও রায়ান উইলিয়ামসের মিস ছিটকে দিয়েছিল আইএসএল জয়ী ফুটবল দলকে। সেই নিয়ে যতটা হতাশা দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে, পরের দিন এই ফুটবলারকে নিয়ে অধিক বেশি খুশি হতে দেখা গিয়েছিল দেশের ফুটবলপ্রেমীদের। সামনে এসেছিল এক নয়া তথ্য। জানা যায় এবার থেকে বেঙ্গালুরুর পাশাপাশি ভারতের জাতীয় দলের হয়ে ও খেলতে দেখা যাবে এই ফুটবলারকে। সেই সময় নিজের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন এই তারকা ফুটবলার। তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করায় যথেষ্ট খুশি ছিল সকলে। পরবর্তীতে জাতীয় শিবিরেও দেখা গিয়েছিল এই ফুটবলারকে। এমনকি গত ম্যাচে অন্যান্য ফুটবলারদের পাশাপাশি তাঁকে ও বাংলাদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন কোচ খালিদ জামিল। কিন্তু মাঠে নামানো সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র। অবশেষে তাঁকে সম্মতি দিয়েছে বিশ্ব ফুটবল সংস্থা তথা ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস চেম্বার। যারফলে বর্তমানে ভারতীয় ফুটবল দলের জার্সিতে মাঠে নামতে আর বাঁধা নেই রায়ান উইলিয়ামসের। সে নিয়ে যথেষ্ট উচ্ছসিত সকলে। কিন্তু গত ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে লজ্জাজনক হার যথেষ্ট প্রশ্নের মুখে রেখেছে খালিদকে।

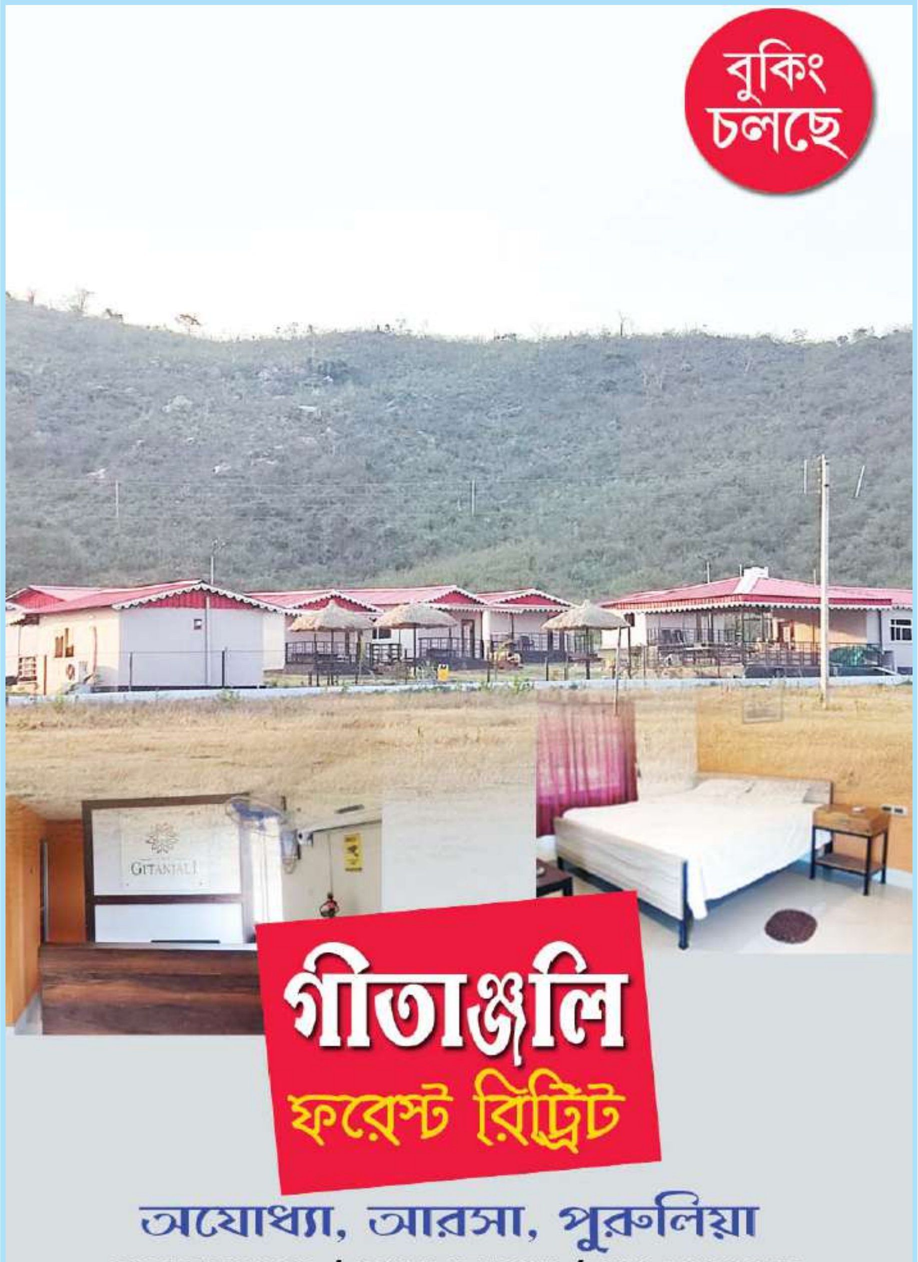

ওসিমেন থেকে কাভারস্কেলিয়া, বিশ্বকাপে দেখা যাবে না এই সমস্ত তারকাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ৪২টি দল ইতিমধ্যে চূড়ান্ত। বাকি ছ’টি সিট নির্ধারিত হবে আগামী মার্চে-ইউরোপের প্লে-অফ ও আন্তঃ মহাদেশীয় প্লে-অফের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে যাত্রাপথে ছিটকে গিয়েছে বহু বড় দেশ, অনেক বড় তারকা। খেলা হবে উত্তর আমেরিকার তিন দেশে-যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায়। কয়েকজন তারকার জন্য এবারের বিশ্বকাপ যদিও কেবল টিভির পর্দাতেই সীমাবদ্ধ। প্রথম নাম খভিচা কাভারস্কেলিয়া। জর্জিয়া ইউরো ২০২৪-এ চমক দেয়, কিন্তু বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে রীতিমতো ভেঙে পড়ে। কাভারস্কেলিয়া দু’টি গোল করলেও দল জিতেছে মাত্র একটি ম্যাচ। স্পেন ও তুরস্কের পিছনে থেকে শেষ পর্যন্ত বাছাই পর্বেই ছিটকে যায় জর্জিয়া। পরবর্তী নাম পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। গ্যাবন অনেক চেষ্টা করেও কোনওদিন বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি। এবারও ব্যতিক্রম নয়। সাত গোল করেও অবামেয়াং দলকে ক্যামেরুন বা নাইজেরিয়ার মতো শক্তিশালীদের স্তরে তুলতে পারেননি। এবারও ডিআর কঙ্গোর কাছে প্লে-অফে হেরে বিশ্বকাপ-স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে গ্যাবনের। বড় ধাক্কা পেয়েছেন ব্রায়ান এমবুয়েমোও। ক্যামেরুন পরাস্ত হয় স্বয়ং কেপ ভার্দের কাছে। পরে প্লে-অফে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধেও শেষরক্ষা হয়নি। এমবুয়েমো নিজে একগাদা গোলের

সুযোগ নষ্ট করেন। ম্যাচ শেষে রাগে মাঠ ছাড়ার ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল! ইউরোপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন দুশান ভ্লাহোভিচ। সার্বিয়া ২০১৪-এর পর প্রথমবার বিশ্বকাপ মিস করছে। আলবেনিয়া ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভ্লাহোভিচ ছাপ ফেলতে পারেননি। কোচ পদত্যাগ করেছেন, দল প্রবল চাপে। হাঙ্গেরির দোমিনিক সোবোসলাই ছিলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডারদের একজন যাঁরা বাছাই পর্বে নিজের সেরাটা উজা। করে খেলেছেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আয়ারল্যান্ডের গোল তাদের সুযোগ শেষ করে দিয়েছে। সোবোসলাই ম্যাচের শেষে কেঁদে ফেলেন-এবারও বিশ্বকাপ-যাত্রা বঞ্চিত হাঙ্গেরি। আফ্রিকা থেকে সবচেয়ে বড় ধাক্কা ভিক্টর ওসিমেনের না নামা। নাইজেরিয়া ২০২৬ বিশ্বকাপেও নেই। ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে পেনাল্টি শুটআউটে হেরে প্রতিযোগিতা শেষ। ওসিমেন চোটাঘাতের জেরে সমস্ত ম্যাচ খেলতে পারেননি। যতটুকু সময় মাঠে নেমেছেন, তাঁর একার বিশ্বমানের পারফরম্যান্স সত্ত্বেও দল সামগ্রিকভাবে ভেঙে পড়ে। চিলির আলেক্সিস স্যাঞ্চেজ দীর্ঘ কেরিয়ারের গোধূলিতে এসে দলকে বাঁচাতে ব্যর্থ। চিলি দক্ষিণ আমেরিকার টেবিলে সবার শেষে। স্যাঞ্চেজও আঘাত-সমস্যায় ভুগেছেন। তরুণ প্রতিভা বেঞ্জামিন সেস্কোর স্লোভেনিয়া কোসোভোর কাছে হেরে বিদায় নেয়। ম্যান ইউনাইটেডের স্ট্রাইকার কোনও গোল বা অ্যাসিস্ট করতে পারেননি। দল এখনও বিশ্বমঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো শক্তিশালী নয়, এটা আপাতত পরিষ্কার। কোস্টা রিকার কেলর নাভাস আন্তর্জাতিক অবসর ভেঙে ফিরেছিলেন শুধু বিশ্বকাপের লক্ষ্যে। কিন্তু দুর্বল আক্রমণের কারণে বিদায় প্রায় নিশ্চিত। সবশেষে, গুয়িনিয়ার গোলমেশিন সেরু গুইরাসি। ক্লাব-ফুটবলে দুর্দান্ত হলেও দেশকে টানতে পারেননি। মাত্র এক গোল, দল চতুর্থ হয়ে বাদ। মোট কথা-উত্তর আমেরিকা মঞ্চ সাজাচ্ছে ৪৮ দলের বিশ্বকাপের জন্য, কিন্তু বেশ কয়েকজন বড় তারকার উপস্থিতি সেখানে দেখা যাবে না। বাছাই পর্ব শেষ হওয়ার আগেই বিশ্বকাপ-সেলিব্রেশন রুদ্ধ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com